উপন্যাস

দিলীপকুমার

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্, কলিকাতা

একটাকা

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্সের পক্ষে ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস্ হইতে
শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

আশ্চর্যবৎ পশ্যতি কশ্চিদেনম্।
আশ্চর্যবদ্ বদতি তথৈব চান্যঃ।
আশ্চর্যবৎ চৈনমন্যঃ শৃণোতি।
শ্রুত্বাপ্যেনং বেদ ন চৈব কশ্চিৎ।

কেহ দেখে আশ্চর্য তাঁহার রূপ।
কেহ শুনে আশ্চর্য তাঁহার বাণী।
কেহ কহে আশ্চর্য সে নিশ্চুপ।
শুনিয়াও কেহ বলে নাই—"তাঁরে জানি।"

SRI AUROBINDO :

It is specially difficult for the ordinary Christian to be of a piece, because the teachings of Christ are on quite another plane from the consciousness of the intellectual and vital man trained by the education and society of Europe. The latter, even as a minister or priest, has never been called upon to practise what he preached in entire earnest. But it is difficult for the human nature anywhere to think, feel and act from the centre of true faith, belief or vision. The average Hindu considers the spiritual life the highest, reveres the Sannyasi, is moved by the bhakta but if one of the family circle leaves the world for the spiritua life, what ears, arguments, remonstrances, lamentations ! It is almost worse than if he had died a natural death.···They will argue like pundits and quote shastras to prove you in the wrong,···it is a vital insincerity which uses the reasoning mind as an accomplice. That is why we insist so much on sincerity in the yoga and that means, to have all the being constantly turned towards the one Truth : the one divine. But that for human nature is one of the most difficult of tasks, much more difficult than a rigid asceticism or a fervent piety. Religion itself does not give this complete harmonised sincerity : it is only the psychic being and the one-souled spiritual aspiration that can give it.

Idealising is a pastime of the mind except for the few who are passionately determined to make the ideal real. Buddha is in nirvan and his wife and child are there too perhaps, so it is easy to praise his spiritual greatness and courage, but for living people with living relatives a similar action is monstrous. They ought to be satisfied with praising Buddha and take care not to follow his example.

স্বপ্নশ্রুতি

গুরুদেব !

ওরা বলে ওদের কথা তোমার মুখের বাণী ব'লে ।
"আমার আমার" ক'রে শুধু পায় বিরহ মিলন-ছলে ।
বাসনারে বসায় ওরা সাধনারি মন্ত্রলোকে ।
তৃষ্ণা জপে মুক্তি ভ্রমে—সোনার হরিণ চেয়ে ভোলে ।
যারা তোমার ডাক শুনেছে তাদের মাথায় মিথ্যে কালি ।
ভোগের কুরূপ মুখরতায় ভরে হিয়ার পূজার ডালি ।
বাঁধতে যেয়ে হারায় নিতুই, জানে না যে, পারাবারে
দৃষ্টিপ্রদীপ নিভলে মণি মজে অতল অন্ধকারে ।
সুখ যারে হায় বলে—সে যে মরীচিকা, জানবে কবে
কামনারে বিদায় দিয়ে নিষ্কামনার মহোৎসবে ?
তোমার আশীষ-পরশ পেয়ে সাধ ক'রে হায় হারায় যারা
তুমি তাদের ডাকলে কাছে—'না' ব'লে চায় মায়ার কারা ।
তাই তো ওরা তোমায় পেয়েও ফিরিয়ে দিয়ে কালোর টানে
অপ্রেমেরি আঘাত হানে ভালোবাসার প্রতিদানে ।
তবুও তুমি জানো—এরাও খোঁজে তোমায় বেসুর মাঝে,
শুনতে যেদিন শিখবে—প্রাণে শুনবে চির বাঁশি বাজে :
"তাঁরে যদি আপন জানি—অচেনাও হবে আপন ।
"জ্বললে তাঁহার চোখের আলো—আলো হবে বিশ্বভুবন ।
"তাঁরে যদি না পাই—যারা আপন ছিল হবে অচিন ।
"নিভলে তাঁহার চোখের আলো—রবির রবিও হবে মলিন ।"

মালা

ধ্যানশ্রুতি

গুরুদেব !

"তোমারে চাহে না যারা—তা'রাও তো অস্বীকার মাঝে
তোমারেই অঙ্গীকার করে"—
এই বাণী যেন বাজে
অসাঙ্গ-ঝঙ্কারী মিড়ে অন্তরের ধ্যানমণি তারে !
এ কেমন লীলা তব জাদুকর ! কী স্বপ্নসম্ভারে
নলিনী-নয়নে রাঙা-রবিমন্ত্রে ওঠো উচ্ছ্বসিয়া
আশ্চর্য আকাশ-আলো ?—প্রীতিছন্দে দাও নির্ঝরিয়া
সুদূরের স্মৃতিগন্ধ আধ চেনা-আধেক-অচিন !—
আঁকিয়া সঙ্গীত শান্তি, কে তুমি হে নেপথ্য-নিলীন,
অপরূপ অভ্যুদয়ে গাও নিত্য-নব রাগমালা ?
সান্ধ্য মৃত্যুনভে যেন তব আঁখিদীপে হয় জ্বালা
কৃতজ্ঞ জীবনরাকা ! সে-জ্যোৎস্নার বিহ্বল লগনে
প্রশ্নের কণ্টক বনে জ্বলে পুষ্প-পেলব বন্দনে
অপূর্ব প্রত্যয় : মরে সংশয়ের অনিশ্চিত ছায়া,
জিজ্ঞাসার ব্যথাবৃন্তে অকায়া করুণা ধরে কায়া ।
"যে-তুমি সবার সাথী, তার বাতি কেন নিভে যায়—"
শুধায়ে উত্তর পাই । বুঝি তাই বেদনা মিলায়
আনন্দিত আবির্ভাবে—যবে তুমি গাও ধ্যানমাঝে :
"বিদ্যুতেরি অঙ্গীকার বজ্রমেঘ-অস্বীকারে বাজে !"

রাকা

উৎসর্গ

স্বপনমালা !

তন্বী তনু মর্মে তব শুনি দুরভিসারী বেদনা
অকূল-চরণে নিত্য নিবেদন করে এ-প্রার্থনা :
"তোমার চাওয়ার পথে আছে নিরানন্দ, আছে বাধা,
কাঁটার যন্ত্রণা, শঙ্কা, নিরুৎসাহ, নির্দিশা নিরাশা :
তবু সে-উদার দুঃখে কণ্ঠ মোর হোক নাথ সাধা,
ছোট সুখে ছোট তৃপ্তি—সেথা মোর মিটে না পিপাসা।
"ওরা বলে—ভ্রান্ত আমি, ওরা শুধু জানে আলোবাণী।
স্বার্থ-অন্ধ-অধিকার গণে ওরা পরার্থের ব্রত।
প্রেমের সাধনা বিনা ঘোষে : 'প্রেম কারে বলে—জানি।'
নলিনী বন্দিনী করি' মুষ্টিমাঝে চায় অনাহত
"অনন্ত মলয়মুক্তি। কামনার ফুলদানি ঘরে
সাজায়ে উচ্ছ্বসি' গায় : 'এরই নাম কুসুম ঝঙ্কার।'
দান করে দাক্ষিণ্যের দীপালিকা জয়টিকা তরে,
সে দীপ নিভিলে কাঁদে : 'ধিক্ অকৃতজ্ঞ অন্ধকার !'
"প্রেমেশ ! তোমার প্রেমে নাই দাবি, সর্ত, অভিমান :
সেই প্রেমে দীক্ষা দাও—মন্ত্র যার শুদ্ধ আত্মদান।"
পৌরাণিক শিশুকণ্ঠে শুনি' বৈকুণ্ঠের আবির্ভাব
শিহরি প্রণমি' করি ধ্রুব মীরা প্রহ্লাদের স্তুতি :
আপন জনের কণ্ঠে সে সুর শুনিলে অভিশাপ
দিয়া রুষি' কহি : "দেবতার কথা সবই জনশ্রুতি।"

নববর্ষ, ১৯৩৯

কুঁড়ি ঃ

"আকাশ, আমি তোমারি আঁলো
স্বপনে দেখে বেসেছি ভালো"।
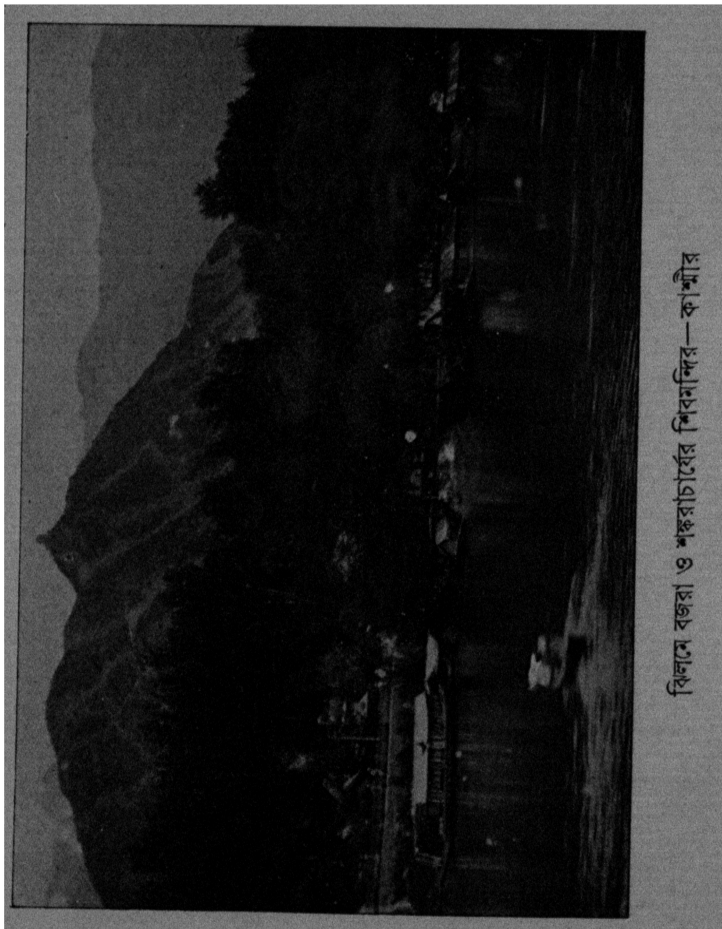
ঝিলমে বজরা ও শঙ্করাচার্যের শিবমন্দির—কাশ্মীর

ঝিলমের বাঁকা জল পায়ে পরেছে ছবির নূপুর। ওপারের দীর্ঘ পপ্‌লার চেনার ঝাউ সে নীলসঙ্গতে গেয়ে চলেছে ছায়ার গান। মুন্সি-বাগের শিবমন্দির থেকে শাঁক ঘণ্টা ওঠে বেজে। দুধারে বজরাগুলো ঠায় দাঁড়িয়ে। সাম্‌নে বরফে ঢাকা পাহাড়ের চূড়ায় চম্‌কে উঠেছে অস্ত-রবির সোনার ঢেউ। শিকারা-নৌকা থেকে ওরা মুগ্ধনেত্রে চেয়ে চেয়ে দেখে। ওরা তিন জন : নির্মল, প্রমীলা আর অসিত।

প্রমীলা অসিতের কাছে গান শিখত আগে। নির্মলের সঙ্গে বিয়ে হবার পর থেকে সাঙ্গীতিক উৎসাহে ঢিলে পড়েছে—সেটা আশ্চর্য নয়, কিন্তু উবে যে যায় নি একেবারে এটাই আশ্চর্য।

অসিত আজ ক'বছর কাশ্মীরের পথে দুমেল ব'লে একটি গ্রামে আছে—কোনো শান্তরসাস্পদ আশ্রমে। দিন সাতেক হ'ল এসেছে ওদের বজরায় দুদিনের অতিথি হ'য়ে। এম্‌নিই হঠাৎ—নোটিস না দিয়ে।

শিকারা থেকে নেমে ঝোলানো সিঁড়ি দিয়ে উঠে ওরা ঢুকল একটি চোখ-জুড়োনো বৈঠকখানায়। প্রমীলা নিজে হাতে এটি সাজিয়েছে আধা জাপানি আধা অজন্তা স্টাইলে। জাপানে ওরা এই সেদিন গিয়েছিল কি না বেড়াতে। তারপর এখানে আছে তিন চার মাস। স্বপ্নের মতন লাগছে এ জলজীবন। নির্মল জমিদার—তার উপর কাব্য ও গান ভালোবাসে : সুন্দরী স্ত্রী ও সুন্দর কাশ্মীর—রিয়ালিস্ট হ'তে যাবে কোন্ দুঃখে?

এদিকটায় ঝিলমের জল অনেকটা পরিষ্কার। তার নীলাভ বুকে আলোর ঝিকিমিকি এ ঘরটি থেকে কী স্নিগ্ধ যে লাগে! এদিকে ওদিকে শিকারা ক'রে চলেছে কত নৌকাবিহারীর দল—কখনো গান গেয়ে কখনো কলহাস্যে কখনো বা নীরবে। সামনে শঙ্করাচার্যের পাহাড়ের চূড়ায় শিবের

সুন্দর মন্দির। ধার ধার দিয়ে সর্পিল রেখায় উঠেছে আরোহণী পথের দীপালি। সে যে কী মায়াময় দেখায়! অসিত চুপ ক'রে চেয়ে চেয়ে দেখে—একা। মনে পড়ে এই কয়েকমাস আগে রাকা ও মালাকে নিয়ে গান করা ঐ শিখর মন্দিরে। সাম্‌নে তুষারমালা, উপরে নির্মেঘ নীল, নিচে ডাল হ্রদ, নীল সাপের মতন আঁকা-বাঁকা ঝিলম, এ-ধারে ও-ধারে আপেল পেয়ার ফুলের গন্ধ—আর চারদিকে সৌন্দর্যের কী আগুন যে লেগেছিল—মনে সে-সুরের রেশ মেলাবে কি কোনোদিনো? মনে পড়ে মালার ছোট্ট হাতের সেই হাতছানি, আর রাকার মুগ্ধ মগ্ন চাহনি তুষারমালার পানে—

"অত ভাবে না—বাবা রে বাবা—" প্রমীলা অসিতের পিঠে গুম্ ক'রে একটি ছোট কিল মারে।

অসিত চম্‌কে ওঠে। নির্মল হেসে বলল: "কী করো মিলি? অসহায় কবি বেচারিকে এমন আচম্‌কা—"

"হয়েছে গো হয়েছে—অত দরদের ঘটায় কাজ নেই—আমার বাপু অত কবিত্ব ফবিত্ব এখনো ধাতস্থ হয়নি—এ কী! অসিদা! মা গো মা! খাও নি? চা-টা যে জুড়িয়ে বরফ হ'য়ে গেল!"

অসিত অপ্রতিভ সুরে বলল: "কখন চা দিয়ে গেছিস—জানতাম না তো?"

প্রমীলা খুব রাগ করতে ভালোবাসে—অসিত ওকে ঠাট্টা ক'রে বলত 'রাগিণী'—বলল: "তা জানবে কেন বলো? সিন্ধুপারের শ্বেতাঙ্গিণী তো নই যে আমার জন্যে 'আকাশে কান' পেতে থাকবে?"

নির্মল বলল: "তুমি বড় কুঁদুলে মিলি। গুরুর সঙ্গে ও-টোনে কথা বলে?"

অসিত হাসল: "কলিতে শিষ্যার এ-ই নৈবেদ্য—ও মিলি, আর এক পেয়ালা চা এনে দে না ভাই—আইস্ টী-টা আর ব্রাহ্মণ সন্তানকে খাওয়াস নে এ বরফের দেশে। তার ওপরে সাক্ষাৎ অগ্রহায়ণ মাস—উঃ—ঐ শালটা দে না ছুড়ে, লক্ষ্মী! (হাম্বিরে সুর ক'রে):

প্রমীলা যাহার আছে, তার সবই আছে,
প্রমীলা যাহার নেই, কেন যে সে বাঁচে—

উঃ—আঃ—মুখ এমন ক'রে চেপে ধরতে আছে—ছাড় ছাড়—তাল মাটি, সুর মাটি, ভাব মাটি—কোনো মতে মিলটা বেঁচে গেছে।"

ওরা হেসে ওঠে।

* *

শাল মুড়ি দিয়ে ব'সে তিনজনে কষিত কাঞ্চনাভা দার্জিলিং দুহিতাকে কাশ্মীরি পেয়ালায় সেবন করতে করতে কত কী প্রসঙ্গই যে ওঠে ওদের মধ্যে!

প্রমীলা বলল: "হঠাৎ আমাদের মনে পড়েছে এ জন্যে কী যে বলব অসিদা! আচ্ছা জুলাইয়ে কেন এলে না ভাই?"

অসিত বলল: "আরে, আমি কি জানতাম তোরা তখন এখানে? জানলে কি আর তোদের রেহাই দিই কখনো? আর এক পেয়ালা?"

প্রমীলা সজোরে মাথা নেড়ে বলল: "আমি সার্ পি-সি রায়ের ছাত্রী—ভুলে যাচ্ছ? এই চা খেয়ে খেয়েই বাঙালি জাত মাড়োয়াড়ি বনতে পারল না—যাক্, ধরো—সেই গানটা—কতদিন যে তোমার গান শুনিনি অসিদা! দুবেলা শুনেও আশ মেটে না।"

অসিত বলল: "আজ সকালে বড্ড হয়েছে—এখন আর না।"

নির্মল বলল : "না না লক্ষ্মী অসিত—অন্তত একটা গান চাইই চাই। কানটা একটু জুড়োতে দে ভাই। আর টকির গানের উৎপাতে সে রোজই শাসায় আত্মহত্যা করবে ব'লে। আমি পাখোয়াজটা ধরছি। সেই ধামারটা অন্তত ধর্।"

অগত্যা অসিত গায় একটা গান—মনে পড়ে মালার কথা—সে এই গানটির সঙ্গেই নৃত্যসঙ্গত করেছিল ঐ শঙ্করাচার্যের পাহাড়ে শিবমন্দিরের সাম্‌নে!

"উদার গম্ভীর তুষার-মঞ্জীর-শঙ্খে মুর্তি মৃদঙ্গে
দিকে দিগন্তরে ধ্বনিয়া অন্তরে জাগো হে নৃত্য বিভঙ্গে।
গভীর ওঙ্কার মন্ত্রে
উছলি' স্বপ্ন অনন্তে
দাও চিরাশ্রয় হে শিব বরাভয়, তোমার আলোকিত অঙ্কে :
মায়ার বন্ধন দহিয়া হে পাবন, জ্যোতির্গঙ্গা তরঙ্গে।
তোমার দুন্দুভি তূর্য
স্বননে ব্যোমে ঝলে সূর্য ;
তোমার করুণায় গগন গরিমায় কুসুম ঝঙ্কৃত পঙ্কে :
সর্বহারা তুমি, তোমার মণি চুমি' তারকা শোভে ধূলি-অঙ্গে।
এসো! চিরোজ্জ্বল-কান্তি!
বিছায়ে তুঙ্গ প্রশান্তি
বাজাও শঙ্কর, তাল শুভঙ্কর অলোক-ডম্বরু ডঙ্কে :
শিখর-সঙ্গীতে ঝলকি' ভীরু চিতে নীলিমানন্দে অশঙ্কে।"

* *

গানপর্ব শেষ হ'লে যথাপর্যায়ে অনাহূত তর্কপর্ব চিরপরিচিতের ম'তই এসে হাজিরি দিল। অনেক দিনের অভ্যাস ওদের—

তার ওপরে প্রমীলা অসিতের হাতে-গড়া শিষ্যা—শুধু গানে নয়—বাক্যেও। ওদের কথা ছিল—কেউ কাউকে রেয়াৎ করবে না।

* *

"বড় যা তা বলো তুমি অসিদা"—প্রমীলা আজ একটু বেশি রুখে উঠেছে।

অসিত চুপ ক'রে রইল। প্রমীলার সে অতিথি যে—বেশি চটানো কি ভালো?

নির্মল একটা সিগার ধরিয়ে তাকালো প্রমীলার পানে। প্রমীলার মনে একটা আবছা ভয় জেগেছে সে টের পেয়েছে যেন। হয়েছে কি প্রমীলা কথাটা ব'লে ফেলেছিল একটু বেশি তীক্ষ্ণভাবে। তবে অসিতটাও চায় যে এই সব—নইলে এমন ক'রে যখন তখন খোঁচা দেয়—যে মেয়েরা যুক্তির রাজ্যে আবেগ এনে সত্যকে ঝাপসা ক'রে ফেলে?

নির্মল নরম সুরে বলল: "মিলির কথায় কিছু মনে করিস্ নি তো?"

অসিত এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বলল: "দূর্—অমৃতং বালভাষিতম্।"

প্রমীলা এবার কথা কইল: "বাঁচালে অসিদা—ছেলেমানুষ বলো সয়—কিন্তু—"

অসিত প্রমীলার গালে একটা স্নেহের চাপড় মেরে বলল: "তোকে পাগ্‌লি বলি কি আমি সাধে মিলি? তর্কে হারিস তাতে কী? যা তোর মনে হয় বলবি নে তাই ব'লে?"

নির্মল মুচকে হাসল: "বিশেষণ প্রয়োগের একটা মুস্কিল আছে

অসিত। যেখানে মানুষ তোর মতন—মানে স্পর্শকাতর সেখানে পাগ্‌লির পাগলামি বেশি সঙিন না পাগলার মুখভার বেশি রঙিন—মানে রোমান্টিক —বলা একটু কঠিন।"

*　　*

মিনতির আবির্ভাব—হাতে রূপোর কাশ্মীরী ট্রে-তে তিন পেয়ালা চা। প্রমীলাকে বলল: "মা, দেখ তো ঠিক রঙ হয়েছে কি না—আজ আমি নিজে হাতে চা করেছি।" মিনতির বয়স আট।

অসিত তাকে খপ্‌ ক'রে ধ'রে হাঁটুর উপর বসিয়ে গ্যালপ করিয়ে দুটি গালে পুরস্কার দিয়ে সুর ক'রে বলল:

"কিবে রঙ মরি, ওগো অপ্সরী মন করে হায় হায়
প্রাণ বলে: আহা মিনু দেয় যাহা—সে যে তারি রঙ পায়।"

ওর রূপের কেউ প্রশংসা করলে মিনু ভারি লজ্জা পায়: তাই "ধেৎ" ব'লে দে চম্পট।

প্রমীলা বলল: "তুমি ইন্‌করিজিব্‌ল্‌ অসিদা! পই পই ক'রে বলি, মেয়েটার মাথা খেয়ো না ওর সাম্‌নে ক্রমাগত ওকে রূপসী ব'লে ব'লে—"

অসিত বাধা দিল: "মিলি, কবিরাজ, নাট্যরাজ, দার্শনিকরাজ শেক্ষপীয়র বলেছেন 'If women be but young and fair, they have the gift to know it'—আয়নার সৃষ্টি যেদিন থেকে হয়েছে—"

প্রমীলা ঝঙ্কার দিয়ে উঠল: "যাও যাও জানা আছে। যেন পুরুষরা প্রসাধন কিছু কম চান মনে মনে। রূপ নেই—তাই: উড়তে না পেরে পাখি পোষ মেনেছে।"

অসিত বলল : "এক্ষণি আমাকে বল্‌ছিলি আমি বড় যা-তা বলি—আর এর নাম বুঝি খনার বচন ?"

প্রমীলা আরো চ'টে ওঠে : "না—যেন অপাঠ্য কথা গম্ভীর মুখে লিখলেই হ'য়ে ওঠে তত্ত্ববচনের টঙ্কার।"

অসিত বলল : "আর যেন অকাট্য কথায় ঝন্‌ঝন্‌ ক'রে উঠলেই হ'য়ে ওঠে সত্য বচনের ঝঙ্কার।"

প্রমীলার কণ্ঠ উঠল তার সপ্তকে : "সাক্ষাৎ মাতৃস্নেহ জিনিষটা খুব বড় জিনিষ নয় তোমার এ কথাকেও যা তা নাম দেব না তো কি আপ্তবাক্য ব'লে প্রণাম করব—না তন্ত্রমন্ত্র ব'লে ওঁ স্বাহা হ্রীং ক্রিং ক'রে করব বরণ ?"

অসিত দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বলল : "কোদালকে কোদাল বললে চটেন কাঠুরে ঠাকুর আবার বীণা বললেও চটেন উজিরখাঁর দল। করি কী ? সর্বনাশে সমুৎপন্নে জ্ঞানীরা যে বিধি দিয়েছেন তারও পথ নেই যখন, চুপ ক'রেই থাকি।"

নির্মল খবরের কাগজের অতল গহ্বর থেকে মুখ বার করল : "কিন্তু এ তোর অন্যায় অসিত—মাতৃস্নেহের তুই জানিস কী ?"

অসিত বলল : "তোর থিওরি সত্যি হ'লে বলতে হয় ভিক্টর হুগো দাগী কয়েদীদের ছবি লিখতে গেলেন কোন্‌ স্পর্ধায়—জেলে একবারও না গিয়ে ? কনান ডয়েল শার্লক হোম্‌সের ক্লাসিক ছবি আঁকতে গেলেন কোন্‌ সাহসে—পুলিশে চাকরি না ক'রে ? মাতাল না হ'লে খবর্দার বলতে পাবে না মাতালরা ক্রমে আমোদ ছেড়ে অভ্যাসের কবলেই বেশি প'ড়ে যায়। শরৎবাবু কোন্‌ অধিকারে শিশুদের ছবি আঁকতে গেলেন—ওঁর ক'টি বংশধর ছিল ?"

প্রমীলার কণ্ঠ ফের সপ্তমে চড়ল: "তাই ব'লে মেনে নেব যে স্নেহের রাজ্যে মাতৃস্নেহের স্থান সব চেয়ে বড় নয়? যুগে যুগে যা র'টে এল—"

"ওরে মিলি—আর পুরাকালের নজির দিস্ নি এমন ক'রে। কান ঝালাপালা হ'য়ে গেল। যা যুগ যুগ ধ'রে র'টে আসে সবই যদি সত্যি হ'ত তাহ'লে ঘরে ঘরে প্রতি শিশুর জন্মদিন হ'ত বাণভট্টের ভাষায় 'অমৃতের জন্মদিন।' মানুষ যা বলে আর যা হয় এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আশমান জমিন।"

"মানে?—ছাড়ছি নে অসিদা। বলতে হবে যা-বলতে চাইছ। মানে মাতৃস্নেহ দেখতে যা—"

"হ্যাঁ—আসলে ও তা নয়—এই-ই বলতে চাইছি। যা চক চক করে তা-ই যদি সোনা হ'ত রে মিলি, তাহ'লে তো মেরেই দিয়েছিলাম। তাছাড়া দেখা গেছে—তোর ভাষায় যুগে যুগে—যে অমন যে সোনা—তাকেও অনেক ঝালালে পোড়ালে তবে সে হ'য়ে দাঁড়ায় ফোর্টিন ক্যারাট গোল্ড্—না কী বলিস যেন তোরা?"

নির্মল বলল: "যা-ই বলুক যায় আসে না। কেবল, কিছু মনে করিস নে অসিত, তোর মুখে এ-ধরণের কথা শুনলে একটু যেন—কি বলব—কেমন কেমন লাগে।"

অসিত হাসল: "I cannot tell thee why; but yet I feel thou art no prophet?—না ঘরোয়া ভাষায়—ছোট মুখে বড় কথা?"

প্রমীলা বলল: "শেষেরটাই অসিদা। কারণ যতই বড় বড় বোলচাল দাও না কেন ভাই, এটা তো অস্বীকার করতে পারো না যে, এ-সব বিষয়ে ব্যক্তিগত কোনো অভিজ্ঞতাই তোমার নেই?"

অসিত চুপ ক'রে রইল।

নির্মল ঈষৎ উদ্বিগ্ন সুরে বলল : "কী ?"

অসিতের হাসিতে হঠাৎ বিষাদের আমেজ ফুটে উঠল : "এক সময়ে সত্যিই ছিল না, মানি। তখন মাতৃস্নেহ সম্বন্ধে উচ্ছ্বাসের দৌড়ে আমি মিলিকে হ্যাণ্ডিক্যাপ দিয়েও জিততে পারতাম।"

ঘরের মধ্যে একটা ছায়া এসে পড়ে।

* *

"না, বলব না কেন মিলি ? শোন। এই যে মিনু—আয় মা, লক্ষ্মীটি—আচ্ছা গাল অত টিপব না আর।"

মিনু চা-র পেয়ালা দিয়ে অসিতের গলা জড়িয়ে ধ'রে বলল : "একটু বাদে আসছি মামা। লক্ষ্মীটি।"

"আচ্ছা আচ্ছা—ডলি এসেছে বুঝি ?"

"হ্যাঁ মামা—ও যে কী লক্ষ্মী জানো না। আমার পুতুলের জন্যে ফ্ল্যানেলের ব্লাউস আর জর্জেটের শাড়ী নিয়ে এসেছে। তবে একটা কাশ্মীরী শালও দেখতে হবে। কাল তার জন্মদিন কিনা।"

* *

অসিত বলল : "তোর কাছে বলতে একটু সঙ্কোচ হয় মিলি ! সবে মা হয়েছিস।"

"আ—হা। যেন মা-রা সত্যি কথা সইতে পারে না।"

"সত্যিই পারে না রে—বিশ্বাস কর। যেখানে মহিমার ঢাকঢোল বাজে সব চেয়ে বেশি—সেইখানেই সত্যের গভীর সুর শোনা যায় সবচেয়ে কম। তবে হয়ত এ-সুর গভীর ব'লেই লোকে এত চাপা দিতে চায়,

যে-রংমশাল চমকে দেয় তাকেই মানুষ বেশি ভালোবাসে—যে-তারা পথ দেখায় তা থেকে চোখ ফেরানো সহজ। যাক্ শোন্ বলি।”

* *

অসিত বলল: “ছেলেবেলা থেকেই মায়ের স্নেহ ভাবতেও মনটা কেমন যেন উঠত ভিজে। হয়ত সেটা এইজন্যে যে মাকে আমি হারিয়েছিলাম খুবই অল্প বয়সে। নির্মল আকাশে শুকতারার মতন তাঁর চোখের আলো থেকে থেকে আজো জ্ব'লে জ্ব'লে ওঠে আমার স্মৃতির আকাশে। অমনি সময়ের ব্যবধান মেঘের মতন ছেয়ে আসে যেন—ঢেকে যায় সে মণির দ্যুতি।

“মা মারা যাবার সময়ে আমাকে সঁপে দিয়েছিলেন আমার পিসিমার হাতে। মাতৃহারা ছেলেকে পিসিমাই মানুষ করেন। অনেকদিন পর্যন্ত তাঁকেই আমি জানতাম মা ব'লে। তিনিও আমাকে তাঁর মাতৃ-হৃদয়ের স্নেহ দিয়েই করেছিলেন লালন। কতই যে শুনতাম উচ্ছ্বাস আমার প্রতি তাঁর স্নেহের সম্বন্ধে? বলতেন—পরের ছেলে কথাটা যে মায়েরা বলে তারা জানে না সত্যিকার মায়ের স্নেহ কী বস্তু। অথচ মা কি না আমাকে—কিন্তু না, একে বলে anticipate করা। বলি আগে গল্পটাই।

“বাবা বোনের হাতেই আমাকে দিয়ে একরকম নিশ্চিন্ত ছিলেন। সবাই জানত পিসিমার অগাধ সম্পত্তি আমিই পাব। লোকে বলত বিধাতা তেলা মাথাতেই তেল ঢালেন—কারণ বাবাও বেশ সঙ্গতিপন্নই ছিলেন।

“এমন সময় পিসিমার কোলে এল মালা। ফুটফুটে মেয়ে—কোঁকড়া কোঁকড়া চুল, ফোলা ফোলা গাল—যেন পরী এল পুতুল হ'য়ে। পিসিমা

আহ্লাদে তো চোখে দেখতে পান না কানে শুনতে চান না এই অবস্থা। বলাই বেশি—যে সে সময়ে তাঁর মাতৃস্নেহ-উচ্ছ্বাসিনী মায়েদের সম্বন্ধে ধারণা একটু বদ্‌লে গিয়েছিল।

"এর কিছু পরেই আমি গেলাম বিলেত। সেখানে পৌছতে না পৌছতে খবর পেলাম—পিসেমশাই মারা গেছেন শ্রীনগরে। সেখানে তাঁর জমিদারি ছিল যথেষ্ট। কাজেই পিসিমা সেইখানেই র'য়ে গেলেন।

"বিলেত থেকে ফিরে এলাম গান শিখে—সাদা বাংলায়, কিচ্ছুই না শিখে। কিন্তু পিসিমা মহা খুশি। কাশ্মীরে নিমন্ত্রণ ক'রে বললেন: 'অসি বাবা, এখানেই থাক্ তুই। তোর তো আর চাকরি ক'রে খেতে হবে না। বোন্‌টাও ফেল্‌না নয়। তাকে গান শেখানোর ভার তুই-ই নে।'

"মালার ওপর আমার সেই প্রথম থেকেই কেমন যেন একটা মায়া মতন প'ড়ে গিয়েছিল। এখন দেখে আরো মায়া হ'ল। আহা পিতৃহারা! বলতে ভুলেছি আমি বিলেতে থাকতেই আমার বাবা মারা যান। বললাম: 'পিসিমা, মালাকে গান শেখাব—তোমার কাশ্মীরের প্রাসাদে থেকে—এ-নিমন্ত্রণে কষ্ট তো সোজা নয়।' পিসিমা হেসে বললেন: 'কষ্ট আছে বাবা, মালা ভারি দস্যি মেয়ে—কী যে একগুঁয়ে! তবে বুদ্ধি যা—'

বললাম: 'পিসিমা, প্রতি মায়ের মুখেই আবহমান কাল শুনে আসছি যে তাঁর খোকাখুকুমণিরা এক একটি আস্ত ক্ষুদে বৃহস্পতি ঠাকুর বা সরস্বতী ঠাকরুণ। আমি কেবল ভাবি তাহ'লে এ-পৃথিবীতে এত বোকা এলো কোন্ পথ দিয়ে?' পিসিমা অপ্রস্তুত হ'য়ে বললেন: 'ঘাট হয়েছে তর্কচূড়ামণি মশায়, আর কখনো যদি এ-রকম কথা বলি—কিন্তু তুই এখানেই থেকে যা না—কি বলিস? লক্ষ্মী বাবা আমার, মালাকে আমি সাম্‌লাতে পারি নে—ও খুব নাচগান শিখতে চায়—নে ওর ভার

—বুড়ো পিসিমার কথা রাখ্‌ ধন! আর দেখ্‌ এত বড় বাড়ি খাঁ খাঁ করে—বিয়ে-থা ক'বে এখানেই থিতু হ' না সোনা! তোর বাড়ি তো এই-ই।" আমি হেসে বললাম: 'থিতু না হ'লেও মালার গুরুগিরি করার লোভ সাম্‌লানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না পিসিমা। তবে গুরু-শিষ্যায় বনিবনাও হ'লে তো।' পিসিমা বললেন: 'ও মানুষ চেনে রে মানুষ চেনে—তোকে ভালোবাসবেই—দেখে নিস্‌।' আমি মনে মনে খুশি হ'য়ে বললাম: 'আচ্ছা দেখা যাক।'

"র'য়ে গেলাম শ্রীনগরেই। পিসিমার প্রকাণ্ড বাড়িটা ছিল ঝিলমের একটা বাঁকেই। আরামের কথা বলাই বাহুল্য। তার ওপর সাথী মালার মতন মেয়ে। ঠিক যেন পটে আঁকা ছবিখানি। গাল দুটিতে আপেল ফলেছে—চোখে সে কী আকাশভরা আলো—তার ওপর যেমন গড়ন তেম্‌নি গতিভঙ্গি। বেশির ভাগ সময়ে আমি গাইতাম ও নাচত। গানও শিখত—তবে নাচকে ফোটানোই ছিল ওর গান শেখার প্রধান উদ্দেশ্য। গান শিখলে তাল সহজ হবে আসে ব'লে ওর আগ্রহ আরো বেড়ে গেল গানের পুঁজি বাড়াবার।

"ভাব হ'য়ে গেল কি রকম? প্রায় সমবয়সীর মতন। পাঁচ বছর থেকে আট বছরের মধ্যে তার মনটাও হয়ে উঠল আশ্চর্য পরিণত—না তার চেয়েও বেশি। এমন সব আশ্চর্য প্রশ্ন করত যে সময়ে সময়ে চম্‌কে উঠতে হ'ত।"

নির্মল বলল: "কি ধরণের প্রশ্ন বল্‌ই না দু'একটা।"

অসিত এড়িয়ে গেল: "সে কত কী।"

প্রমীলা বলল: "ধিক্‌ অসিদা, লুকোনো!"

অসিত লজ্জিত হ'য়ে বলল: "লুকোই কি সাধে মিলি! সেসব
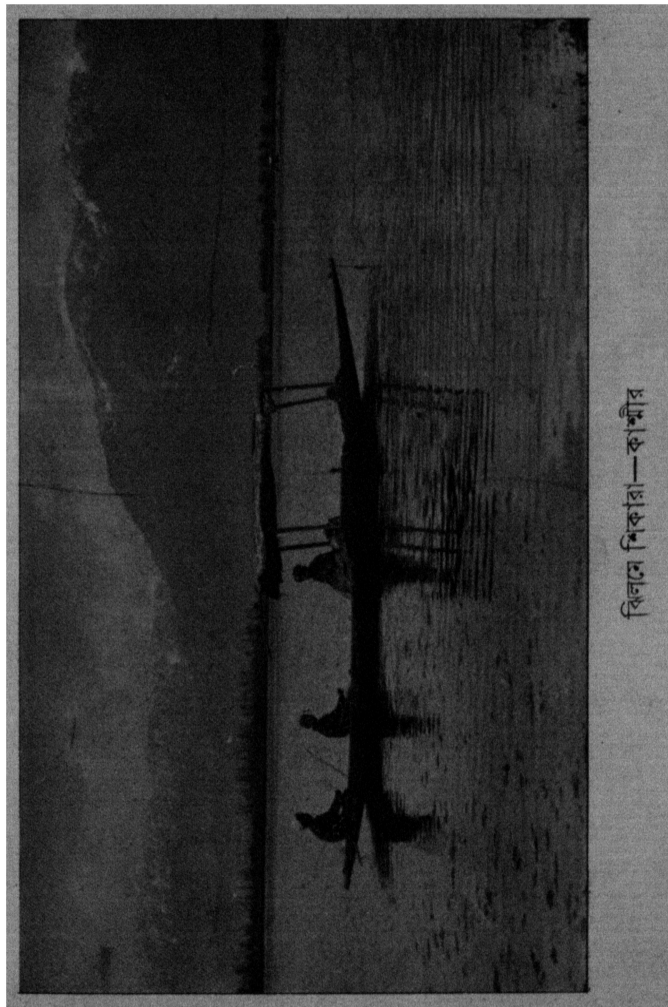
ঝিলমে শিকারা—কাশ্মীর

যে তোরা বিশ্বাসই করিস না। ধ আর ময়ে ময়ের দিন তো আর নেই ভাই।”

নির্মল বলল: “ধর্ম! ঐ একরত্তি মেয়ে? You don't say so!”

অসিত প্রমীলার দিকে চেয়ে বলল: “দেখ্‌লি মিলি? সাধে কি—”।

প্রমীলা বলল: “তোমাকে ধিক্ দিয়ে আশ মেটে না অসিদা—তোমার না কৈশোরের মটো ছিল—Do well and right and let the world sink?”

অসিত বলল: “কিন্তু তার পর যৌবন ঠাকুর যে বেশ খানিকটা সিনিক ক'রে মরাল কারেজের শিরদাঁড়া ভেঙে রেখে গেছেন রে!—এখনো তোর অসিদার মধ্যে সে সাবেককালের fierce heroism খুঁজলে চলবে কেন বল্? জানিস তো কবি রবীন্দ্রও আম্‌তা আম্‌তা করেছেন আমাদের বয়সে—'মনে মনে হাসবি কিনা বুঝব কেমন ক'রে?'—

প্রমীলা সাভিমানে বলল: “যা—ও, নিজের শিষ্যাকে এতদিন শিখিয়েও যদি এটুকু বুঝতে না পেরে থাকো তো হাল্কামির পাল তুলেই চলো।”

অসিত হেসে বলল: “বাঁচালি মিলি, তুই হাসবি না ভর্সা পেয়ে এই দেখ আমি খুশি হ'য়ে কেঁদে বলছি—আর অমন করব না ভাই—বলব গভীর সুরে গভীর কথা।”

ওরা হেসে ওঠে।

* *

অসিত বলল: “পিসিমা আমার ছিলেন গড়পড়তা মেয়ে, কিন্তু হ'লে হবে কি, নিজেকে মনে করতেন ঠিক অসামান্যা না হোক সামান্য,

মেয়ে না। যাঁর কাছে এক সময়ে স্নেহ পেয়েছি তাঁকে এ-ধরণের ব্যবচ্ছেদী সমালোচকের দৃষ্টিতে দেখতে একটু কুণ্ঠা জাগে—কিন্তু—"

নির্মল বলল: "ওরে অসিত, করুণা ভালো জিনিষ—কিন্তু বিচারালয়ে, সত্যালয়ে না। মনে রাখিস আজ তর্ক হয়েছে সত্য নিয়ে, গল্প নিয়ে না। তাই এ-সব না বললে তুই-ই বা শ্রবণীয় তথ্য জানাবি কী—আর আমরাই বা গ্রহণীয় সত্য কুড়োব কতটুকু?"

অসিত একটু আশ্বস্ত স্বরে বলল: "তবু কি জানিস নির্মল? বাধে। কারণ, ঐ যে বললাম, সংসারে আমরা বেশি অভ্যস্ত শীলতার আচরণে—ভদ্রতার আবরণে: তাছাড়া নগ্ন সত্য শুধু যে কর্ণরোচক নয় তাই নয় শুনলে অনেক সময় মনে হয় বুঝি বা তার মধ্যে একটু নিষ্ঠুরতার আমেজ এসে গেল। এইজন্যেই সাধারণে এ ধরণের কথা শুনে বড় বেশি আঘাত পায় যে প্রকৃতির দান যেসব প্রাণবৃত্তি—যেমন মাতৃস্নেহ, বা যৌবনের নেশা—সে সব প্রায় ক্ষেত্রেই দ্বিতীয় শ্রেণীর আবেগ। বড় আবেগ, বড় সত্য আসে সেই অন্তর্জ্যোতি থেকে যা আমাদের প'ড়ে-পাওয়া জিনিষ নয়—গ'ড়ে-তোলা জিনিষ।"

প্রমীলা বলল: "যাক বলো। তোমার এ-পিসিমার কথা তো তোমার মুখে বেশি শুনি নি।"

অসিত বলল: "বলবার মতন বেশি কিছু ছিল না ব'লেই শুনিস নি। তাঁর মধ্যে গুণ অবশ্য যথেষ্টই ছিল—যেমন তিনি ছিলেন বেশ সুগৃহিণী, মিষ্টভাষিণী, মিষ্টহাসিনী, মিশুক, স্নেহপ্রবণ—কিন্তু সবই পড়ে ঐ গড়পড়তার কোঠায়। তাঁর মধ্যে অসামান্যতার লেশও ছিল না: কি না, সবই তাঁর প'ড়ে-পাওয়া, যদিও—ভেবে দেখতে গেলে—বিধাতার কাছ থেকে খুব কম পান নি হয়ত—কারণ হিসেব নিতে গেলে দেখি: তিনি স্বাস্থ্য

পেয়েছিলেন—কিন্তু তাকে লালন করেন নি—ফলে হ'য়ে পড়েছিলেন অথর্ব—গড়পড়তা ধনী বিধবাদের মতনই। রূপ পেয়েছিলেন—কিন্তু রূপচর্চার উচ্চাশার চেয়েও পরচর্চার সস্তা উত্তেজনাই তাঁর মন টানত। বুদ্ধিসুদ্ধি ছিল মন্দ নয়—কিন্তু মন দিয়ে কোনো ভালো কথা শোনার উদ্যম-অভাবে বুদ্ধির ধার প্রায় ভোঁতা হয়ে এসেছিল। সুকণ্ঠ ছিল—কিন্তু কণ্ঠসাধনার কোনো চেষ্টাই ছিল না কোনোদিন। স্মৃতিশক্তি ছিল—কিন্তু মাতৃভাষা ছাড়া কোনো ভাষা শেখেন নি। আমার পিসেমশায় ক—ত বলতেন: উঁহুঁ:—পিসিমা কোনো কিছুর সাধনার দিকে নেই। গড়িয়ে গড়িয়ে গালগল্প থিয়েটার বায়স্কোপ খাওয়া দাওয়া লোক-লৌকিকতা—বিশেষ ক'রে পরচর্চা ও মেয়ে-মেয়ে ক'রে সময়টা বেশ কাটিয়ে চলেছিলেন।"

প্রমীলা বলল: "মেয়েকে খুব আদর দিতেন বুঝি?"

"তা দিতেন। কিন্তু সে-ও যেমন অন্য পাঁচজন সঙ্গতিপন্ন মা-রা দেয় তেম্‌নি। মেয়ে কষ্ট না পায়—তার অযত্ন না হয় এ ইচ্ছায় তাঁর ভেজাল ছিল না, কিন্তু মেয়ের যত্ন করতে গিয়ে বিশেষ কোনো কষ্ট সহ্য করা তাঁর পক্ষে কল্পনীয় ছিল না। চাকর চাকরাণির হাতেই নিজের তথা মেয়ের ইহকাল তো বটেই, পরকালও ছিল গচ্ছিত। তবে এজন্যে তাঁকে দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়। কারণ সত্যিই মেয়ের জন্যে যে কিছু গুছিয়ে করা যেতে পারে এটুকুও তাঁর জানা ছিল না। অন্য পাঁচজন বড়গিন্নিরা যেভাবে সন্তানকে মানুষ করেন তিনিও ঠিক্ তেম্‌নি ভাবেই মেয়েকে গ'ড়ে-পিটে তুলতে চাইতেন।

"কিন্তু হ'লে হবে কি, তাঁর এই এক আশ্চর্য ধারণা মনে ছিল বদ্ধমূল যে মেয়েকে তিনি যেমন ভালোবাসেন ত্রিভুবনে এমন ভালো কোনো মা

কোনো সন্তানকে বাসে নি, বাসবে না। অবশ্য এ ধারণার তরফে সাক্ষ্য মজুদ ছিল যথেষ্টই: মালার ছবি আঁকার জন্যে মাষ্টার, পড়াশুনোর মাষ্টার, নাচ শেখার মাষ্টার—"

প্রমীলা হেসে বলল: "আর লাস্ট্ বো নট্ লীস্ট্—গানের এমন কোকিললাঞ্ছন মাষ্টার।"

অসিত হেসে উঠল। ওরাও দিল যোগ

* *

অসিত বলল: "পিসিমা টাকা খুবই ভালোবাসতেন ব'লে হাত তাঁর দরাজ ছিল না—কিন্তু এক জায়গায় তিনি ছিলেন সত্যিই দুর্বল: মেয়ে বায়না ধরলে টাকা খরচ করতেন জলের মতন। মেয়ের বুদ্ধি ছিল বৈকি—সুবিধে বুঝে বলল: পড়াশুনোর মাষ্টার সে সইবে না সইবে না সইবে না যদি না তিন তলায় একটি মার্বেল পাথরের ঠাকুরঘর তোলা হয়।"

নির্মল বলল: "ঠাকুরঘর?"

অসিত বলল: "হ্যাঁ। Thereby hangs many a tale: প্রথমত মালার এদিকে একটা—কি বলব—সহজাত ঝোঁক মতন ছিল শিশুকাল থেকে। আমি আসার আগে ওর এ-দিকটা কারুর চোখে পড়ে নি। কিন্তু আমার চোখে প'ড়ে গেল এসেই। পিসিমাকে বললাম একথা। তখন তিনিও বললেন: 'ওমা তাই তো। আমারো চোখে পড়েছে—ও কত সময়ে নিশুতি রাতে বিছানায় উঠে ব'সে হাত জোড় ক'রে থাকে। কিন্তু আমার তো কই খেয়াল হয় নি!' দেখলাম এটা যে একটু আশ্চর্য ভেবে পিসিমা খুব অখুশি নন। গড়পড়তারা স্নেহাস্পদদের

অসামান্যতার মধ্যে দিয়ে নিজেদের তুচ্ছতার কিছু সত্যিকার ক্ষতিপূরণ পায় না?"

নির্মল বলল: "তা পায় হয়ত, কিন্তু আমি ভাবছি—"

অসিত বলল: "কী?"

নির্মল বলল: "মালার বিছানায় হাত জোড় ক'রে থাকার কথা। কেউ শেখায় নি—ঠিক জানিস?"

অসিত হাসল: "শেখাবে কে? পিসিমার তো ওসব বালাই ছিল না।"

প্রমীলা বলল: "তোমার চোখে পড়ল কী ক'রে?"

"ওকে আমি প্রথম প্রথম একটু আধটু বলতাম ভগবানের কথা। ভারি আশ্চর্য লাগত ওর ভাব দেখে। ও যে কী মন দিয়ে শুনত এসব কথা। সে তো শোনা নয়—গেলা।"

নির্মল বলল: "তার পর?"

অসিত বলল: "একদিন কথায় কথায় আমি আবিষ্কার করলাম ও কিছু শোনে। দেখি কি—কান খাড়া ক'রে আছে—কথার মাঝখানে। বলি—কী রে? ও এড়িয়ে যায়। শেষে একদিন ব'লে ফেলল যে ও প্রায়ই নানারকম স্বর সুর, ঘণ্টা টণ্টা শুনতে পায়। পিসিমাকে একদিন বলতে তিনি পাগ্‌লামি ব'লে উড়িয়ে দেওয়ার পর থেকে ও লজ্জায় একথা প্রাণপণে লুকিয়ে রাখত। আমার কাছে উৎসাহ পেয়ে ও যে কী খুশি! আমার সঙ্গে ওর সত্যিকারের মিল হ'ল ধরতে গেলে এই সময় থেকেই। তখন থেকে ও বলত আমাকে ওর মনের কথা। বলত মাঝে মাঝে খুব জ্যোতি দেখে মাথার ওপর। কখনো বা মূর্তি—কখনো বা কোনো অক্ষর।

"ছোট শিশুরা এসব বিষয়ে বড়দের চেয়েও বেশি স্পর্শকাতর। তাই মালা আমাকে দিয়ে তিন সত্যি করিয়ে নিল যেন ওর মাকে এসব কক্ষনো না বলি। খবর্দার অসিদা!—ছিল ওর একটা কথার মাত্রা।"

প্রমীলা বলল: "কিন্তু তোমাকে ও এসব খুলে বলত যে?"

অসিতের মুখে কুণ্ঠিত হাসি ফুটে উঠল: "পাপমুখে কী ক'রে বলি বল্ সে কথা?—মানে, আমার মধ্যে সেকেলিয়ানার একটা ফল্গু বয়—জানিস না কি?"

নির্মলও হাসল: "তোকে যে একটুও জানে সে-ই জানে রে। কিন্তু মালা জানল কী ক'রে এই হয় প্রশ্ন।"

অসিত বলল: "এটা শিশুরা অনেক সময়েই কেমন ক'রে যেন টের পায়। মানে, বলছি না—বুদ্ধি দিয়ে পায়—তবে দরদীকে ওরা কেমন ক'রে খুঁজে পেতে নেয়ই নেয়। তাই এসব আমি না বুঝলেও যে বিশ্বাস করতাম—এটা মালা কেমন ক'রে যেন—কী বলব—এঁচে নিয়েছিল। আরো একটা কারণে ও ভারি খুশি হ'ত এসব বলতে: ওর এ ধরণের অনেক কথা শুনতে যে আমার অবাক্ লাগত সেটা আমি গোপন করবার প্রাণপণ চেষ্টা করা সত্ত্বেও প্রায়ই আমার মুখে বিস্ময় উঠত ফুটে।"

"কি রকম কথা অসিদা, বলো না লক্ষ্মীটি।"

"বলছি ক্রমে। শোন্। আগে পিসিমার অধ্যায়টা সেরে নিই।

"বলেছি, পিসিমার ধারণা ছিল তিনি মেয়েকে খু-বই ভালোবাসতেন। কথায় কথায় বলতেন মা-র প্রাণ। মা-র কথাটা উচ্চারণ করতেন মর্মস্পর্শী মিড় দিয়ে—যেন একথা বলতে তাঁর বুক কেঁপে উঠছে। বলতেন: মেয়েরা কী বুঝবে মা-র ব্যথা। সেই পরিচিত মিড়। স্নেহ—নিম্নগামী, সংসারে সব ভালোবাসায় স্বার্থ আছে কেবল মার স্নেহ নিঃস্বার্থ—কেন না

মার যে-স্নেহ সে হ'ল নাড়ীর টান—দেহ দিয়ে দেহ সৃষ্টি হ'ল বিধাতার সব চেয়ে বড় সৃষ্টি—মালার মুখে হাসি দেখা একদিকে আর বিশ্বজগতের ক্রোধ একদিকে। অর্থাৎ মেয়ের জন্যে মা কী না করতে পারে—এই চ্যালেঞ্জ—শুধু, কাকে যে সেইটাই ঠিক বোঝা যেত না। রাগ করিস নে মিলি। আমি এ কথা বলছি নে যে সব মা-ই এ ধরণের বড় বড় কথা বলে। কিন্তু একথা বললে হয়ত মেজাজ খারাপ হ'লেও মনে মনে একটু ক্ষমা মতন করতে পারবি যে সাড়ে পনের আনা মা-রই এই ধারণা যে তাদের কাছে সন্তানের সুখের চেয়ে বড় সুখ কিছু নেই।"

"এ ধারণার কি সবটাই ভুয়ো অসিদা?"

"শোন্ গল্পটা—তাহ'লেই উত্তর পাবি।"

"কিন্তু", অসিত বলল একটু থেমে, "মনে রাখিস যে যে-মা মেয়ের জন্যে শুধু যে প্রাণ দিতে পারে তাই নয়—মেরু-অভিযানে রওনা হ'তে পারে, জগৎ সংসারকে ছাড়তে পারে, যে কারণেই হোক তার কাছে মনের কথা খুলে বলতে সবচেয়ে বাধত ঐ মেয়েরই। এটা শুনতে আশ্চর্য হ'লেও অক্ষরে অক্ষরে সত্য যে এ-হেন মা শুধু যে মেয়ের মন জানে না তাই নয়—মেয়ের ব্যথাও বোঝে না। মেয়ে মনের কথা কয় তার মামাতো ভাইয়ের সঙ্গে—যে তার জন্যে সংসার তো দূরের কথা একটা ভালো বই পড়ার লোভও ছাড়তে নারাজ।

"সত্যিই মালা অনেক সময়ে আমার কাছে 'অসিদা শোনো না ভাই,' ব'লে গল্প করতে এলে আমি বলতাম: এখন যা—বইটা বড্ড চমৎকার। বিকেলে—যখন শিকারা ক'রে বেরুব তখন—'হরি তোমাতে আমাতে'—ব'লে গাইতাম একটা ভৈরবী।

"মালা কিন্তু তাতে মোটেই দুঃখ পেত না। যে ক'রেই হোক ও বুঝে

নিয়েছিল যে ওর কাছে দরদী শ্রোতা চাওয়াটা যতটা তৃপ্তিকর অসিদার কাছে উৎসুক বক্তা পাওয়াটা ঠিক ততটা দীপ্তিময় ব্যাপার নয়। শিশুরা এসব বিষয়ে প্রায়ই খুব রিয়ালিস্ট হয়—জোর ক'রে আদায় করে না। বলতে চায়—কিন্তু কেউ মন দিয়ে শুনলে কৃতজ্ঞই হয়—না শুনলে অভিমান করে না। ওরা এবিষয়ে প্রায়ই সহজিয়া। সহজে বলে, সহজে থামে, সহজে ডাকে আবার সহজেই দেয় বিদায়। খৃষ্ট কি সাধে বলেছিলেন যে স্বর্গরাজ্য ওদেরই খাস তালুক?"

*   *

অসিত বলল: "মালা আমাকে এই রকম ভাবে ধীরে ধীরে ভালোবেসেছিল—কিন্তু সে-ভালোবাসার মধ্যে অত্যুক্তি ছিল না। আমার সঙ্গ ও চাইত। আমার কথা শুনতে উৎসাহেরও ওর অভাব ছিল না—গান শিখতে আনন্দ পেত ও যথেষ্ট—আমার হাত ধ'রে দুলতে দুলতে বেড়াতেও খুব ভালোই লাগত তার। কিন্তু ভুলেও ও কখনো বলত না অসিদাকে নইলে তার চলবেই না। ওর ছোট্ট জাপানি কুকুর টেবি ওকে খুশি করত, অসিদা ওকে সঙ্গ দিত, গল্প বলত। টেবির কাছে ও চাইত টেবিয়ানা, অসিদার কাছে—মুরুব্বিয়ানা। মানে অসিদা যে ওকে রক্ষা করতে পারে ভাবতেও তেম্‌নি তৃপ্তি পেত যেমন তৃপ্তি পেত টেবি ওর কথায় ওঠে বসে ভাবতে। এসব বিষয়ে ও ছিল গড়পড়তাই বলতে হবে বৈ কি।

"কিন্তু এক জায়গায় ও ছিল অসামান্যা: ভক্তিতে। যতই ওকে চিনি ততই ওর ভক্তির সহজতায় সম্ভ্রম ওঠে ঘন হ'য়ে।"

প্রমীলা বলল: "কি রকম?"

অসিত বলল : "বলেছি ওর জন্যে পিসিমা ঠাকুর ঘর ক'রে দিয়েছিলেন। সে ঠাকুর ঘরে ও রোজ কত সময়ই যে কাটাত।

"একদিন দরজার ফাঁক দিয়ে দেখি কি, ও বালগোপালের বিগ্রহ নিয়ে আদর করছে। সে যে কী আদর—বর্ণনা করতে পারব না মিলি।

"এটা আরো আশ্চর্য এই জন্যে যে বাইরে থেকে ওকে দেখে মোটেই মনে হ'ত না যে ওর মধ্যে উচ্ছ্বাসের বিন্দুবিসর্গও আছে। ও-না ভালো-বাসত আদর পেতে, না আদর করতে। এক টেবিকে ছাড়া ও কাউকে নিজে থেকে আদর করত না। আমার সঙ্গে কাটাত কত সময়ই তো, কিন্তু কখনো কোলে বসতে পর্য্যন্ত চাইত না। পিসিমা বলতেন মেয়েটা নির্মায়িক—ভালোবাসতে জানে না। তাঁর দুঃখের কারণ ছিল বৈ কি : কারণ তাঁর কাছে ও যেত খুবই কম।

"দেখে দেখে সময়ে সময়ে আমারো মনে হ'ত : হবেও বা—ইংরাজিতে বলে না ঠাণ্ডা রক্ত—ওর রক্তও হয়ত সত্যিই বরফ জাতীয়।

"তাই যখন হঠাৎ আমরা আবিষ্কার করলাম যে ও লুকিয়ে লুকিয়ে বালগোপালকে আদর করে—আর সে কী আদর—কচি খুকুমণিকে নিয়ে সদ্যপ্রসূতিও বোধ হয় অত আদর করে না—তখন কি রকম যেন ঠাহর পেলাম না।

"মানুষ জীবনে রোজ চলে তার দৈনন্দিন ধারণা নিয়েই। সচরাচর এসব ধারণা টেঁকসই ব'লেই এসব ধারণা নিয়ে বড় একটা প্রশ্নই ওঠে না। তাই রোজকার জীবনে এটা এমন ওটা তেমন ব'লে এর গায়ে ভালো লেবেল এঁটে, ওকে মন্দ দাগা মেরে অনেক কিছুই নির্বিচারে ধ'রে নিয়ে চলি আমরা। সচরাচর এতে কোনো গণ্ডগোল হয় না, কেননা জীবনটা সচরাচর গড়পড়তা—যাকে বলে mediocre.

"কিন্তু থেকে থেকে হঠাৎ আসে একটা অসামান্য কিছু, হয় মানুষ, নয় ঘটনা, নয় প্রবৃত্তি। তারা আমাদের এই সব মামুলি ধারণার মূল শিকড়-গুলিতে দেয় টান। তখনই আসে ওলটপালট, পড়ে মানুষ অথই জলে।

"পিসিমাও পড়লেন। বললেন আমাকে একদিন: 'অসি, বাবা! এ কী কাণ্ড বল্ তো। মেয়েটার মাথায় কোনো ব্যামো ট্যামো হয় নি তো বাবা? কাণাঘুঁষো শুনছি ও নাকি আলো মূর্তি টুর্তি দেখে—" আমি বিপন্ন কণ্ঠে বললাম: 'না না পিসিমা—কে কী বলতে কি বলেছে তোমায়।' পিসিমা একটু আশ্বস্ত হলেন, তবু বললেন: 'তবু—তু একটা ডাক্তার বদ্যি—' আমি হেসে উড়িয়ে দিলাম: 'পাগল হয়েছ? চোখ চেয়ে দেখলে মনে হয় না কি ঘাটের কোলে শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে মেয়ের তোমার ঠিক খড়কে-কাঠির ওপর আলু-গোঁজা মতন বপুটি তো নয়?"

* *

অসিত বলল: "অহংকারের চেয়ে বড় সঙিন রিপু আর নেই বলে না মিলি? কিন্তু কেন ও-রিপু বেচারির এতটা তুর্নাম রটল ভেবে দেখেছিস কি?"

প্রমীলা বলল: "ওর মুষ্টি খুব কড়া ব'লে?"

অসিত বলল: "ঠিক উলটো: খুব আল্‌গা ব'লে। ওর আঁটুনি বজ্রবৎ হয় আরো এই জন্যে যে, ছাড়াতে খুব জোর করতে না করতে ও বলে: 'আহা—কেন ধ্বস্তাধ্বস্তি করছ ভাই! আমি তো চেপে ধরি নি—আমি যে তোমার গায়ে শুধু হাত বুলোচ্ছি?' অর্থাৎ কি না ও ভোল বদলায় বড়ই সহজে—যেই দাম্ভিকতা ব'লে ওকে চিনলে ও নম্রতার নামাবলি গায়ে দিয়ে এসে হাজির, হয়ত বা শক্তিকামনা হিসেবে ওকে ধ'রে

ফেললে—ওমা, অম্‌নি ও রূপ ধরল আত্মপ্রসাদের যেমন মালার বেলায় হয়েছিল আমার।"

নির্মল বলল: "মানে?"

অসিত বলল: "বলিনি—মালা আমাকে মনের কথা বলত? পিসিমাকে প্রায়ই আমি মনে মনে অহংকারী ভাবতাম—মালাকে না চিনেও নিজের সম্পত্তি মনে করতেন ব'লে। কিন্তু আমার অহংকার গজালো—মালাকে চেনার দরুণ। অর্থাৎ ও যে আমাকে ওর মনের কথা বলত এ-অনুভবও আমাকে জোগাত অহমিকার খোরাক। যে মালাকে মা না পেয়েও জাঁক করে 'আমার' ব'লে আমি যেন সেই জাঁকই করতে লাগলাম তাকে পাওয়ার দরুণ—ওর মনের পরশটি পাওয়ার গৌরবে। মজা এই যে একটা ক্ষেত্রে অহংকার মোড় নিল স্থূল সম্পত্তি ভোগের দিকে—অন্য একটা ক্ষেত্রে—সূক্ষ্ম আত্মপ্রসাদের দিকে। কিন্তু একই রিপু—এইটেই হ'ল আমার বক্তব্য।

প্রমীলা বলল: "বেশ বলেছ ভাই গুছিয়ে।"

অসিত বলল: "বলতে যদি পেরে থাকি তার অন্য কোনোই কারণ নেই, কারণ—আমি ভুক্তভোগী।"

নির্মল হাসল: "ঘা-টা এল কোন্ দিক থেকে?"

অসিত বলল: "বলি।"

* *

অসিত বলল: "হ'ল কি একদিন মালা ও আমি গিয়েছি বেড়াতে পিসিমার মোটরে। তানমার্গ ব'লে একটা গ্রাম মতন আছে গুলমার্গের পথে। সেখানে মধ্যে মধ্যে যেতাম এম্‌নিই—কেন না তানমার্গ থেকে

উপরে গুলমার্গের তুষারশ্রেণী বড় চমৎকার দেখা যায়। সেদিন তানমার্গের ডাক-বাংলায় যেতেই শুনলাম এইমাত্র এক সাধু গুলমার্গ রওনা হ'লেন হেঁটে।

মালা তো শুনেই হাততালি দিয়ে বলল: 'চলো অসিদা, আমরাও তাঁর পিছু নিই।' আমি বললাম: 'দূর পাগলি, গুলমার্গ ওঠা কি সোজা কথা? মোটর তো সেখানে যায় না। হেঁটে বা পণিতে যেতে হয়।' মালা হতাশ হ'য়ে বলল: 'তবে?' ওর মুখ দেখে আমার ভারি দয়া হ'ল। বললাম হেসে: 'অত দ'মে যাবার দরকার নেই, পিসিমাকে ব'লে কাল পরশু একদিন গেলেই হবে।'

"মালা শুকনো মুখ ক'রে শুধু বলল 'আচ্ছা।' ফেরবার পথে আর একটিও কথা বলল না। কী ভাবছিল কে জানে?

"পিসিমাকে খুব উৎসাহ ক'রে বললাম:' 'জানো পিসিমা, মালার ভারি সাধু দর্শনের ঝোঁক'—ইত্যাদি। ব'লে প্রস্তাব করলাম পরদিন গুলমার্গ যাওয়ার—সাধুটি না কি খুব চমৎকার।

"কিন্তু পিসিমা হঠাৎ বেঁকে বসলেন—কেন জানি না। তাঁর হাসিভরা প্রসন্নমুখে আঁধার এলো নেমে। বললেন: 'চমৎকার, না হাতি, যত সব কুসংস্কার—এই সব বুজরুকেরাই তো দেশটাকে অধঃপাতে'—ইত্যাদি ইত্যাদি।

"মালা তীব্রকণ্ঠে ব'লে উঠল: 'বা রে, একবার চোখের দেখাটা অবধি হ'ল না অথচ প্রমাণ হ'য়ে গেল সাধুজি বুজরুক।' পিসিমা খুব রেগে উঠলেন: 'থাম্ থাম্—ঐটুকু মেয়ে আমাকে বোধোদয় পড়াতে এসেছেন।'

"সেদিন রাতে আমার সঙ্গেও ভালো ক'রে কথা কইলেন না। মালা বলল রাতে খাওয়ার সময়ে: 'মা খু—ব চটেছে তোমার ওপর অসিদা।'

আমি বললাম 'হুম্। কিন্তু হঠাৎ এমন দপ ক'রে উঠলেন কেন বল্ তো?' মালা টপ ক'রে বলল: 'এ-ও বুঝতে পারছ না তুমি? মা ভালোবাসে না ঠাকুর দেবতা ফকির সন্নিসি—ভালোবাসে শুধু থিয়েটার বায়স্কোপ আর সংসার; আর গপ্পো, খাওয়া-দাওয়া, আর তাসখেলা আর একটু আধটু মোটর-টোটরে বেড়ানো। তাই চায় মেয়েও শুধু ঐসবই ভালোবাসুক। তুমি আমাকে অন্য দিকে ফেরাতে চেষ্টা করো কি না।'

"আমার খুব অবাক্ লাগল। মেয়েটার কথার মধ্যে একটা নতুন সুর শুনলাম যেন। বললাম: 'সে কি রে মালা?' ও ফিক্ ক'রে হেসে বলল: 'ভয় কি অসিদা, আমি ব'লে দেব না।'

"ব'লে দিবি কি রে? আমি করেছি কী যে—'

"এমন সময়ে পিসিমা হাঁকলেন: 'এই মেয়ে, ঢের কথা হয়েছে—শুতে এসো।'

"মালা ফিশ ফিশ ক'রে আমার কানে ব'লে গেল: 'অসিদা তুমি আর আমি পরশু কিম্বা তরশু লুকিয়ে যাব আমাদের মোটরে—ওখানে যাচ্ছি বলব কেন?' ব'লেই আমার গলা জড়িয়ে ধ'রে আমাকে একটা চুমো দিয়ে দে ছুট।' এই প্রথম ও আমাকে নিজে থেকে চুমো দিল।

"সেদিন সারারাত ভালো ঘুম হ'ল না। মালার মধ্যে নানামুখী অসামান্যতা অনেকেরই চোখে পড়েছিল, কিন্তু এ-ধরণের অসামান্যতা তো বড় বেশি চোখে পড়ে না—বিশেষত এত কম বয়েসে। সেদিন রাতে মনে একটু বড় হ'য়ে উঠল ওর নানা কথা—নানা স্বপ্ন—নানা আলো-দেখা স্বর-শোনা গন্ধ পাওয়া। বিশেষ ক'রেই মনে পড়তে লাগল সাধু দর্শনে ওর এতটা আগ্রহ। এ তো ওকে কেউই শেখায় নি! অনেক রাত অবধি ভেবে ভেবে ভোর রাতের দিকে ঘুমিয়ে পড়লাম।

"স্বপ্ন দেখলাম: যেন মালা আর আমি গিয়েছি এক জ্যোতির্ময় গৌরবর্ণ সন্ন্যাসীব কাছে। সন্ন্যাসী মালাকে দেখেই তাকে দু'হাত বাড়িয়ে কোলে টেনে নিলেন। তাবপর আমার দিকে তাকিয়ে কি বলতে যাবেন এমন সময়ে মালা ডাকল: 'অসিদা! আব কত ঘুমবে? দেখ কে এসেছে।'

"চোখ চাইতেই দেখি শুক্ল।

"শুক্ল ওখানকাব রাজভিষক কিষণচাঁদেব ছেলে—মালার সঙ্গে খেলা করত—বয়সে ওব চেয়ে বছরখানেকেব ছোট। তখন মালা এগার—শুক্ল বছর দশেক। কিন্তু আমাব ঘবে তাবও ছিল অবাধ গতিবিধি।

"শুক্ল বাংলা বলতে পাবত—কারণ তাব বাবা কাশ্মীবী হ'লেও মা—রাকা—বাঙালি। বলল: 'তানমার্গে যেতে হবে যে, চলুন।'

"আমি বললাম: 'সে কি?' শুক্ল বলল: 'হ্যাঁ। মা যাচ্ছেন মোটরে। মালাও যাবে।' আমি বললাম: 'পিসিমা?'—'তিনিও যাবেন। চলুন।' 'মোটবে ধরবে?'—'বাঃ পাঁচজন মোটে—ধববে না? আমাদের মোটবে আ—ট জন ধরে।'

"আমি মালাকে বললাম: 'ব্যাপার কী রে?' মালা চোখ টিপে বলল: 'এখন ওঠো তো—ব্যাপাব সব পরে বলব।'

* *

অসিত বলল: "ব্যাপাবটা কি হয়েছিল বলতে হ'লে আগে বলতে হবে একটু রাকার কথা। বলেছি, সে ছিল বাঙালি মেয়ে। মডার্ণ তো বটেই, তাই ষোল সতের বছব আগে—প্রেমে প'ড়ে এক কাশ্মীরী ডাক্তারকে বিয়ে করে ও বেড়াতে এসেছিল নিজের ভগিনীপতির সঙ্গে

কাশ্মীরে—ঝিলম নদীর উপরে নৌকোর তক্তার উপর দিয়ে যেতে যেতে প'ড়ে যায় হঠাৎ। রাজভিষক কিষণলাল এলেন অবলার চরণসেবা করতে। এরূপ স্থলে যা প্রায়ই হয়: দুর্যোগ থেকে রোগ আর ঐ রোগ থেকেই সুযোগ। প্রেমে পড়বার এ-হেন সরেস যোগাযোগ আর নেই, জানিসই তো তোরা উভয়েই।"

নির্মল হেসে শুধু প্রমীলার দিকে তাকালো।

প্রমীলা কুপিত স্বরে বলল: "আ—হা। যেন আমি আমার জ্বরের সময় ওঁকে শিয়রে ধর্ণা দিয়ে ব'সে থাকবার জন্যে ডাকতাম। নিজে থেকে এলেন শিকারী—দোষ হ'ল শিকারের।"

অসিত খুব একগাল হাসল: "একটি গান আছে মিলি:

দোষ কারো নয় গো মা,

আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা।

—কিন্তু এ-সব তত্ত্বকথা রেখে শুনে যা এখন।

* *

অসিত বলল: "কিষণচাঁদ রাকাকে বিয়ে করেছিল যেমন অল্ট্রা-মডার্ণ অনেকেই করে—কি না পঞ্চশরে দ'গ্ধে ম'রে। কারণ রাকা দেখতে পরমাসুন্দরী না হ'লেও সুশ্রী ছিল। তাছাড়া শয্যাশায়িনীর কান্তি—বলেইছি তো রোমান্সের একটা প্রধান ইন্ধন।

"কিন্তু এ-রকম হবার পরে অনেক ক্ষেত্রেই যা ঘটে ওদের বেলায়ও তাই ঘটল: ধীরে ধীরে জুড়িয়ে এল মোহই বলো বা রোমান্সই বলো। প্রথম প্রথম শুক্ল ছিল ওদের যোগসূত্র—কিন্তু দুদিন পরে—শুক্ল একটু বড় হ'তে—সে-সূত্রও একেবারে ছিন্ন না হোক শিথিল হ'য়ে এলো। তখন

থেকে ওরা একসঙ্গে থাকত এইমাত্র—স্বামী স্ত্রীব সম্বন্ধ আর ছিল না বললেই হয।

ঠাণ্ডা-হ'যে-আসা চা-যে অন্যমনস্কভাবে চুমুক দিয়ে অসিত বলল: "রাকাব মধ্যে ভারি উল্টো-পাল্টা ঝড-ঝাপটা জোযারভাঁটা খেলত। সে বিলেত গিযেছিল অথচ সাধুসন্তেব প্রতি ছিল যেন সহজাত ভক্তি। বুদ্ধিমতী ছিল অথচ বুদ্ধি জাহির করত না, মানে তার্কিক একদম ছিল না। বেড়াতে ভালোবাসত অথচ প্রকৃতিতে শান্তিপ্রিয। স্নেহপ্রবণ অথচ দেখানেপনা ছিল না। আব গান এত ভালোবাসত—!"

প্রমীলা দুষ্টু হেসে কি বলতে গিযেই চেপে গেল।

অসিত হেসে বলল: "সত্যিই তা নয বে নয—বিশ্বাস কবিস্—সে অসিদা একটু সাম্‌লে উঠেছে—যদিও নিজগুণে নয গুরু-গুণে।"

* *

সিগাবেট ধবিযে অসিত বলল "বলতে ভুলেছি, বাকা গানবাজনা শুধু যে ভালোবাসত তা নয—বুঝতও। ছেলেবেলায ও ছিল কিনা দিল্লীতে—সেখানে ওবা প্রাযই হিন্দুস্থানী গান শুনত বাঈদেব মুখে। তাই বাংলা গানেও তান-টান ওব শুধু যে ভালো লাগত তাই নয—সুরেব ঐশ্বর্য নেই এমন গানকে ও গানেব কোঠাযই ফেলতে চাইত না, বলত আবৃত্তি বা গুঞ্জন।

"কিন্তু ওব মধ্যে সব চেযে গোলমেলে ছিল ওর প্রতীকভক্তি। (যূবোপীযবা এ-ব্যাপাবটাকে প্রাযই বুঝতে পাবে না, নাম দেয fetishism) গেরুযা দেখলে তাব অতি আধুনিক মন উধাও হ'ত কৈলাসে কিম্বা দ্বারকায। ধূপ জ্বাললে ওব চোখ আসত বুঁজে। সাধুদের কথায় ও

পেত অমৃতের না হোক খাঁটি পদ্মমধুর স্বাদ। এমন কি পুরুতদের মুখে স্তোত্র শুনলেও ওর চেহারা যেত বদ্‌লে। এক কথায় এসব বিষয়ে ওর বর্ণনা করতে গেলে দুটো শব্দ আমার মনে উদয় হয়: বন্ধুদের পারিভাষিকে আনাক্রনিস্‌ম্‌, শত্রুদের ভাষায়—ব্যাক্‌নাম্বার।" ব'লে নির্মলের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বলল: "যেমন আমি এই ভাবছিস তো?"

নির্মল ও প্রমীলা হেসে ফেলল।

অসিত হাসল: "ভাবলে তোদের আমি দূষব না একটুও। কারণ নিজের প্রতি আমি যখন ক্রিটিকের চোখে চাই তখন একথা আমারও মনে হয় বার বার। তবে অল্‌ট্রামডার্ণ হবার উচ্চাশা আমার উবে গেছে বিশেষ ক'রে হাল আমলের সর্বস্বীকৃত ইস্‌ম্‌গুলির অভ্যুদয়ের পরে।"

নির্মল বলল: "যথা?"

অসিত বলল: "যথা বলশেভিস্‌ম্‌, ফ্যাশিস্‌ম্‌—এক কথায় গায়ের-জোর-ইস্‌ম্‌—মানুষের মুক্তিপ্রিয়তাকে বুর্জোয়া, সেন্টিমেণ্ট, রিয়্যাক্‌শন্‌—ইত্যাকার বহুবিধ নাম দিয়ে অপদস্থ করা-ইস্‌ম্‌। তবে রাগ করিস নে ভাই, কারণ আমাদের মনের একটা ছোট্ট অহং-এর রূপান্তর ঘটানো কী কঠিন এ চেষ্টা ক'রে ক'রে যে নাকের-জলে-চোখের-জলে হয়েছে তাকে একটু ক্ষমার চোখে দেখতে চেষ্টা করিস যদি সে খুব গদ্‌গদ্‌ হ'য়ে উঠতে না পারে যখন তোরা বলিস যে কয়েকটি সংঘের ব্যূহ গ'ড়ে আইনের আগুন জ্বালতে না জ্বালতে মানব-চরিত্রের আঁধার বৃত্তিগুলি হবে সমূলে নির্মূল। কিন্তু বিশ্বশুদ্ধির এ-বিধানপর্ব স্থগিত রেখে আপাতত রাকার কথাই বলি।"

* *

অসিত বলল: "আমি এসব বিষয়ে বেশ একটু সেকেলে হবার দরুণই রাকার সঙ্গে আমার বনত বেশি। হয়ত সেই জন্যেও ও আমার কাছে

মালার কীর্তিকলাপ শুনত দারুণ আগ্রহে। তার বালগোপালকে আদর করার কথা উঠতে না উঠতে ওর চোখ উঠত ছলছলিয়ে। বলত: 'আহা, অমন ভক্তি যদি আমার হ'ত।'

"মালা ওদের বাড়ি প্রায়ই যেত। পিসিমাও রাকাকে আদর করতেন। তাঁর একটা শক্ত অসুখে রাকা তাঁকে খুব সেবা করেছিল এ-ও একটা কারণ ছিল বৈ কি—কিন্তু রাকাকে খাতির করার তাঁর প্রধান কারণ ছিল এই যে ও না হ'লে তাঁর ভারি অসুবিধে হ'ত। বাড়ি সাজানো, বাজার করা, লোকজন নিমন্ত্রণ করলে খাওযা দাওয়ার বন্দোবস্ত করা এ সবেই রাকা ছিল তাঁর ডান হাত। আর রাকাও তাঁকে ভালোবাসত সত্যিই। কেন জানি না—তবে সম্ভবত বিদেশে স্বদেশিনীকে একটু বেশি ভালো লাগে ব'লেও খানিকটা।

"আমি আসার পর থেকে রাকা শুক্লকে নিয়ে প্রায়ই আসত পিসিমার ওখানে—গান শুনতে ও নাচ দেখতে। আগে আগে ও মালাকে স্নেহ করত—কিন্তু এখন মালার ওপর ওর নজর পড়ল। আমি যেন ওদের যোগ ঘটিয়ে দিলাম এর মন ওর কাছে ধ'রে—এবং ওকে এর কাছে টেনে এনে।

"সেদিন পিসিমা অমন আগুন হ'য়ে উঠতে আমার মনটা একটু খারাপ হয়েছিল। সন্ধ্যাবেলা একাই বেড়াতে বেড়াতে রাকাদের বাড়ি গিয়েছিলাম। কেন জানি না সেদিন রাকা গাইতে বলল মীরার 'মেরে গিরিধর গোপাল'। এ-গানটির মাঝের দুটি লাইন:

সন্তন সঙ্গ বৈঠ বৈঠ লোক লাজ খোঈ
অব তো বাত ফৈল গঈ জানৈ সব কোঈ

গাইতে গাইতে কেমন আবেগ এসে গেল। মনে পড়তে লাগল মালার

বিষণ্ণ মুখের কথা। আহা সাধুসন্তদের সঙ্গের জন্যে বেচারির কী আকুলি বিকুলি, অথচ পিসিমার কী যে হ'ল—কিছুতেই যেতে দেবেন না।

"গান শেষ হ'তে রাকা অনেকক্ষণ চুপ ক'রে রইল, পরে বলল : 'আজ ব্যাপার কী অসিদা ?'

"বললাম সব। রাকার চোখ জলে ভ'রে এল। কিন্তু মুখে কিছু বলল না। বেশি কথা সে বলত না।

"তার পরের দিন সকালেই গুরুর আবির্ভাব। কিন্তু রাকা তার মতলবের কথা আমাকে একটুও বলে নি সেদিন রাতে।"

* *

সিগারেটে ফের টান দিয়ে অসিত বলল : "পিসিমাকে কেমন যেন পাকেচক্রে প'ড়ে যেতে হ'ল—অনিচ্ছাসত্ত্বেও। ভোরবেলা রাকা এসেই এমন ক'রে ধরল—একেবারে দোরে মোটর এনে—যে পিসিমা না বলবার ফুর্সৎই পেলেন না যেন। তাছাড়া রাকা এমন ভাবে কথাটা পাড়ল যেন মালার কথা তার স্বপ্নেও মনে হয় নি—ওর টনক দোদুল্যমান হয়েছে শুধু পিসিমার পরমার্থ ভেবে। পিসিমাকে তাঁর পড়শিনীরা বলত 'দেবী'। তাদের ভুল হয় নি : পিসিমাকে কেউ তুষ্ট করতে চাইলে তিনি রুষ্ট হ'তেন না।

"সেদিন মালার সে কী আনন্দ! আমরা দুজনে বসলাম সারথির পাশে। পিছনে পিসিমা, রাকা ও গুরু। মালা ফিশ ফিশ ক'রে বলল : 'রাকাদি কী লক্ষ্মী অসিদা! জানো কাল রাতে আমি অনেকক্ষণ ধ'রে ঠাকুরকে ডেকেছি। শেষ রাতে কী স্বপ্ন দেখলাম বলো তো ?'—'কী ?' --'দেখলাম--না না দেখিনি ঠিক্—শুনলাম যেন আমার ঠাকুর ঘরে গাইছেন—' বলতে বলতে আনন্দে ওর মুখ উঠল রাঙা হ'য়ে : 'কে বলো

তো?' আমি বিস্ময় দমন ক'রে হেসে বললাম: 'গাইছেন? কে? ঠাকুর?'—'তাছাড়া আর কে?' ব'লে হাততালি দিতে গিয়েই ও চম্‌কে থেমে গেল। বলল স্বর আরো নামিয়ে: 'কি গান, শুনবে?' আমি আরো আশ্চর্য হয়ে বল্‌লাম: 'গানও মনে আছে?'—'হ্যাঁ। আমি তো কতরকম স্বর শুনি? রাকাদি বলেছে লিখে রাখতে তো? আচ্ছা। কাল শুনবামাত্র উঠে ঠাকুর ঘরে গিয়ে করেছি কি, না টর্চ জ্বেলে লিখে রেখেছি—এই দেখ না।—কিন্তু খবর্দার অসিদা, রাকাদি ছাড়া কেউ না জানতে পারে। শুক্লটা ভারি পেট আলগা—স-ব ব'লে দেয় মাকে। তাই তো ওকে আর কিছু বলি না আজকাল।'

"কাগজটা হাতে নিয়ে ভারি অবাক লাগল। এসময়ে মালার বয়স মোটে বারো মনে রেখো। কবিতা পড়তে ভালোবাসে বটে, কিন্তু ছন্দ মিলের বিন্দুবিসর্গও জানে না। রাকাই ওকে সুর ক'রে কবিতা পড়া শেখায়—"

প্রমীলা হেসে বলল: "আর রাকাকে কবিতা লেখা শেখাত কে শুনি?"

অসিত বলল: "তুই ভারি দুষ্টু হয়েছিস মিলি। ওকে আমি ছন্দ শেখাতাম বটে, কিন্তু কবিতা লেখা শেখাতে যাব কেন?"

প্রমীলা বলল: "নিজের কবিতা ওকে দেখাতে—আর ওর কবিতা শুনতে—বলো তো ধরেছি কি না?"

অসিত একটু আশ্চর্য হ'ল: "সত্যিই তো—কিন্তু কী ক'রে আন্দাজ করলি?"

প্রমীলা বলল: "হুঁ হুঁ—আমরা অন্তর্যামিনী—"

নির্মল বলল: "আঃ, তুমি বড় ইনকরিজিব্‌ল্ হয়েছ মিলি, এমন জায়গায় বাধা দিতে হয় নিজের গুণপনা জাহির করতে?"

প্রমীলা অনুতপ্ত কণ্ঠে বলল : "সত্যি অসিদা, অন্যায় আমারই—আর অমন করব না।"

অসিত হেসে বলল: "ঠিক মালার মতন ক'রে বললি কথাটা, জানিস ?"

নির্মল বলল : "কিন্তু সময় বহিয়া যায় নদীর স্রোতের প্রায়—"

অসিত বলল : "হ্যাঁ হ্যাঁ বলি—কিন্তু কী বলছিলাম যেন ?"

প্রমীলা বলল : "মালার কাগজটাতে কী যেন লেখা সে দেখাল।"

অসিত বলল : "ও—হ্যাঁ। কাগজটা হাতে নিয়ে সত্যি ভারি আশ্চর্য লাগল—লেখা ছিল :

দেখতে যারে চাস ধেয়ানে—ফুটবে ফুলের মতন
আলোর শাখে তোর : পরাণে জপিস চাওয়ার স্বপন।"

ওরা প্রায় এক সঙ্গে ব'লে উঠল : "আশ্চর্য—সত্যিই তো!"

অসিত বলল : "নিজে চোখে দেখলে আরো আশ্চর্য লাগত তোদের। কারণ যতই বলি না কেন—এসব অঘটন দেখলে মনটার মাঝে যে ধরণের ওলট পালট হ'য়ে যায় শুনলে কখনই তেমনটি হয় না। বেশ মনে আছে প্রথমটায় যেন বিশ্বাসই হচ্ছিল না। তবে জানতাম ও মিথ্যা কথা বলে না তাই বিশ্বাস না ক'রেও উপায় ছিল না।

"সারা রাস্তা—বেশ মনে আছে—ভারি আনন্দ হচ্ছিল ও পাশে আছে ভাবতে কেন না ঐ দিনই কাশ্মীরের সঙ্গে আমার হয়েছিল সত্যিকার শুভদৃষ্টি, মালাবদল ! নীরবতার মধ্যে দিয়েও যে মন বলে ও শোনে সেটা অনুভব করছিলাম বার বার। আর মাঝে মাঝে ও আমার বুকে ডুবিয়ে দিচ্ছিল ওর মাথাটা আর আমি ওর মাথার চুলের ওপর রাখছিলাম আমার গাল।"

* *

অসিত বলল : "এমন অনেক সময়েই হয় যে দুজন দুজনকে স্নেহ করেছে কিন্তু বরণ করেনি। হঠাৎ হয়ত একদিন আসে বরণের এই পুণ্যলগ্ন। তখন স্নেহাস্পদ হ'য়ে ওঠে প্রিয়, বন্ধু হ'যে ওঠে বল্লভ। প্রকৃতির বেলায়ও এই কথা। কত সময়ে সুন্দর দৃশ্যের ঢেউ ডেকে ডেকে ডেকে তবু পায় না আমাদের মনের নাগাল। কখনো বা এমনও হয় যে চেয়ে চেয়ে চেযেও অপূর্ব দৃশ্যের মধ্যেও শুনতে পাওযা যায় না সেই সুরটি যে তারা দেখায, পথ চেনায, আড়াল ফেলে ভেঙে।

"কিন্তু এক একদিন হঠাৎ হয এ বাগ্দান। কেন—কেউ জানেনা, কিন্তু হয। অম্‌নি এ বলে : আমি এসেছি, ও বলে : আমি দেখেছি। সেদিন শাঁক বেজে ওঠে, বাতি জ্বলে ওঠে, বাঞ্ছিত লগ্ন ওঠে ঝল্‌কে। গুলমার্গ প্রযাণ আমার জীবনে এই রকমের একটা স্মরণীয দিন, কেন না ঐ দিনই কাশ্মীরের সঙ্গে আমার হয়েছিল সত্যিকার শুভদৃষ্টি, মালাবদল।

"বিশেষ ক'রে মনে পড়ে গুলমার্গেব রাস্তার কথা। বলেছি, শ্রীনগর থেকে চব্বিশ মাইল পর্যন্ত মোটর যায়—তানমার্গ অবধি। সেখান থেকে ঘোড়া কিম্বা ডাণ্ডি চ'ড়ে উঠতে হয দুহাজার ফিট—তবে পৌঁছানো যায গুলমার্গে। আমি কিন্তু চললাম হেঁটেই। পিসিমা ও রাকা দুটো ডাণ্ডিতে —মালা আর শুক্ল এক এক পনি-তে।

"ঘোরানো রাস্তা উঠেছে ঠিক স্পাইরালের মতন যেমন অন্য সব পাহাড়েও। কিন্তু এমন শোভা আর দেখি নি। একদিকে পাহাড় অন্যদিকে খট্টা। বড় বড় চেনার ও পপ্‌লারের জটলা—পাখির ডাক আপেল পিয়ার, কমলালেবুর গাছ—সে অফুরন্ত। সুন্দর রঙচঙে পাখিও দেখলাম বহু। কিন্তু সবচেয়ে মনকে মজিয়ে দিল সেখানকার হাজারো নাম-না-

গুলমার্গ—কাশ্মীর

জানা ফুলের গন্ধ, লতাপাতার অন্তহীন ঐশ্বর্য আর তুষারের সমারোহ। সবুজের দৃশ্যে মনে জেগে উঠল স্নিগ্ধতা, শুভ্রজটা শৈলমালার ধ্যানরূপে অন্তর থম্‌কে দাঁড়াল সম্ভ্রমে। হিমালয়ের লাখো রূপ আছে—ঋতুচক্রের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে সে নিতুই নতুন বিস্ময়মঞ্চ উদ্‌ঘাটিত ক'রে তোলে আনন্দের পাদপ্রদীপে। কিন্তু স্নিগ্ধতার সঙ্গে ভক্তি, তৃপ্তির সঙ্গে অতৃপ্তি, জিজ্ঞাসার সঙ্গে গ্রন্থিমোচন, উচ্ছলতার সঙ্গে প্রণতির পাশাপাশি রসভোগ এভাবে আর করিনি কখনো। মনে আছে সেদিন তানমার্গে একটা গাছতলায় ব'সে লিখেছিলাম এত ফুল ফল লতা পাতার আনন্দ-মেলার দৃশ্যে"—ব'লে অসিত যেন নিজের মনেই গেয়ে চলল :

"শ্যামল বনানী! কার মালাখানি গাঁথিলে বিবাগী স্বপনে?
কার বন্দনারঙে আল্পনা আঁকিলে রঙিন লগনে?
কে সে সুখ সাথী—যার রূপভাতি ফলিলে লক্ষ নয়নে?
কার সুন্দর ফুলে কঙ্কর ঝলিলে গগন-শরণে?
নিভৃত বীথিকা! সবুজের শিখারাগে জ্বালো কার দীপালি?
কুসুম-শিথানে সন্ধ্যাবিহানে চায়ে কার মধু মিতালি?
শৈলমালার আলোকবিথার গায় গান কার বরণে?
কে দেখে অতুল সুষমা দোদুল—ঋতুর জনমে মরণে?

জানি হে উদাসী, গাও উচ্ছ্বাসী মণিগীতি কার তুষারে :
নীলিমা-ধেয়ানী তুমি অভিমানী, বিরাগী—বিলাসবিহারে।
মন্দিরে তব অশেষবিভব দেবদেব রাজে গহনে :
তাঁরি দীপারতি চাহো সুব্রতী! নমোনম তব চরণে।"

* *

ঘরের মধ্যে এক বাঙ্ময় নীরবতা যেন আপনা আপনি বিছিয়ে যায়। সাম্‌নে দেখা যায় শঙ্করাচার্য পাহাড়ের শিখরমন্দিরের চূড়ায় একটা মেঘের বৃত্ত ফ'লে উঠেছে ঠিক যেন একটি বিশাল পীতনীলাভ আংটি হ'য়ে। আকাশ যেন পরাতে এসেছে মন্দিরের দেবতাকে। সেই বিবাহ সভায় পৌঁছতে হবে কোন্ পথে তারই যেন ইঙ্গিত দিয়েছে ঐ বিজলি আলোর আঁকাবাঁকা সোপান—ধাপে ধাপে। পাশে ঝিলমের মৃদু কলধ্বনি তাল দিয়ে চলেছে এ মৌন রাগিণীর সাথে। ত্রয়ীর মনে শান্তি যেন উপছে পড়ে।

* *

অসিত প্রমীলার দিকে চেয়ে বলল: "সেদিন যেন আবার নতুন ক'রে অনুভব করলাম মিলি, যে অন্তরের রঙই বাইরে দেখি আমরা। বাইরের অতি-পরিচিত দৃশ্যও এই আভায় যেন নতুন সাজ প'রে আমাদের মনে নতুন অন্তরঙ্গতার বাণী বহন ক'রে আনে। এক একটা চকিত মুহূর্ত আসে যেন অনুভবের এক একটা যুগান্তর ঘটাতে। এ দিনটা ছিল আমার জীবনে তেম্‌নি একটা দিন। মনে হ'ল যেন প্রতি দৃশ্যমান বস্তুর পিছনে ব'য়ে চলেছে—কি বলব—এক আলোর রসধারা—তারই কোমলতায় ফুলের কুঁড়ি এত পেলব, তারি শ্যামলতায় গাছের পাতা এত সবুজ, তারি মধুরিমায় আকাশের স্ফটিক এত উজ্জ্বল। আর কেবলই থেকে থেকে বেজে ওঠে মালার স্বপ্নে-শোনা চরণ দুটি:

দেখতে যারে চাস ধেয়ানে—ফুটবে ফুলের মতন
আলোর শাখে তোর—পরাণে জাগাস চাওয়ার স্বপন।"

* *

অসিত বলল :

"আমরা সচরাচর জীবনে চলি একটা বাঁধা পথে। সে পথের একদিকে থাকে বটে অসুবিধে—তার একঘেয়েমি : কিন্তু অন্যদিকে ক্ষতিপূরণের অঙ্কটা বেশ মোটা—তার নির্বিবাদী আরাম। কথায় বলে না, সুখের চেয়ে সোয়াস্তি ভালো? বাঁধা শড়কের মস্ত দান এই স্বস্তি। তার দুঃখ বিপদ নেই এমন কথা বলছি না। কিন্তু তার সঙ্কটের মধ্যেও অভাবনীয়তা খুব বেশি থাকে না—অন্তত সাড়ে পনর আনা ক্ষেত্রে। জীবনে বাজে বেশি অভাবনীয়তা—তাই আবহমানকাল সংসারে চেনা পথেই যাত্রীর এত ভিড়। হোক না লক্ষ্য—মামুলি, নাই বা থাকল তার কোনো বড় তৃপ্তি। সে যে চেনা এর মধ্যে ভর্সা যে রয়েছে অফুরন্ত।

"কিন্তু তবু," যেন নিজের মনেই বলল অসিত, "বিচিত্র এই জীবনের গতিধারা : সে মানতে ব্যগ্র বটে, কিন্তু ভাঙতেও কম তৎপর নয়। চেনা বীথিকাই তার মন টানে কিন্তু অচিন মানসসরোবরও তাকে ডাকেই দূর থেকে। নইলে কি সে সব জেনে শুনেও উধাও হ'তে পারত কোনোদিন—পাগলা খেয়ালের দমকা হাওয়ায়? এমন সময় প্রায় লোকের জীবনেই কখনো না কখনো আসে যখন তার সমস্ত প্রাণমন যেন ব'লে ওঠে দুত্তোর। সংসারে যুদ্ধবিগ্রহের পাশবিকতাও আমাদেরকে ডাকে এই জন্যেই। দীনতম মানুষের মধ্যেও থাকে একটা হিরো বা হিরোইন। থেকে থেকে সে অকারণেই হাঁক দিয়ে ওঠে। এমার্সন কি সাধে বলেছেন যে heroism চিরদিনই যেন scornful of being scorned?

"আমার পিসিমার বেলায়ও এই কথাটি মনে না রাখলে এ-ব্যাপারে তাঁর স্থানটা যে ঠিক কোথায় সেটা বোঝা যাবে না। অসীমের তৃষ্ণা কোন্ ফাঁক দিয়ে যে কখন আসে কেউ বলতে পারে না ব'লেই সাধারণ

মানুষও নিখুঁৎভাবে সাধারণ হ'তে পারে না কখনো। আমি জানি পিসিমার মনের মাঝে যে-সংসারিপণা ছিল—যাকে বলা যেতে পারে ইহলৌকিকতা—this-worldliness—সে বেশ কায়েমি হ'য়েই খাটে পিঠে এক ক'রে আরাম চাইত সদাসর্বদা। কিন্তু তবু এ-ও সমান সত্য যে তাঁর মধ্যেও একটা পারলৌকিকতা other-worldliness—থেকে থেকে উঠত জেগে। পরমহংসদেব বলতেন এ-বৈরাগ্য কেমন? না, তপ্ত লোহায় জলের ছিটে। কথাটা অকাট্য। কিন্তু তবু বৈষয়িকতার এঁটেল মাটিতেও কখনো কখনো এই বৈরাগ্যের ফুল ফোটে এক আধটা অসতর্ক ফাটলে। মালার না হোক্, রাকার অনুরোধের হাওয়ায় হঠাৎ এই ধরণের একটা ক্ষীণজীবী শ্রদ্ধা জেগেছিল তাঁর মনের একটা অনামা তৃষ্ণার অঙ্কুরে। পথিমধ্যে সে অঙ্কুরে ফুল ধরল—পিসিমার মনেও জাগল একটা ভক্তিভাব। কিমাশ্চর্যমতঃপরম্?

"সন্ন্যাসী ঠাকুরকে দেখে তাঁর আকস্মিক উচ্ছ্বাসের কারণ খুঁজতে হবে এইখানেই। এ অভাবনীয়—তবু সংসারে যে-সব ব্যাপার নিত্য ভাবনীয়, তাদের কোনো কিছুর চেয়েই একে কম বাস্তব বলা চলে না! অন্তত স্বামীজিকে দেখে তাঁর চোখ যে চিক চিক ক'রে উঠেছিল এ আমি হলফ ক'রে বলতে পারি।"

প্রমীলা উৎসুককণ্ঠে বলল: "আর মালার?"

অসিত বলল: "বলছি যথাপর্যায়ে। ধৈর্যং রহু ধৈর্যং। আগে আমার কথাটা সেরে নেই।

"সন্ন্যাসী ঠাকুরের নাম স্বয়মানন্দ। সন্ন্যাসী না ব'লে উদাসী বলাই ভালো। মাথা মুড়োনো, দাড়ি গোঁফের চিহ্নও নেই। ঐ শ্রাবণের শীতেও গায়ে একটি পাতলা সস্তা নীল আলোয়ান বৈ কিছুই নেই। তার

ফাঁকে ফাঁকে গৌরবর্ণ সুপুষ্ট দেহের আভা ঠিকরে বেরুচ্ছে। দীর্ঘকায়, গৌরবর্ণ, মোটা মোটা হাড়, কণ্ঠস্বর গম্ভীর। মুখের ডৌল সুন্দর। দুটি পাতলা ঠোঁটের প্রান্তে স্বচ্ছ হাসির একটুকরো ছোট্ট আভা চম্‌কে চম্‌কে বেড়ায়—ভোরবেলায় কিশলয়ের মধ্যে যেমন সূর্যের আলো।

"কিন্তু সব চেয়ে অভাবনীয় তাঁর চোখ দুটি। অমন চোখ আমি জীবনে কথনো দেখি নি। মনে হ'ল তাঁর জ্যোতির্ময় দেহখানির সমস্ত আগুন যেন মণির স্নিগ্ধতা নিয়ে ফুটে উঠতে চায় তাঁর নয়নতারার সাগরমৌনে। সাগর বলতে সচরাচর আমাদের মনে আসে কল্লোলের কথা। এ-কল্লোলধ্বনি উচ্ছল তাও মানি, কিন্তু যে-ই কান পেতে শুনেছে সে নিশ্চয় অনুভব করেছে যে সমুদ্রের এই অঝোর ধ্বনি ছল্‌কায় তার জলগর্ভের এক অতল নীরবতার উৎস থেকে। অন্তত শব্দের মধ্যে নৈঃশব্দ্যের এ-নিশ্চিত সমাহিতি আমি সাগর তীরে বার বারই অনুভব করেছি। তবে স্বামীজিকে দেখে সেদিন একথা যে-ভাবে অনুভব করেছিলাম তেমন নিবিড়ভাবে বোধ হয় আর কথনো অনুভব করি নি। বেশ মনে আছে, মনে হয়েছিল জীবনের সব স্বতোবিরোধ যেন গ'লে ডুবে ম'জে গেছে ঐ সিন্ধুমৌনে—তাঁর দুটি চোখের ভাষাহারা ধ্বনিপারের শান্তিলোকে। সে-চোখ প্রথম প্রণয়িনীর আধ-লাজুক আধ-উচ্ছল আঁখির আলোর চেয়েও শিহরণময়, শিশুর চঞ্চল নিষ্কলুষ চাহনির চেয়েও শুভ্র, রোগশয্যায় পীড়িত সন্তানের দেহাশ্রয়ী মায়ের অভয়দৃষ্টির চেয়েও করুণাভরা, আকাশে প্রথম তারার আধফোটা কিরণের চেয়েও সুদূরান্বেষী।

"হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম—যেই মালাকে তিনি ডাকলেন। ও ঝাঁপিয়ে প'ড়ে তাঁকে প্রণাম করতেই তিনি ওর তন্বী তনুটিকে দু'হাত বাড়িয়ে টেনে নিলেন কোলে তুলে।

"হঠাৎ শির্ শির্ শির্ শির্ ক'রে আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ উঠল জেগে : মনে প'ড়ে গেল কালকের স্বপ্নের কথা। কিন্তু এ বিস্ময়ের সঙ্গে একটা তীব্র অসহ পুলকও এল—এ যে বড় চেনা মুখ! অথচ এ-ধরণের মুখ যে কালকের স্বপ্নের আগে কখনো কল্পনাও করিনি এ বিষয়ে কোনো সন্দেহই আমার ছিল না। অভাবনীয় বৈ'কি!

"রাকা চোখ মুছল। কেবল শুক্ল কেমন যেন ভয় পেয়ে গেল। সে জড়সড় হ'য়ে স্বামীজির কাছ থেকে যতটা সম্ভব দূরে বসল—তা আবার পিসিমার আড়ালে।

"পিসিমা কেমন যেন—কী ক'রে বর্ণনা করব?—ঘরোয়া কথায় বলে না ভাব-লাগা অনেকটা সেই রকম নিশ্চল হ'যে ব'সে রইলেন। এমন কি, কম্বলের আসনে উঠে বসবার কথাও তাঁর মনে রইল না—তিনি যেন জমে গেলেন ঐ ঠাণ্ডা পাথরের মেজেয়।

"স্বামীজির সঙ্গে ভাব হ'য়ে গেল দেখতে দেখতে। তাঁর চোখও যেমন ঐন্দ্রজালিক হাসিও কি তেম্‌নি! কিন্তু আরো মুগ্ধকর তাঁর বচনভঙ্গি। অন্তরের শিশুসারল্য যেন উপছে পড়ত তাঁর কথার প্রতি ঠমকে, গমকে, রেশে। শুনলে আর সন্দেহ থাকে না যে এই ধুলোর জীবনেও এমন রূপ আছে যাকে না-চিনতে মন মেনে নেয়—এমন ডাক আছে যা না-শুনতে প্রাণ সায় দেয়—এমন আলো আছে যা না-দেখতে মন বলে পেয়েছি। কেবল শুক্ল ছাড়া আর সবাইকেই ডেকে নিলেন তিনি সহজ প্রীতির অন্দরে। অমন সুন্দর প্রাণচঞ্চল বালককে এমন মনমরা ফ্যাকাশে কখনো দেখিনি।

"গুলমার্গে আমরা সাতদিন থাকব ভেবে গিয়ে কাটিয়ে এলাম পঁচিশ দিন। স্বামীজির সঙ্গে কথা—বিশেষ ক'রে তাঁর ধ্যানের স্পর্শ

আমাদের কেমন যেন আবিষ্ট ক'রে তুলল। সাধ্য কি তাঁকে ছেড়ে আসি? মালা তো নামতেই চায় না গুলমার্গ থেকে। শেষটায় শীত একটু বেশি পড়তে ওরা হোটেল বন্ধ ক'রে দিল—কাজেই নামতে হ'ল। কেবল একটা বেসুরো বাধা ছিল: শুক্ল কিছুতেই যেতে চাইত না তাঁর কাছে। ফলে মালার সঙ্গে তার প্রায় ছাড়াছাড়ি মতন হ'য়ে গেল। রাকা এতে একটু দুঃখ পেত প্রথম প্রথম। কিন্তু উপায় কী?"

প্রমীলা বলল: "স্বামীজির সঙ্গে কথাবার্তা হ'ত খুব?"

অসিত বলল: "হ'ত—কিন্তু খুব না। তাঁর এক মুস্কিল ছিল এই যে তিনি তত্ত্বকথা পারৎপক্ষে বলতেন না। অনেক জিজ্ঞাসা করলে জবাব দিতেন বটে কিন্তু অত্যন্ত সংক্ষেপে। আমাকে তিনি বলতেন: 'বলবার তো বেশি নেই বাবা, করবার আছে অঢেল। বলব আর কী? যা জানবার হৃদয়ই জানিয়ে দেয়।' রাকাকে প্রায়ই হেসে বলতেন: 'যদি সত্যি আমার কাছে কিছু শোনবার মতন জিনিষ শুনতে চাও মা—কান পাতো নিজের মধ্যে। সেখানেই আমি ঠিক কথাটি বলতে পারি ঠিক সুরে।' পিসিমা ভালো কথা বেশি শুনতে চাইলে বলতেন: 'মা, ভালো কথা বেশি শোনার বিপদ আছে যে।'

"পিসিমাও যেন এটা ক্রমশ বুঝতে পারছিলেন। তাই দেখতাম পীড়াপীড়ি করা তাঁর আস্তে আস্তে ক'মে আসছিল। কেবল মালার সঙ্গেই স্বামীজির সীরিয়াস কথাবার্তা হ'ত একটু আধটু। আমাদের সঙ্গে বেশির ভাগ সময়ে তিনি শুধু হাসি ঠাট্টাই করতেন। রাকা হেসে বলত সময়ে সময়ে: 'বাবা, ধরা দেবেন কবে?' তিনি বলতেন তেম্নি হেসে: 'মা, নিতে শিখবে যবে।'

*

অসিত বলল : "গুলমার্গ থেকে আমরা যেদিন নেমে এলাম সেদিন সবই শূন্য মনে হ'তে লাগল। শূন্যও নয়—কেমন যেন—কী বলব আল্‌গা আল্‌গা। সবই আছে অথচ যা থাকলে সবই থাকার মানে হয় সেইটেই যেন নেই। এ-ভাব বর্ণনা করতে যাওয়া ভুল—কারণ যার এ-অনুভব হয়নি সে কখনই একে ঠিক মতন কল্পনা করতে পারবে না। কারণ এ-শূন্যতার সঙ্গে প্রিয়বিয়োগ বা বন্ধুবিচ্ছেদের সাদৃশ্য কিছু থাকলেও এর মূল ছন্দ—বাদী সুরটিই আলাদা।

"বলাই বেশি, এ-ভাবোদয় গুরুবও হয়নি পিসিমারও না—হয়েছিল শুধু আমাদের তিনজনের—যদিও তাঁকে 'গুরুদেব' বলতাম আমরা সবাই।

"সব দুঃখেরই একটা ক্ষতিপূরণ থাকে—ব'লে গেছেন দার্শনিকেরা সবাই। আমাদের বেলায় কিন্তু এ-ক্ষতিপূরণ এলো একটু অভাবনীয় ভাবে। হ'ল কি, এই সূত্রে আমরা তিনজন যেন আরো কাছাকাছি এসে পড়লাম পরস্পরের।

"আগে আগে রাকা ও মালার সঙ্গে স্নেহসম্বন্ধ ছিল বৈ কি—কিন্তু সে-স্নেহের মধ্যে পরস্পরের প্রতি এ ধরণের টান ছিল না। মনে পড়ত গুরুদেবের কথা যে, অচিন দেশের তীর্থযাত্রীরা সবাই এক পরিবার। 'তবে'—বলতেন তিনি তাঁর শান্তকণ্ঠে—'এ সম্বন্ধ ঠিক লৌকিক সম্বন্ধ নয়—তাই মন দিয়ে একে না যায় ধরা, না ছোঁওয়া।'

"তিনি যতদিন কাছে ছিলেন এ কথার তাৎপর্য ঠিকমতন বুঝতে পারিনি। পারলাম যেদিন তিনি দূরে স'রে গেলেন। সেদিন আরো একটা বিচিত্র অনুভব উঠল জেগে যে স্থানিক দূরত্ব ব'লে কিছু নেই। মানে, বাইরের ব্যবধান ছাড়ায় না—বরং আরো কাছেই টেনে আনে। তাছাড়া

মনে হ'ত প্রায়ই যেন আমাদের মধ্যে আদান-প্রদানের এক নতুন প্রণালী পূরোপুরি গ'ড়ে না উঠলেও গ'ড়ে-ওঠার মুখে। তাই আমরা যেন পরস্পরের আরো কাছে এলাম ঐ একজন স'রে যাওয়ার দরুণ। এ কেমন? না, সূর্য যেমন গ্রহদের নিজের কাছে টেনে এনেই তাদের মধ্যে আকর্ষণ জাগায়—নিজেরি আকর্ষণ। কিন্তু এ ধরণের উপমায় এ-অপূর্ব কেন্দ্রমুখী বাহুশক্তির ঠিক পরিচয় মেলে না—একটু আভাষ দেওয়া যায় মাত্র।"

প্রমীলা স্নিগ্ধ সুরে বলল: "তবু বলেছ বড় সুন্দর ক'রে অসিদা।"

নির্মল অস্ফুটে সায় দিল: "সত্যি।"

অসিত বলল: "বলতে যে খানিকটাও পেরেছি তার কারণ এ-সত্যকে আমরা তিনজনেই ঠিক তেমনি প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করেছিলাম যেমন প্রত্যক্ষভাবে—কি বলব—তোরা অনুভব করিস ভালো গানের মধ্যে দিয়ে গায়ক নিজেকে শ্রোতার কাছে নিবেদন করে। কিন্তু যাক একথা। এবার ফিরে আসি। কী বলছিলাম যেন?"

প্রমীলা বলল: "গুলমার্গ থেকে তোমরা নেমে এলে।"

অসিত বলল: "ও—হ্যাঁ। নেমে এলাম। নেমে এসে ঘটল আর এক বিচিত্র ব্যাপার।"

* *

অসিত বলল; "ওখানে দিনগুলো কেটে যেত যেন মণি কুড়িয়ে। নামতে না নামতে দেখা গেল যে, আমাদের মধ্যে কি-একটা যেন নড়চড় হ'য়ে গেছে। কারণ অতি সব তুচ্ছ কারণেও পিসিমার সঙ্গে কিরকম যেন অবনিবনা, খিটিমিটি হ'ল সুরু। বোধহয় তাঁর মা-র প্রাণ বুঝতে

পারছিল একটু একটু ক'রে যে মেয়ে ক্রমেই স'রে যাচ্ছে দূরে। শুক্লর সঙ্গে তাঁর কেমন যেন ভাব হ'ল—কিন্তু রাকা ও আমার প্রতি বিমুখ না হ'লেও সেরকম সদয় যেন আর রইলেন না। অন্তত আমাদের তাই মনে হ'ল।

"ঠিক এই সময়ে—'পর্বতের চূড়া যেন সহসা প্রকাশ'—আমাদের মধ্যে উদয় হ'লেন শ্রীপ্রবলচন্দ্র বাক্যবাগীশ। এঁর একটু বিশদ বর্ণনা না দিলেই নয়।

"প্রবলচন্দ্র বাক্যবাগীশ পিসিমার এক ছেলেবেলাকার বকুলফুলের ছেলে। ছেলেবেলায় বাল্যসখীর কি এক শক্ত অসুখের সময়ে একবার প্রবলকে পিসিমার তদারকেই থাকতে হয় মাস ছয়েক। ওর ওপর তাঁর সেই থেকে কেমন যেন মায়া প'ড়ে গিয়েছিল। ও তাঁকে বলত মাসিমা। বকুলফুল থাকতেন লাহোরে জায়া পতির ছায়া হ'য়ে। তাই ও কথনো কথনো আসত—পিসিমা পথখরচ পাঠালে। এই সময়ে পিসিমা তাকে মোটরভাড়া পাঠান—সে আসে। কিন্তু একথা আমরা শুনি পরে—তখন জানতাম না।

"প্রবলকে আমাদের কারুরই ভালো লাগেনি। ঢ্যাঙা, স্বর একটু নাকি, চোখ ঈষৎ ট্যারা, বেশ নধর নাদুষ-নুদুষ, এক-চোখে মনোক্ল, রঙ কাদা-মেশানো কাঁকরের মতন—হাসি কেমন যেন দোমনা—যেন সে নিজেই জানে না সে-হাসি খুশির অভিব্যক্তি না, অপরের মন-জানবার টোপ। মানে, হেসে সে সর্বাগ্রে ঠাহর পেতে চেষ্টা করত অপরে তাতে সাড়া দেয় কি না। দিলে তার কাছে এগুত, না দিলে ঘেঁষত না।

"কিন্তু লোকটার মধ্যে গুণ ছিল অনেক বলতেই হবে। সে লোকের জন্যে করত কম নয়। মোটা মানুষ হওয়া সত্ত্বেও বিষম এনার্জেটিক।

গল্প বলতে, ভ্যাংচাতে, হাসাতে, ম্যাজিক দেখাতে তার জুড়ি ছিল না।

"অথচ তবু কোথায় কি একটা অবর্ণনীয়—কি বলব—আড়াল মতন ছিল তার মধ্যে। মনে হ'ত এ-লোকের আর যাই পাওয়া যাক তল কেউ কখনো পায় না, পায় নি, পেতে পারে না। 'ওকে, দেখলেই অসিদা' —রাকা বলত—'মনে হয় আমার ইস্কুপের কথা।' প্যাঁচ ও ভদ্রতা ছিল ওর কবচকুণ্ডল—সহজাত।

"অথচ এমন নির্দোষ নিষ্কলঙ্ক মানুষ দেখা যায় না। পানটি পর্যন্ত খেত না, না চা, না তামাক। সর্বদাই অনলস—বেঞ্জামিন ফ্রাংকলিন যেন সশরীরে পুনরবতীর্ণ হয়েছেন আমাদের কাশ্মীরী ভিলায়—বলত মালা হেসে। ওর পাঠ্যপুস্তকে বেঞ্জামিনের স্তব ছত্রে ছত্রে—তাই কেমন যেন বেঞ্জামিনের পরে ওর একটা আক্রোশ জন্মে গিয়েছিল।

"কেবল শুক্লর সঙ্গে ওর ব'নে গেল। তাকে নিয়ে ও এখানে সেখানে যেত প্রায়ই: কখনো শঙ্করাচার্যের পাহাড়ে, কখনো পাহালগাঁয়ে, কখনো গুল্‌মার্গে, কখনো চষ্‌মাশাহি বাগানে, কখনো ডাল লেকে, কখনো পরীমহলে।"

প্রমীলা বলল: "সে কি? রাকা—"

অসিত বলল: "রাকা এবিষয়ে ছিল ভারি সাবধান। পরে শুনেছিলাম—ওর এখানে ভারি একটা ব্যথা ছিল। শুক্লকে রাকা একটুও শাসন করলে কিষণচাঁদ সইতেন না। শুক্লও এটা জানত—তাই মাকে ও বড় একটা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনত না। রাকা ছিল ভারি অভিমানী —ছেলেকে একটি কথাও বলত না। শুধু মালা হ'য়ে উঠল ওর ব্যথার ব্যথী, তাকে বলত: কিষণচাঁদ ছেলে বলতে অজ্ঞান। তাছাড়া

গুরুদেবের সঙ্গে আমাদের ঘনিষ্ঠতা হবাব পর থেকে শুক্ল কেমন যেন আরো দূরে স'রে গিয়েছিল ওর মমতার পরিধি থেকে। তার আরো একটা কারণ ছিল—মালা। শুক্ল মালাকে স্নেহ করত সত্যিই—কিন্তু রাকা ও মালার এতটা মাথামাথি যেন পূরোপূরি সইতে পারত না। বলাই বেশি পিসিমার দিকে ওর ঝোঁকার একটা প্রধান কারণই এই। তবে—রাকা প্রায়ই বলত মালাকে—সব সন্তান কিছু সব মার আপনজন নয়—যদিও সমাজে একথা বললে লোকে শিউরে ওঠে।"

প্রমীলা বলল: "আমি কিন্তু উঠি না অসিদা—কারণ এ খু—ব বাজে কথা যে সব মা-ই সন্তানকে বিষম ভালবাসে। There are mothers and mothers."

অসিত হেসে বলল: "তাহ'লে তোর সত্যিই আশা আছে মিলি—ভরসা হয় সত্যকে আরও সইতে শিখবি ক্রমে ক্রমে। যাক্ শোন্।

* *

প্রবল আসার পর থেকে পিসিমার ভাবান্তরের গতিবেগ—velocity—যে ক্রমেই বেড়ে উঠতে লাগল এ-কথা বোধ হয় বলতে হবে না। প্রবল তাঁর সঙ্গে ওর চাপা তথা নাকি-গলায় অনেক কথাই বলত—রাকার কাছে শুনতাম। মালার পূজোর ঘর ছিল পিসিমার বসবার ঘরের ঠিক পাশেই কিনা। প্রবলের আড্ডা সেখানেই জমত বেশি।"

নির্মল বলল "তোমাদের কাছে বুঝি ও ঘেঁষত না?"

অসিত বলল: "বলে না—it takes two to make a match? ঘেঁষাঘেঁষির বেলায়ও ঐ কথা। এ হ'ল অবিকল চুম্বকতত্ত্ব: এ না টানলে ও কাছে আসে সাধ্য কি? রাকা ও মালা যখন প্রবলের ছায়াও মাড়াতে চায় না—তখন ও কাছে আসে কোন্ ভরসায়?"

প্রমীলা বলল : "এজন্মে তোমার পিসিমা রাগ করতেন না মালার ওপর ?"

"করতেন না আবার ?—খুবই করতেন। কিন্তু করলে হবে কী ? ও বড় কঠিন ঠাঁই। ওকে বাগ মানানো জেব্রাকে পোষ মানানোর চেয়েও শক্ত। কাজেই সময়ে সময়ে রেগে টং হ'য়ে তিনি প্রবলকে আরো আদর যত্ন করতেন দেখিয়ে দেখিয়ে।

"ফলে কী হ'ল বুঝতেই পারছ—বাড়ির মধ্যে ক্রমে একটা বোবা অস্বস্তি ও গণ্ডি-না-কাটা দলাদলির ভাব গ'ড়ে উঠল। এ দিকে থাকতাম —আমি রাকা ও মালা। ওদিকে-পিসিমা, প্রবল ও শুক্ল।"

প্রমীলা বলল : "দলাদলি মানে ? ঝগড়া ঝাঁটি ?"

অসিত চিন্তিত সুরে বলল : "ঠিক ঝগড়া ঝাঁটি নয়—তবে কি জানিস্ ?—বোধ হয় দলাদলি না ব'লে ছাড়াছাড়ি কথাটা বলাই বেশি ঠিক হবে—le mot juste : অর্থাৎ ওরা যেন থাকত ওদের মতন—আমরা আমাদের মতন। দেখা হ'ত কেবল খাওয়ার টেবিলে।"

প্রমীলা বলল : "এ কথার মানেটা কিন্তু ঠিক বুঝতে পারলাম না ভাই।"

অসিত বলল : "হ'ত কি, শুক্লকে প্রায়ই খেতে বলত—হয় পিসিমা, নয় প্রবল, রাকাকে বলতাম—হয় আমি, নয় মালা। কাজেই হপ্তায় অন্তত পাঁচদিন আমরা এক সঙ্গে খেতাম দুপুরে।"

প্রমীলা হেসে বলল : "আচ্ছা কিষণচাঁদ বেচারি কি উবে গিয়েছিল বেমালুম ?"

অসিত বলল : "মোটেই না—তাঁর আখ্‌ড়া ছিল অন্যত্র। সে অনেক কথা—তবে জেনে রাখ্‌ তাঁর লীলা চলত রাজপ্রাসাদে। রাজার এক

মন্ত্রীর মেয়েকে নাকি তিনি পড়াতেন ধন্বন্তরি বিদ্যা। অতএব ও-ভদ্রলোককে স্বচ্ছন্দে বাদ দিয়ে চলাই পন্থা—না দিলে বিপদও আছে। তবে কিষণচাঁদের স্বপক্ষে এটুকু বলতেই হবে যে তিনি রাকার স্বাধীনতায় কথনো হস্তক্ষেপ করতেন না। রাকার 'পরে তাঁর অনুরাগ গিয়েছিল উবে—কিন্তু শ্রদ্ধা ছিল বরাবর সমান—বিশেষ ক'রে ওর চরিত্রের জন্যে। তাই তাঁর কাছে রাকার বিরুদ্ধে কারুর একটি কথাও বলার জো ছিল না। এখানে ওর খুঁটির জোর ছিল ব'লেই ও আমাদের সঙ্গে এতটা মাথামাখি করতে পারত। তবে কিষণচাঁদের উদারতা সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ ছিল বললে একটু বেশি বলা হবে: রাকাকে ছাড়া দিয়ে তিনি নিজেও ছাড়া পেয়েছিলেন কম না।" ব'লে সকটাক্ষে অসিত বলল: "কিষণচাঁদকে মাঝে মাঝেই এই মন্ত্রী দুহিতার, মানে, অভিভাবক হ'যে একটু আধটু যেতে হ'ত কি না এদিকে ওদিকে বেড়াতে। যাক—জাহাজের কথায় কাজ কি? আমরা ফের আমাদের নিরাপদ আদার প্রসঙ্গেই আসি ফিরে।"

* *

অসিত বলল: "বলেছি রাকার মন ছিল একটু অন্তঃশীলা প্রকৃতির। তাই ওর মধ্যে ভক্তি যে প্রচ্ছন্ন ছিল সে কথা আগে বড় একটা কেউই জানত না। কিন্তু দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে অনেকেই টের পেল। হ'ত কি, মালার ঠাকুর ঘরে ও প্রায়ই আসত ও ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটাত। মালার পূজো টুজোয় রাকা খুব মন দিয়েই জোগান দিত। ফলে ক্রমশ দেখা গেল যে দুজনে দুজনকে প্রায় সাথী মতনই ভাবছে। একজন যে আর একজনের সন্তানের বয়সী একথা যেন কারুর মনেই নেই। বলতে কি

অনেক সময়ে সাংসারিক ব্যাপারেও মালাকে রাকা জিজ্ঞাসা করত কী করা উচিত। সে একটা দেখবার জিনিষ।

"আমার সত্যিই ভালো লাগত এ দৃশ্য। আরো এই জন্যে যে, আমার একটা ধারণা ছিল অনেক দিন থেকেই যে বন্ধুত্বে বা সখিত্বে মনের মিল বয়সের ব্যবধানকে নামঞ্জুর করতে পারে।"

প্রমীলা হেসে বলল : "আর পুরুষেরা সবচেয়ে খুসি হয় তাদের থিওরির সমর্থন পেলে।"

অসিতও হাসল : "গিল্টি প্লীড করছি অকুণ্ঠে। তবে এটুকুও বলব যে শুধু সেই জন্যেই যে আমার এটা ভালো লাগত তা নয়। আমার ভালো লাগত ভাবতে যে মালা তবু একটা সাথী পেল। কারণ আমি ওর সঙ্গে যতই মিশি না কেন—বেশ জানতাম যে আমার কাছে ও ঠিক অন্তরঙ্গতার দক্ষিণার জন্যে হাত পাতে না। মানে আমি ওর বন্ধু হ'লেও সাথী নই।"

প্রমীলা বলল : "এ কথাটা ঠিক বুঝলাম না, অসিতদা।"

অসিত বলল : "বুঝিয়ে বলা একটু কঠিন। তবু চেষ্টা করি একটু।

"কি জানিস? আমাদের প্রকৃতিটা বিচিত্র, বিশেষত মালার মতন অসামান্য ক্ষেত্রে। এ ধরণের মন নানাভাবে নিজেকে জানান দিয়ে তবে বেড়ে ওঠে। তাই এদের অন্তরঙ্গতারও নানান প্রকাশরীতি। আমার কাছে ও নিজেকে একভাবে খুলে ধরত কারণ—আমার কাছে ওর নিজেকে নিবেদন করার এই ছন্দই ছিল ওর কাছে সহজ। এতেই ও আমাকে তেমনি ভাবে ছুঁতে পারত যেমন ভাবে ছুঁতে চাইত। কিন্তু রাকার কাছে ওর আত্মবিজ্ঞপ্তি ছিল অন্য ধরণের। মানে, রাকার কাছে ও পেত অন্য জিনিষ—নিজের অন্য একটা তৃষ্ণা মিটিয়ে।

"তাছাড়া ওর মধ্যে এই একটা আত্মসচেতনতা জেগে উঠেছিল

পুরোপুরি যে ও দেখতে ছোট হ'লেও অনুভবে ছোট না। প্রতিভা যাদের সহজাত তাদের এ-সচেতনতাকে অনেকে অহমিকা ভেবে ভুল করেন—কিন্তু আমার মনে হয় এভাবে দেখলে ব্যতিক্রমকে কখনো বুঝতে পারা যায় না। ডিমক্রাটিক দৃষ্টিভঙ্গির বার আনাই ভুয়ো—কেননা মানুষ বাইরে সবাই সাড়ে তিন হাতের জীব হ'লেও আন্তর চেতনায় তাদের মধ্যে তফাৎ আশমান জমিন। আর ব্যতিক্রমরাই মানুষের পরম সম্ভাবনার নির্দেশ দেয়।

"আমার কাছে মালা ঠিক এই স্বীকৃতিটি পেত না যে ভিতর দিকের বাড়ে ওর অসম্পূর্ণতা নেই। রাকার শ্রদ্ধা ও স্নেহের আয়নায় ও দেখতে পেত নিজের এই পূর্ণ-আয়তনের ছবি। তাই তো পরস্পরকে সখী সাথী ভাবতে ওদের বাধে নি। এতে আমি খুশি হয়েছিলাম আরো এই কারণে যে আমি জানতাম ভিতরে ওরা কত একলা। তাছাড়া আমি নিজেও সাথীপ্রিয়—তাই কাউকে সাথী পেতে দেখলে খুশি না হ'য়েই পারি না। সংসারে যারা একলা একলা সব বিরুদ্ধ প্রভাব কাটিয়ে নিখুঁৎ আত্মবিকাশ চায় তাদের আমি কোনোদিনই ভালো ক'রে বুঝতে পারি নি।

"যাহোক্, এর ফলে একটা ভারি সুন্দর জিনিষ গ'ড়ে উঠল আমাদের তিন জনের মধ্যে। বলেছি, দীক্ষা নেওয়ার পর থেকে আমাদের মধ্যে একটা নব স্নেহবন্ধন গ'ড়ে উঠেছিল যার গোড়াপত্তন করেছিল আমাদের মধ্যে একটা সজাগ শ্রদ্ধা। আগেও ওরা আমাকে ভালোবাসত এতে সন্দেহ নেই। কিন্তু কেমন যেন বৃত্ত সম্পূর্ণ হ'ত না—সবই হ'ত, শুধু আসল ছোঁওয়া-ছুঁইয়িটি বাদ। ওরা পরস্পরকে ভালোবাসার ফলে এই বৃত্তটা উঠল গ'ড়ে। মালা চাইত রাকাকে, রাকাও মালাকে: কিন্তু মানুষ প্রতি আনন্দেরই অংশীদার চায়—দুজন দুজনকে ভালোবাসলেও চায়

যে অন্যে জানুক এ-কথা। অথচ যাকে তাকে জানানো সম্ভব নয়। শুধু এমন লোককে জানালে মন ভরে যার সায়ের কিছু সত্যিকার দাম আছে। কেবল তাহ'লেই আমার তৃপ্তি তোমার সাড়া পেয়ে নিটোল হ'য়ে ওঠে, নইলে নয়। এ-ক্ষেত্রে ওটা আরো ঘটল এইজন্যে যে ওরা পরস্পরের সঙ্গী হ'লেও ওদের মিলনের ঘটকালি করতে হয়েছিল আমাকেই। এজন্যে দুজনেই আমার কাছে খানিকটা কৃতজ্ঞ বোধ করত বৈ কি।"

প্রমীলার চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠল, বলল: "করি আমিও অসিদা, উচ্ছ্বাস মাপ কোরো। তোমার সামনে না বললেও ওকে আমি বলেছি জিজ্ঞাসা করতে পারো, যে, তোমাকে অনেকেই হিংসে করে কারণ, মেয়েদের মন তুমি সত্যিই চেনো—আর যেহেতু মেয়েরা চায় মনের মানুষ—সেহেতু তোমাকে আমি বলছি—জীব সহস্র, মানছি যে, তুমি যা পাও তার অনেকখানি সুস্বাদু রস দিতে পারো পুরুষদের মতন ইতরে জনাকেও।"

অসিত প্রমীলার পানে চেয়ে হেসে বলল: "কিন্তু চাখতে জানলে জীবনে সুস্বাদু রস কোথায় না মেলে বলতো মিলি? যেমন ধর্ না তোদের এই যে বলছি এর আনন্দই কি রসমূল্যে বড় ফেলা যায় ভাবিস? তাই কৃতজ্ঞতার কথা রেখে দে—বিশেষত যখন এ সংসারে যে পায় তার চেয়েও বেশি পায় যে দেয়। অতএব তোদের চেয়ে আমারই কৃতজ্ঞ হবার কথা বেশি।"

প্রমীলা হেসে বলল: "আচ্ছা অসিদা, তুমি যে কৃতজ্ঞ হ'লে এজন্যে তোমাকে ডবল ধন্যবাদ দিচ্ছি। এখন বলো। যেহেতু কৃতজ্ঞ হ'তে চায় এ-জগতে কে?"

অসিত বলল: "তুই ঠাট্টা করতে গিয়ে আচম্‌কা একটা কতবড়

গভীর কথা ব'লে ফেলেছিস জানিস না মিলি! সত্যি, আমার মনে হয় যে এ-যুগের একটা মস্ত কলঙ্ক এইখানে যে এখনকার মানুষ কৃতজ্ঞ হ'তে চায় না সহজে। উপকার পেলে তাই প্রায়ই লোকে শুধু যে সেটা ভুলে যায় তাই নয়—প্রতিদানে অপকার করতেই ছোটে। এইজন্যেই আরো তৃপ্তি হয যখন—ক্বচিৎ—কৃতজ্ঞতার দেখা মেলে। একথা আমাব আরো বেশি ক'রে মনে হয়েছিল—মালা ও রাকার কৃতজ্ঞতাব দৃশ্য দেখে। কথাটা বলিই না একটু—যখন শুনতে তোবা চাইছিস।

"আমার বক্তব্যটা ঠিক কী জানিস?—যে, আমার প্রতি ওদের কৃতজ্ঞ হওয়ার সত্যি কোনোই হেতু ছিল না। কেন না মালাব তো আব আমি অভিভাবক ছিলাম না। তবু আমাব মধ্যস্থতায যে পরস্পরের কাছে আসবার একটুও বেশি সুযোগ পেযেছিল—সেটা আমাব বিরুদ্ধতায বাধা পেতে পারত ভেবেই যেন ওরা আমাকে আরো স্বীকার করেছিল। ফলে হযেছিল কি, আমি ওদের ভাবেব জোযারে একটু আধটু অনুকূল ঢেউ তুলতে পারতাম—হয়ত আমাব অজ্ঞাতেই—কিন্তু তবু প্রায় সব আনুকূল্যের মধ্যেই বাজে একটা চাপা সুখের ছন্দ, গূঢ় তৃপ্তির তাল। ওদেরও বাজত। তাই বলছি বৃত্ত সম্পূর্ণ হ'য়ে ওঠার কথা। এ যে চাইত ওকে, তার আলো আমার অনুমোদনের আয়নায় প্রতিফলিত হ'য়ে ওদের কাছে একটুও যে উজ্জ্বলতর হ'যে উঠত এইজন্যেই ওরা আমার কাছে কৃতজ্ঞ ছিল মনে হয—আমার কোনো প্রত্যক্ষ সহায়তার জন্যে নয়।

"কিন্তু বিশেষ ক'রে সে সময়ে এইটুকুর দামও ওদের কাছে কম ছিল না। কেন—বলি।

* *

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অসিত বলল : "বলেছি প্রবল আসাতে একটা দলাদলি না হোক ছাড়াছাড়ি মতন ঘনিয়ে উঠল আমাদের মধ্যে। একটা তাঁবুতে যেন ওরা তিনজন—একটা তাঁবুতে আমরা তিনজন। মানে রান্না আলাদা নয় বটে কিন্তু কান্না আলাদা। আর জীবনে এইখানেই যত সত্যিকার অন্তরঙ্গতা—এই বেদনার অন্তঃপুরে।

"কিন্তু ঠোকাঠোকি হ'লেই কিছু না কিছু বলাবলিও হয়। কাজেই মালা শুক্লকে অনেক সময়েই বলত অনেক কথা—আর সে-সব পিসিমাদের কানে উঠত।"

নির্মল বলল : "শুক্লকে কি মালা তথনো বলত মনের কথা?"

অসিত বলল : "ঠিক মনের কথা নয়—তবে তার পূজোর ধূমধামের কথা হয়ত বা কোনো স্বপ্নের কথা—বা আশার। একসঙ্গে মেলামেশা করলে যেমন মানুষ বলে না? তেম্‌নি আর কি। কিন্তু শুক্ল এ-সব কথাকে অনেক সময় বলব না বলব না করতে করতেও ব'লে ফেলত পিসিমার কাছে। একটা দৃষ্টান্ত দেই।

"একদিন কি কথায় কথায় মালা বলেছিল শুক্লকে: 'মা বড্ড টাকাকড়ি ভালোবাসেন ভাই।' শুক্ল বলল: 'কী ক'রে জানলে মালাদি?' মালা বলল: 'এই দেখ না কেন ভাই—বলিস নি মাকে—গুরুদেবকে আমি একটা ভালো কাশ্মীরী শাল দিতে চেয়েছিলাম। মা বললেন আমাকে খুব ধম্‌কে: 'হ্যাঃ—সন্নিসিকে আবার শালদোশালা দেওয়া কি? অথচ প্রবলদাকে মা সেদিন দামি কাশ্মীরী শাল দিলেন কিনে। এ-সংসারে যে চায় না মানুষ তাকেই দেয় না ভাই, এখানে পায় সে-ই যে জানে আদায় ক'রে নিতে।'

"পরদিন রাকার বাড়ি এসে মালার কী কান্না। কী ব্যাপার?

ও তো কিছুতেই বলবে না। রাকা আমাকে ডেকে পাঠালো। তখন বলল ও যে শুক্র দিয়েছে ব'লে। শুনে অগ্নিশর্মা হ'য়ে পিসিমা বলেছেন ওকে যে ওর ঠাকুরঘরে কোনো সন্নিসিরই ছবি আর রাখতে দেবেন না। ঠাকুরঘরে আবার মানুষের ছবি কি? ঠাকুরঘরে শুধু ঠাকুর থাকবেন। দরকার পড়লে পিসিমারও দেবভক্তি মাথাচাড়া দিয়ে উঠত।"

প্রমীলা বলল: "কিন্তু শুক্রটা কী বজ্জাত ছেলে!"

অসিত বলল: "না, বজ্জাত নয়। কারণ ও যে অনিষ্ট করতে চেয়েই নামে লাগাত তা নয়—অনেক সময় পিসিমাকে বলবার লোভও ও সংবরণ করত। কিন্তু পরমকৌশলী প্রবল কেমন ফন্দি জানত ওর কাছে এ-সব কথা আদায় ক'রে নেবার। ও প্রবলকে বলবাব আগে অনেক সময়ে তিন সত্যি কবিয়ে নিত যে ও কাউকে বলবে না, বলবে না, বলবে না—কিন্তু প্রবল ফাঁস্ ক'রে দিত—যথাসময়ে কিন্তু এমন গোড়া বেঁধে ও কাজ করত যে শুক্র জানতেও পাবত না ওর কারসাজি।

"এই রকম আরো কযেকটা ঘটনা হবার পবে বাড়িতে অস্বস্তির ভাবটা ফেঁপে হ'যে দাঁড়াল অশান্তি? বেশ দেখতে পেলাম পিসিমার মন ক্রমেই বেঁকে বসছে। যে-মেয়ের মুখ এতটুকু মলিন দেখলে তিনি প্রাণ দিতে পারতেন ব'লে এত জাঁক করতেন সেই মেযেরই ঠাকুরঘরে পুজোর সময় ঘড়ি ধ'রে ঠিক ক'রে দেওয়া হ'ল। বলা হ'ল তাকে যে প্রবলের কাছে পড়াশুনো করতে হবে—মূর্খ হ'য়ে থাকলে তো চলবে না—বিদ্যার জাহাজ হ'য়ে বাক্যের পাল তুলে চলতে না পারলে মেয়েদের জীবনই বৃথা।

"সুতরাং ক্রমশ আমার কাছে গান শেখার সময়ও ওর সংক্ষেপ হ'য়ে এল—বিদ্যার কৌশ-কৌশানিতে। বিশেষ ক'রে প্রবল ওকে টানতই নিজের দিকে। বলত: মেয়েদের বেশি নাচগান সাজে না। লজ্জাই

হ'ল নারীর ভূষণ—নাচগান ও তো বেহায়াপণা। পিসিমার মিলিটারি সায় ছিল—ওর পরাক্রমকে আর ঠেকায় কে?

"ক্রমে আর টেঁকা গেল না। গুরুদেবকে তার করলাম—তিনি দুমেলে ডাকলেন তাঁর আশ্রমে। বিদায়ের সময়ে রাকা কী কান্নাই যে কাঁদল!

"কিন্তু মালা বেশি বিচলিত হ'ল না। বলল: 'গুরুদেবকে বোলো অসিদা আমাকে যত শীগ্‌গির পারেন ডেকে নিতে। আমি জানি আমাকে যেতেই হবে তাঁর পায়ে।' ওর অশ্রুগোপন করা আমার চোখে পড়েছিল—মোটরে উঠবার সময়ে। লোকের সামনে ওর চোখের জল সহজে পড়ত না।

* *

অসিত বলল।

"গুরুদেব শুনে মৃদু হাসলেন। আমি বললাম: 'আমি সব বুঝতে পারি গুরুদেব, কেবল বুঝতে পারি না অমন ফুলের মতন মেয়েকে মা বচন কাঁটায় এমন ক'রে বেঁধেন কী ক'রে?'

গুরুদেব বললেন: 'অমন মা, মানে? বলো—মা-রা।'

আমি বললাম: 'পিসিমা যে সত্যিই মালাকে ছেড়ে থাকতে পারেন না।' গুরুদেব বললেন: 'যারা নেশা করে তারা কি নেশা ছেড়ে থাকতে পারে বাবা!' আমি সকুণ্ঠে বললাম: "এ দুই কি এক হ'ল?' গুরুদেব বললেন: 'অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এক—যদিও ব্যতিক্রম আছে।' আমি বললাম: 'মানে?' গুরুদেব বললেন: 'মানে আর কিছুই না—খুব কম ক্ষেত্রেই এ-টানটা ভালবাসার প্রকাশ। অর্থাৎ বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই

মানুষ ভালোবাসে নিজের সুখের জন্যে। আসক্তির ধর্মই এই যে তার ফেরে প'ড়ে মানুষ যাকে ভালোবাসে সে হ'য়ে ওঠে গৌণ নিজেই হ'য়ে উঠতে চায় মুখ্য। নেশার উপমাটা ভুল হয় নি। মাতাল মদ ভালোবাসে মদের রূপগুণে সে আত্মহারা হ'য়ে পড়ে ব'লে না, মদ তার আত্মসুখের, ক্ষণিক উত্তেজনার খোরাক জোগায় ব'লে। তোমার পিসিমা মালাকে ভালোবাসেন অবিকল ঐ কারণেই—মালা নৈলে তাঁর সংসারের হাল ভেঙে যায় ব'লে, নিজের আসক্তি নিরবলম্বন হ'য়ে পড়ে ব'লে, আমার আমার করার মধ্যে মস্ত স্বত্ব-সুখ আছে ব'লে—এক কথায় মেয়ের প্রাণশক্তি নিজের প্রাণশক্তির খোরাক জোগায় ব'লে।'

আমি বললাম: 'কিন্তু এ কি সব ভালোবাসারই ধর্ম নয়?' গুরুদেব বললেন: 'না! প্রকৃত ভালোবাসার ধর্ম চাওয়া নয—দেওযা। তাই ভালোবাসার গোড়াকার কথা হ'ল দিয়ে-পাওয়া—কিন্তু পাওযাব জন্যে দেওয়া নয়।' আমি বললাম: 'তবু আখেরে পায তো।'

গুরুদেব বললেন: 'কিন্তু এখানে পাওযা না পাওয়া নিয়ে তো প্রশ্ন নয় প্রশ্নটা হচ্ছে যে দিচ্ছে, মানে ভালোবাসছে, তার লক্ষ্যটা কী? যে দিযে পেতে চায় তার লক্ষ্য তো প্রেম নয়—তার লক্ষ্য বাণিজ্য—যেমন বলেছিলেন একবার যুধিষ্ঠির মহাভারতে:

দদামি দৈযামিত্যেব যজে যষ্টব্যমিত্যুত
ধর্ম বাণিজ্যকো হীনো জঘন্যো ধর্মবাদিনাম্

কি না: আমি দিতে হয় ব'লেই দান করি যজ্ঞ করতে হয় ব'লেই যজ্ঞ করি —যে ধর্মের বিনিময়ে ফল চায় সে তো ধর্ম করে না করে বাণিজ্য—ধিক্ তাকে- সে জঘন্য। ভালোবাসার বেলায়ও হুবহু এই কথা।'

"সেদিন গুরুদেব যে ভালোবাসা সম্বন্ধে কত সুন্দর সুন্দর কথা বললেন

মিলি! সব মনে নেই তবে শেষে একটি কথা বলেছিলেন ভুলব না কোনোদিন। বললেন: 'ভালোবাসা যে কী বস্তু বাবা, তা তর্ক ক'রে বোঝানো যায় না—কারণ বাসনার খাদ অনেকখানি না পুড়ে গেলে তাকে ধারণাও করা যায় না। কৃষ্ণ বুদ্ধ খৃষ্ট চৈতন্য প্রেম বলতে যা বুঝতেন আর গড়পড়তা মানুষ প্রেম বলতে যা বোঝে—এ দুয়ের মধ্যে তফাৎ আকাশ-পাতাল। কারণ যে-উপাদান দিয়ে সে-ভালোবাসা গড়া সে-উপাদান যে কী রকম মন দিয়ে তা চাক্ষুষ করা যায় না, নিজেকে আহুতি দিলে যে আলো জ্ব'লে ওঠে কেবল সেই আলোতেই তাকে প্রত্যক্ষ করা যায়।'

"সেদিন রাতে একটা অদ্ভুত উপলব্ধি হ'ল। তার বর্ণনা হয় না। তবু বলব যতটা পারি—কেননা এসব বলতে গিয়ে হার মেনেও লাভ আছে।

"গুরুদেব একটা কথা প্রায়ই বলতেন যে প্রতি কথার পরম ভাবকে শুনতে হয় কথার ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে দিয়ে নয়—তার অন্তরালের নৈঃশব্দের মধ্যে দিয়ে। হঠাৎ যেন এ-নীরবতার ছন্দ সেদিন রাতে হৃদয়ে বেজে উঠল। আর সঙ্গে সঙ্গে কি যেন একটা ওলটপালট হ'য়ে গেল। কি ক'রে, একটু আভাষ দেবার চেষ্টা করি।

"তখন রাত প্রায় বারটা হবে—একলা একলা বেড়াচ্ছি ঝিলমের ধারে। সেই দুটো পাহাড়ের নাটমঞ্চে চাঁদ লুকোচুরি খেলছে টোকলামাথা দুষ্টু মেঘের সঙ্গে। সে-খেলা দেখতে যেন পাঁপড়ি মেলে তারারা ফুটে উঠেছে ঝিক্‌মিকে ফুলের মতন। কানে আসছে ঝিলমের অশ্রান্ত নূপুরের বোল।

"ক্রমাগতই ফিরে ফিরে মনে হ'চ্ছে মালা ও রাকার কথা। ওরা কত একলা! সেদিনই রাকার একটা চিঠি পেয়েছিলাম যে মালার সঙ্গে ওর দেখাশুনো বন্ধ। এ নিষ্ঠুর বিচ্ছেদ ওদের উভয়কেই যে কতখানি বেজেছে

সেটা যেন নিজের হৃদয়ের স্পন্দনে ধুক ধুক ক'রে বেজে উঠল স্পষ্ট। মনে হ'ল কেন এমন হয়? ভালোবাসা কেন কাছে না এনে দূরে ঠেলে এমন ক'রে? ঐক্য না এনে কেন আনে ভাগাভাগি—মন জানাজানি যার মন্ত্র, তার আগমনীতে কেন হানা দেয় মনকষাকষি?

"হঠাৎ মনে হ'ল গুরুদেবের কথাগুলি। বিশেষ ক'রে ঐ কথাটি যে যা করণীয় তা করব ব'লেই করতে হয়—নইলে প্রেমের দানও হ'য়ে ওঠে বাণিজ্যের দরদস্তুর। সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে সে যে কী এক দীক্ষার সুর বেজে উঠল সে আমি কী ক'রে বর্ণনা করব? চোখের সাম্‌নেকার রেখা রঙ ছটা গাঢ় হ'তে হ'তে যেন লীন হ'য়ে গেল এক নিরেখা নিরঙা লোকে। যেন প্রতি শব্দতরঙ্গের রূপ গেল বদ্‌লে। আর প্রকৃত ভালোবাসা যে কী বস্তু বেজে উঠল সেই নিরাকার নিধ্বনির স্পন্দনে।

"সঙ্গে সঙ্গে মনে হ'ল—কেন রাকা ও মালাকে এতদিন একলা ভাবতাম? স্বয়ং গুরুদেব যে রয়েছেন ওদের সাথী। ওদের পথচলায এ নিঃসঙ্গতা ওদের দরকার হয়েছে যে, তাই ধরা দিচ্ছেন না।

"কিন্তু গুরুদেব কে? তিনি সাথী রয়েছেন একথাই বা কেন বেজে উঠল হৃদযে? তাঁকে চোখে যা দেখি, কানে যা শুনি সেসব কি তাঁর স্বরূপের পরিচয় দেয় না তাহ'লে?

"যে-ই ভাবা অম্‌নি মনে হ'ল যে শুধু তিনি আমাদের সবার সাথী নন—তিনি আছেন ব'লেই আকাশের প্রতি তারা আমার সাথী, চাঁদ আমার সাথী, ঝিলম আমার সাথী, ঐ পাহাড়ের হাজারো তৃণ লতা ফল ফুল কে সাথী নয়?—এ সংসারে একলা কে? ঐ যে তারা চাঁদ গ্রহ উপগ্রহ সবাই একলা পথে চলছে ব'লে কি বলব ওরা নিঃসঙ্গ? কত অদৃশ্য আকর্ষণ বিকর্ষণ ওদের ধ'রে রয়েছে তাই না ওরা চলে? না, স্পষ্ট মনে

অনুভব করলাম যে শূন্যের পিছনে এক পরম অবলম্বন সদা সজাগ। নইলে এ নিরাকারে আকারের সমারোহ এলো কোথা থেকে?

"আর সবার উপর ভেসে উঠল গুরুদেবের চোখ দুটি। সেই চোখ। যেন গান গেয়ে উঠল—হাওয়ার গন্ধে, তারার চাউনিতে চাঁদের ঝর্ণায়। আমি প্রত্যক্ষ করলাম যে তাঁর আঁখির আলোয় দেবতা ধরেছেন বাতি। অমনি তাঁর মানবতা, নশ্বরতা, দেহের হাজারো গ্লানি বন্ধন জড়তা—ঝ'রে গেল ছায়ানির্মোকের মতন। মনে হ'ল এ-দেহ জড় পিণ্ড কে বলে? এ যে বিদ্যুৎ চঞ্চল—প্রভাময়! এ তো খাঁচা নয়—এ যে সেই দেবতার পুণ্যপীঠ যাঁর চোখের প্রতি চাউনিতে জ্বলে সূর্যের প্রদীপ, যাঁর কণ্ঠের প্রতি মিড়ে বাজে প্রেমের বাঁশি, যাঁর পায়ের প্রতি চমকে মন্ত্রিত হ'য়ে ওঠে প্রাণের লাস্য।

"আর সমস্ত চেতনা দেখতে লাগল যেন সেই দুটি চোখ—শুধু সেই দুটি চোখ। সারা গায়ে রোমাঞ্চ উঠল জেগে। মনে হ'ল গুরুদেব যে আমার এত আপনার সেটা কেন জানতাম না! যে অনুভব আমার কাছে এত নিবিড়ভাবে সত্য—যাকে মনে হয় চিরন্তন—তাকেই কেন এতদিন মনে হ'ত ছায়াময়—অবাস্তব—অপ্রতিপন্ন?

"হঠাৎ অনুভব করলাম বুকের মধ্যে কি একটা জানলা যেন খুলে গেল —অমনি দেখতে পেলাম সে চকিত আলোয় যা মালা প্রথম দিনই দেখতে পেয়েছিল—গুরুদেবের চিরাত্মীয় মূর্তি। মনে পড়ল মালা প্রথম দিনই রাত্রে চুপি চুপি আমায় বলেছিল—যে গুরুদেবের চেয়ে আপন তার যে আর কেউ নেই সে জানে। ও একথা স্বীকার করেছিল কারণ মনের হাজারো তর্ক-জাল ওর হৃদয়ের সহজ অঙ্গীকারের পথ আগলে দাঁড়ায়নি। কিন্তু আমার কেবলই মনে হ'ত মানুষের চেতনা কেমন ক'রে দৈবী-চেতনা হবে?

গুরুবাদকে পূরোপূরি মেনে নেওয়া অসম্ভব ছিল আমার কাছে এই জন্তেই —অসহজিয়া মনের কূট তর্কে।

"কিন্তু সেদিন কানে বারবারই বেজে উঠতে লাগল গুরুদেবের একটি কথা যে যখন আমাদের চলার পথে মনের মুখর প্রদীপ আর কাজে আসে না—তখনই জ্ব'লে ওঠে হৃদয়ের তল থেকে সেই মৌন আলো যে শুধু দেখায় না—দেখে, যে শুধু শোনায় না—শোনে।

"মনে আছে সেদিন দেখেছিলাম এই আলোর মন্ত্ররূপ, আর সেই আলোর নাটমঞ্চে একটা অপরূপ দর্শন : মনে হ'ল যেন জগতের সব আলো গেছে নিভে, জ্বলছে শুধু গুরুদেবের তুটি তারার মতন চোখ। পলকে ঝলকে উঠল ধ্যানের অর্থ—শুনতে পেলাম অর্জুন কী বলতে চেয়েছিলেন সেই মাছের চোখকে লক্ষ্যবেধ করতে যাবার সময়ে। দ্রোণ তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন : 'তুমি কী দেখছ?' অর্জুন বলল : 'আমি দেখছি সারা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড লীন হ'য়ে গেছে মাছের ঐ একটি চোখে—শুধু ঐ বিন্দুটি হ'য়ে উঠেছে আমার কাছে সিন্ধুনিখিল।'

"সেদিন যেন প্রথম উপলব্ধি করি যে এসব নিয়ে তর্ক করা কত ভুল। কারণ এ-অনুভব যার হয়নি আর যার হ'য়েছে তাদের মধ্যে প্রকাশের এমন কোনো ভাষাই যে নেই যার মাধ্যস্থ্যে উভয়ের মধ্যে ভাব-চালাচালি হ'তে পারে। সঙ্গে সঙ্গে একটা গভীর শান্তি নামল এই ভেবে যে বিশ্বভুবনে সবাই যদি আমার এ অনুভবকে অস্বীকার করে তাহ'লেই বা কী এসে যায়? তাদের বোঝাতে যাবই বা আমি কেন যে গুরুর মধ্যে জন্ম-জন্মান্তরের বান্ধবকে দেখতে পেলে মনের যুগসঞ্চিত সংশয় কাটে এক মুহূর্ত্তে যেমন কাটে পরমহংসদেবের ভাষায়—হাজার বছরের অন্ধকার চকমকির একটি ঝলকে।

সেদিন তাই আমি গেয়েছিলাম গভীর রাতে চোখে জল, কানে মন্ত্র, হৃদয়ে আলোর জোয়ার নিয়ে :

যে-আলো আজি উঠিল বাজি'—বেসেছি তারে ভালো,
শুনেছি যারে—দেখেছি তারে তুমিই দিলে আনি',
পাথার-তৃষা-তুফানে দিশা তারায় তুমি জ্বালো,
অন্ধকারে ছুঁয়ে তোমারে তাই না জেনে জানি।'

মেঘ ঃ

"যে জন চায় আকাশ-আলো
তারে তো আমি বাসি না ভালো"

ডুমেল ও ঝিলম
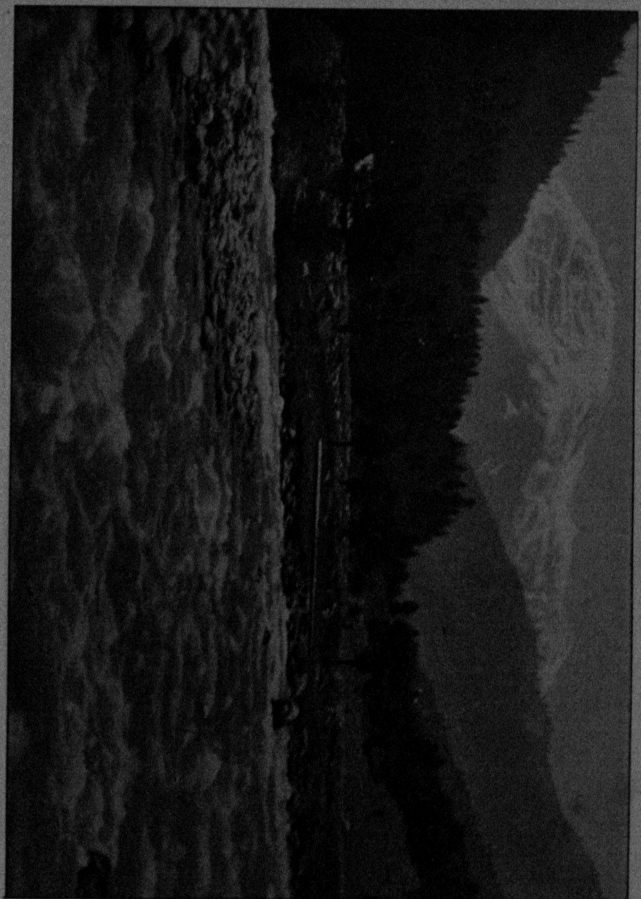
অসিত বলল : "মাস তিন চার বাদে হঠাৎ এক তার এল পিসিমার—মালার সঙ্কট অসুখ, গুরুদেবের পাদোদক-জাতীয় কিছু নিয়ে আমার আসাই চাই—মোটর পাঠাচ্ছেন।

"গুরুদেব অনেকক্ষণ ধ্যান করলেন মালার জন্যে। তারপরে বললেন : 'যাও—পাদোদক আমি দিই না—এ ফুলটি ওকে দিও, আর বোলো ভয় নেই, দেখা হবে।'

*　　　*

অসিত বলল :

"পিসিমা খুবই আদর করলেন। বললেন : 'মালা জ্বরের ঘোরে কেবলই নাকি আমার নাম করেছে। কাজেই ডেকে পাঠাতে হ'ল—মালা যদি কিছু চায় উনি না দিয়ে প্যারেন কখনো! বলতে বলতে চোখে ধারা [illegible] বৈকি : 'মা-র প্রাণ যে বাবা!' চোখে ঘন ঘন আঁচল দিয়ে, 'তোরা কী বুঝবি বল্—নাড়ী ছেঁড়া ধন—বুকের রক্ত দিয়ে······

'মালার অবস্থা দেখে ভয় পেয়ে গেলাম। সোনার রঙে কে যেন কালি মেড়ে দিয়েছে! শুনলাম ডাক্তার বলেছে বি কোলাই। আমাকে দেখেই মালা গলা জড়িয়ে ধরল। বলল : 'অসিদা আমি বাঁচব না—গুরুদেবকে না দেখতে পেলে।'

আমি ওকে গুরুদেবের ফুল দিয়ে বললাম : 'ভয় নেই রে গুরুদেব বলেছেন দেখা হবেই।' বলতেই ওর ম্লান মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, বলল : 'কবে অসিদা?' আমি বললাম ওর কপালে চুমো দিয়ে : 'যেদিন তুই পথ্য করবি তার সাতদিনের মধ্যেই।'

"ও বলে উঠল : 'তুমি দেখো, আমি পনের দিনের মধ্যেই পথ্য করব। কেবল—' 'কী রে? বল্ না।' পিসিমা ছিলেন শিয়রে, সে

বলল : 'বলো বাবা, তুমি যা চাইবে তা-ই দেব, নির্ভয়ে বলো।' ও বলল : 'রাকাদিকে।'

"তৎক্ষণাৎ গেলাম পিসিমার মোটরে রাকাদের বাড়ি।

"বলেছি, ওদের দেখাশুনো কিছুদিন হ'ল পিসিমা—ওরফে প্রবলচন্দ্র —একেবারেই বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। তবে শুক্লর ছিল অবারিত দ্বার —তার মুখে মালার সব খবরই পেত সে।

"রাকা বলল মালার উপর অনেক উৎপীড়নই চলছিল—অবশ্য তারই মঙ্গলের জন্যে—একথা বলাই বেশি। তারই মঙ্গলের জন্যে ঠাকুর ঘরে তার লাইব্রেরি করা হয়েছিল, তারই মঙ্গলের জন্যে গ্রামোফোনটা নির্বাসনে পাঠানো হয়েছিল, তারই মঙ্গলের জন্যে ইংরাজি শেখার গভর্নেস আনা হয়েছিল, নৃত্যশিক্ষককে ডিশমিশ ক'রে নিষ্কণ্টক সংস্কৃত পণ্ডিত রাখা হয়েছিল।"

প্রমীলা বলল : "বেচারি! ঐ একফোঁটা মেয়ের ওপর এত ঘটা ক'রে বিদ্যের বোঝা চাপালো? গানবাজনাও বন্ধ ক'রে?"

অসিতের মুখে বিদ্রূপের হাসি উঠল ফুটে : "কিন্তু ভুলছিস কেন, মা যে! মেয়ের মঙ্গল ছাড়া আর কিছু কি সে চাইতে পারে? তুমি আমি হ'লে ঐ সঙ্গে একটুখানি প্রক্ষিপ্ত সুখ শান্তিও হয়ত চাইতাম—কিন্তু মা —জননী!—আহা, তিনি চান যে শুধু মূল মঙ্গলাচরণের মহাভারত! সাক্ষাৎ দশমাস দশদিন—"

প্রমীলা অসিতের মুখ ধরল চেপে : "ফে—র?"

"আচ্ছা আচ্ছা—ছাড়্ ছাড়্—আহা ঠাট্টাও বুঝিস না আমি কি বলছি সব মা-ই এইরকম? ভালো মা আমিও দেখেছি রে দেখেছি। আমার নিশানা স্বার্থপর মা। যে মা মেয়ের সুখের জন্যে নিজের সুখ ছাড়ে তাকে শ্রদ্ধা না ক'রে উপায় আছে?"

নির্মল হাসল : "অতএব সমাশ্বসিহি, হে বরবর্ণিনী মাতৃশিরোমণি !"
ওরা হেসে উঠল ফের।

*　　*

অসিত বলল : "কিন্তু সত্যি বলছি, আমি মনে করি না যে পিসিমা একজন বিশেষ খারাপ মা। তিনি হ'লেন গড়পড়তা মা—দোষই বেশি বটে, কিন্তু গুণও ছিল তাঁর। আর তাঁর দোষের সংখ্যাবাহুল্যের জন্যেও তাঁকে আমি মুখে খেদ ক'রে ঠাট্টা করলেও মনে মনে খুব দোষ দিই না। কারণ, গোড়ায়ই বলেছি : ছেলেবেলা থেকে সত্যিকার ভালো শিক্ষা তিনি পাননি কোনোদিন। সব অনর্থের মূল অর্থ ছিল হাতে অঢেল। ফলে অনেকগুলি মৌ-রাণি তাঁর কানের আশে পাশে স্বরগুঞ্জনে বিরাম দিত না কখনো। তার ওপর সম্প্রতি জুটেছিল বুদ্ধির অবতার পার্শ্বচর—সারথি বলতে সারথি, গুরু বলতে গুরু। সে দিনরাত তাঁর কানের কাছে কু কু করত যে, তাঁর মতন তীক্ষ্ণদৃষ্টি ভূ-ভারতে কোনো বর্ষীয়সীর নেই। ব'লে অবশ্য দেখিয়ে দিত : 'এই দেখ না কেন মাসিমা, এই যে মালার ওপর ভর করেছেন রাকারূপিনী দুষ্ট সরস্বতী—এ কি কারুর চোখে পড়ত কস্মিন্ কালেও ?—কিন্তু একে তুমি, তার ওপর মা—তোমার চোখে ধূলো দেবে ও ? এ কি হ'তে পারে কখনো ?' এই ধরণের সব হ্লাদিনী বাণী।"

একটু থেমে অসিত স্বর নামিয়ে বলতে লাগল : "এমন লোক খুব কমই আছে মিলি, যে নিরন্তর নিজের স্তবস্তুতি শুনেও মাথা পুরোপুরি ঠিক রাখতে পারে। কারণ স্তব হ'ল বিলাসের চেয়েও বেশি—সেবন করতে না করতে মৌতাতে দাঁড়িয়ে যায়। আর নেশায় দিগ্‌ভ্রম হবে না তো হবে কিসে ? কাজেই তখন ক্রমে হসনীয় কথাও মনে হয় বেদবাক্য না হোক

—বার আনা সত্য—স্তবের এম্‌নি গুণ। আমাদের মূল প্রকৃতির পূর্ণ প্রশ্রয় রয়েছে কি না—তাই স্তবস্তুতি এত শীঘ্র মানুষের বুদ্ধিভ্রংশ ঘটায়। সেই জন্যে পিসিমার এ-বিশ্বাসের গাঁথুনি অনতিকালের মধ্যেই বেশ পাকা হ'য়ে গেল যে তাঁর দৃষ্টি শ্যেনদৃষ্টির চেয়েও তীক্ষ্ণ। ভুলে গেলেন যে, শ্যেন তো দূরের কথা দিনে বাদুড় ও রাতে রাতকাণারাও বেশি দেখতে পায়। তবে আত্মাদরের ভূত একবার পেয়ে বসলে সে-ই দেয় ভুতুড়ে দিব্যদৃষ্টি—তখন ভূতাবিষ্ট তার অপদেবতাকেই দেখে ইষ্টদেবতা।"

প্রমীলা বলল : "কিন্তু প্রবলের এ ভূতসিদ্ধিব লক্ষ্য ছিল কী ?"

নির্মল বলল : "পিসিমার বিষয়-সম্পত্তি—আর কি ?"

অসিত বলল : "না শুধু বিষয় নয়—যাকে বলে কর্তামি—সে সব বলছি এবার যথাপর্য্যায়ে।

* *

অসিত বলল : "প্রবল ছিল ভারি পাকা লোক—কেবল একটা জায়গায় ওর একটু চুক হ'য়ে গিয়েছিল উদ্যোগপর্ব পেরিয়ে চক্রান্তপর্বের মাঝামাঝি। রাকাকে ও সরিয়েছিল। কিন্তু আমাকে মানা করতেই পিসিমার একটু সন্দেহ মতন হয়। হ'ল কি বলি।

"বলেছি প্রবল ছিল গরীব। কিন্তু ওর ওপর অনেক অত্যাচার হয়েছিল ওর বাল্যকালে। যে-সব বউদের শাশুড়িরা হয় দজ্জাল তারা বড় হ'লে ভুক্ত ভোগের শোধ তোলে আরো বৌ-কাঁটকি হ'য়ে। এ শুধু মানুষের বেলায় নয়—জাতির বেলায়ও হয় : যে সব জাত অনেক দিন ধ'রে পরাধীন থাকে তারা স্বাধীন হ'তে না হ'তে অন্য জাতের স্বাধীনতা হরণ করতে ব্যগ্র হ'য়ে ওঠে। প্রবলের বেলায়ও হ'ল তাই। ওর কোনো-

দিকে কোনো কৃতিত্বই ছিল না—না বিদ্যায়, না বুদ্ধিতে, না কর্মিষ্ঠতায়, না শ্রমশীলতায়। সংসার পাথারে ও হেন লোক হাল ছেড়ে দিয়েই চলে সচরাচর—হাজারো নিষ্করুণ ঢেউয়ের ঘা খেয়ে। কিন্তু হঠাৎ যদি কোথাও কূল পায় তবে ওরা অকূলের নিষ্ঠুরতার শোধ তুলতে চায় যে-কূল আশ্রয় দিল তার ওপরে। পিসিমার কাছে আশ্রয় পেতেই ও হ'তে চাইল রক্ষা-কর্ত্রীর শুধু রক্ষক নয় নিয়ন্তা—শাসক। মালা রাকা ও আমি ওর এ-সাধে বাদ সাধলাম: হ'ল আমাদের ওপর আক্রোশ। আমি চ'লে যেতে ওর মনে পুলক জাগল। রইল কেবল রাকা পথের কাঁটা। তাকেও সরালো। ও চাইল মালার অভিভাবক ও-ই হবে—আর কেউ না। বিষয়ের চেয়ে বৈষয়িকতায়েই ছিল ওর বেশি লোভ!

"কিন্তু মালার অসুখ করতে একটু মুস্কিল হ'ল বৈ কি। কেননা মালা ছিল ওর প্রধান নির্ভর—ও নৈলে বসবে কোন্ ডালে? তবু মালা অসুখে রাকাকে দেখতে চাইলে ও বাধা দিল। কিন্তু তারপর যখন আমাকে দেখতে চাওয়াতেও ও রুখে উঠে বাধা দিল, তখন ও ভুল করল একটু বেশি প্রতাপ দেখাতে গিয়ে। ভুলে গেল যে পিসিমাকে শক্তিময়ী ব'লে ব'লে জোরালো ক'রে তুলেছিল ও-ই নিজে। তাই পিসিমার একটু সন্দেহ হ'ল যে ও দেখতে নরম হ'লেও ভেতরে হ'য়ে উঠছে গরম।

"এখানে তাঁর সায় এল বিশেষ ক'রে একটা পারিবারিক সংস্কার থেকে। আমাদের সঙ্গতিপন্ন মধ্যবিত্ত ঘরে একটা জায়গায় মেয়েদের ভারি জোর আছে—সম্বন্ধের জোর। বিশেষ পর্দানশীন জাতদের মধ্যে। বাইরে তারা ছাড়া পায় না ব'লেই যেখানে সম্বন্ধ আছে সেখানে খোঁজে তারা একটু বেশি রকম ক্ষতিপূরণ। অন্যদেশে আত্মীয়রা এতটা প্রতিপত্তি পায় না। হয়েছে কি, এক জায়গায় নিষেধের চাপ বেশি হ'লে অন্য জায়গায় মানুষ

চায় একটু প্রশ্রয়। আমাদের দেশের মেয়েরা তাই অন্য দেশের মেয়েদের চেয়ে একটু বেশি আত্মীয়-মুখাপেক্ষী হ'য়ে ওঠে।

"পিসিমা ঠিক পর্দানসীনা ছিলেন না বটে, কিন্তু নব্যা যাকে বলে তাও তো ছিলেন না! কাজেই বাঙালি মেয়েদের পর্দানসীন সংস্কারের প্রভাব ছিল তাঁর ওপর যথেষ্ট। তাঁর নিজেরও অজান্তে মনের আঁধারে কোথায় যেন একটা শিকড় বিছিয়েছিল এই আত্মীয়নির্ভরতার। আমাকে তিনি সত্যি ভালোবাসেন—কিন্তু সে ভালোবাসায়ও মুক্ত স্নেহ ছিল না—তার মূলে ছিল এই আত্মীয়তার সংস্কার।

"কিন্তু যে চোখে দেখে না সে কানে বেশি শোনে। সংস্কার অন্ধ ব'লেই তার মুঠির এত আঁট। তাই প্রবলের প্রবল প্রতাপ এইখানে হঠাৎ ঘা খেল: সম্পদে সে আমাকে দূর করেছিল এই কথা বুঝিয়ে যে বন্ধু আসলে আত্মীয়ের চেয়ে বড় শুভার্থী। কিন্তু বিপদে পিসিমা তার ওপর পুরো ভরসা রাখতে পারলেন না—ঐ সংস্কার বশে: পাঠালেন আমাকে ডেকে।"

নির্মল বলল: 'একথাটা তোর বেশ লাগল অসিত, কারণ এ আমিও দেখেছি যে আমাদের মধ্যবিত্ত ঘরে অনাত্মীয়কে নব্যা মেয়েরা মুখে হাজার আপন বললেও তাদের মন নির্ভর খোঁজে কেবল ঐ নিকটাত্মীয়দেরই কাছে। বিলিতি মেয়েদের ক্ষেত্রে কিন্তু তা নয়।"

প্রমীলা ঝঙ্কার দিয়ে ব'লে উঠল: "হয়েছে গো হয়েছে। বলে: যার সঙ্গে ঘর করিনি সে বড় ঘরণী। করলে না কেন তোমার লরা, ডোরা, ইভেনিনের সঙ্গে ঘর—পেতে টেরটি।"

নির্মল বলল হেসে: "তা হয়ত পেতাম—কিন্তু তাদের মেশো, খুড়ো, দেওর, ভাই মামা মেশোদের চাকচিক্যে নয়—তাদের ডিয়ার ফ্রেণ্ড বা কম্‌রেডদের স্নেহাধিক্যে।"

অসিত বলল: "নির্মল আমার সঙ্গে সায় দিয়েছে কারণ ও ওদেশে গেছে। রাগ করিস নে মিলি ভাই, লক্ষ্মীটি। আমি ও-ইঙ্গিত করছি না যে আমাদের মেয়েরা ওদের চেয়ে কোনো জন্মগত গুণে হীন। আমি বলতে চাইছি: ওরা অনেকদিন হ'ল বেরিয়েছে, আমরা বেরুতে সুরু করেছি সবে—হাল আমলে। কিন্তু শিক্ষানবীশরা তো কর্মকৌশলের সহজ ছন্দটি আয়ত্ত করতে পারে না—তাই অনেক সময়েই আমরা ভাবি বুঝি পর্দা ফেলে দেওয়া মানেই স্বাধীন হালচালে মস্ত সিদ্ধি।"

প্রমীলা বলল: "অসিদা, তুমি আমাদের দেশের মেয়েদের মন জানো বিশেষ ক'রেই এ সার্টিফিকেট তোমায় ইতিপূর্বেই দিয়েছি। কিন্তু সত্যি বলো দেখি—আমরা কি ওদের চেয়ে বেশি সহজে স্নেহ করতে পারি না? তবে হক্ কথা বোলো ভাই।"

অসিত হাসল: "মিলি, হক্ কথা বলার মস্ত বিপদ যে শক্ দেওয়া রে, তাই তো ডরাই পাছে—"

প্রমীলা রেগে বলল: "ফে—র?"

অসিত বলল: "না না বলছি খুলেই।

"কি জানিস ভাই?" অসিত বলল একটু ভেবে: "স্নেহের দুটো গতি আছে একটা মুক্তির দিকে অর্থাৎ সৃষ্টির দিকে—যাকে বলা যেতে পারে প্রীতি, অন্যটা বন্ধনের দিকে অর্থাৎ সংস্কারের দিকে—যাকে বলা যেতে পারে মমতা। আমাদের মেয়েরা—মানে পর্দানশীন জাতের মেয়েরা—প্রায়ই স্নেহচর্চায় মমতার দিকে যত স্বাভাবিক, প্রীতির দিকে ততটা সহজিয়া হ'তে পারে না। অবশ্য ব্যতিক্রম আছেই—আমি গড়পড়তার কথা বলছি এখানে। আমাদের দেশের গড়পড়তা মেয়েরা ভালোবাসে বেশি সহজে—যেখানে আত্মীয়তার বন্ধন গ'ড়ে উঠেছে। তাই মুখে তারা

অনাত্মীয়কে যতই আপন বলুক না কেন মনে মনে আপন জানে আত্মীয়কেই বেশি—ফের বলি, দুচারটে ব্যতিক্রম বাদ দিয়ে। এ আমার থিওরি নয় ভাই—তর্কবুদ্ধির বাক্যজালও নয়—আমি ভুক্তভোগী।"

প্রমীলা কি একটা প্রশ্ন করতে গিয়েই থেমে গেল। অসিত বলল: "আমি বুঝেছি তুই কী জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিলি? না—এ আমার স্পর্শকাতরতার কথা নয়। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে-কেউ ওদেশে গেছে সে-ই আমার একথায় সায় দেবে যে ওদের দেশের মেয়েদের মধ্যে এদিকে ভারি একটা সহজিয়া ভাব আছে—কেবল নরওয়ে সুইডেনের মতন দু'একটা দেশ বাদ, যারা এখনো বিশেষ ক'রে ঘরোয়া জাত। হয়েছে কি, বন্ধুত্ব বা প্রীতির চাষ যে জাতীর মনে হয় সে মনের মাটিতে মমতা বা আত্মীয়তার আবাদ হওয়া একটু কঠিন হ'য়ে ওঠে। তাই সুইডেন নরওয়ের মতন জাতের মেয়েরা যখন পরের সঙ্গে মেশে তখন পরকে যতটা আপন বলে ততটা আপন ভাবতে পারে না—কেননা ওরা এখনো বেশ একটু সেকেলে—আত্মকেন্দ্র। কিন্তু যে সব জাত একটু বেরিয়ে পড়েছে উদার জগতে—যেমন ইংরেজ, ফরাসি, রুষ, ইহুদি—এরা যখন পরকে আপন বলে তখন সত্যিই আপন ভাবে। আমাদের দেশে অনাত্মীয়দের সঙ্গে মিশতে গেলেই ওদেশের সঙ্গে তুলনায় এইখানে নিজেদের ধরণধারণ খানিকটা অপরিসর অপ্রশস্ত মনে হয়। তখন আমার সহজাত নারীভক্তি সত্ত্বেও বঙ্গরমণীর লোকললামত্ব সম্বন্ধে আর কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের মতন 'কালো হরিণ চোখ' নিয়ে অতটা উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠতে পারিনে।"

* *

"যাই হোক," বলল অসিত একটু হেসে, "আমি ফিরতেই প্রবলের পসার একটু কম্‌ল। আমি রাকার কাছে সব শুনে সোজা তাকে নিয়ে

এলাম মালার শিয়রে। তার সেদিন যে কী আনন্দ! পিসিমাও রাকাকে খুব মিষ্টমুখে বললেন রোজ আসতে। যেমন একটা দুর্বলতা আরো পাঁচটা দুর্বলতার ফেরে ফেলে, তেমনি একটা সাহস আর পাঁচটা নির্ভীক আচরণের দিকে ঠেলে দেয়। পিসিমা রাকাকে অজস্র আদর করলেন প্রবলকে দেখিয়ে, বললেন মালার এতবড় শুভার্থিনী ··ইত্যাদি।

"রাকা যা সেবাটা করল। গুরুদেবের ফুল ছোঁওয়ানোর পরদিন থেকে ওর জ্বর ছেড়ে গেল। কিন্তু তবু ও সারেনা কিছুতেই। দিনের পর দিন যায়—তবু মালা কেমন যেন দুর্বল হ'য়ে পড়ে। শেষটায় কিষণচাঁদও ভয় পেয়ে গেলেন। বললেন ডায়াগ্নোসিস করতে পারছেন না—জ্বর ছেড়ে যেতেও মেয়ে সারে না কেন? হয়ত বি কোলাই নয়। ক্রমে এমন হ'ল যে মালাকে পাশ ফিরিয়ে না দিলে সে ফিরতে পারত না।

"পিসিমা তখন কেঁদে আকুল। আমাকে জড়িয়ে ধ'রে বললেন মেয়েটাকে বাঁচা বাবা। আর কখনো ওকে কষ্ট দেব না! গুরুদেবের পায়ে আমায় পৌঁছে দে, লক্ষ্মী সোনা।"

"রাকাকে মালার কাছে রেখে পিসিমার মোটরে তাঁকে নিয়ে গেলাম গুরুদেবের কাছে।"

* *

অসিত বলল: "আশ্রম দেখে পিসিমা মুগ্ধ। বললেন মালা সারলে এখানে এসে কিছুদিন থাকবেনই গুরুদেবের চরণাশ্রয়ে।"

"এমন অপূর্ব জায়গায় আমাদের কুটীরগুলি: ঠিক ঝিলমের উপরে—একটি পাহাড়তলীর ছায়ায়। সাম্‌নে যে দুটো পাহাড় এসে মিশেছে—ঠিক সেইখানেই চাঁদ উঠছে যখন আমরা পৌঁছলাম।

"গুরুদেব একটি কালো পাথরের আসনে ধ্যানস্থ। এপাশে দুটি সাধিকা ওপাশে তিনটি সাধক ও একটি নয় দশ বৎসরের ছেলে। চুপ ক'রে বসলাম কাছেই। কিন্তু চোখ চেয়েই রইলাম। পিসিমা চোখ বুঁজে হাত জোড় ক'রে প্রার্থনা করতে লাগলেন।

"এক একদিন শান্তির একটা বন্যা মতন নামে দেহে মনে। গুরুদেবের সাম্‌নে বসতে না বসতে অনেকদিন বাদে ফের শরীরে মনে সেই শীতল প্রবাহ যেন বিছিয়ে গেল। মনটা খুবই খারাপ ছিল—হঠাৎ সব নির্ভরসা যেন মিলিয়ে গেল। সাম্‌নে বেগবতী ঝিলমের ঝর্ঝর শব্দে স্পষ্ট শুনলাম বাজছে জলতরঙ্গ। চাঁদ থেকে মনে হ'ল যেন করুণা ঝরছে, গাছের পাতায় পাতায় যেন বীণা বাজছে। কবিত্ব নয়—সত্যি প্রত্যক্ষ করলাম যেন জীবনের হাজারো বৈষম্য দুঃখ দৈন্য হাহাকার ব্যথা শোকের তলেও একটা নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও সুষমার স্রোত ব'যে চলেছে—একটু কান পাতলেই তার কলকল্লোল শোনা যায়—তখন দুঃখকেও মনে হয় না দুঃখ—মনে হয় আনন্দেরই একটা ছন্দ বদল। কিন্তু সে-অনুভূতি আমি ব'লে বোঝাতে পারব না। গুরুদেবের প্রতি ভক্তিতে মন ভ'রে উঠল কানায় কানায়। বেজে উঠল মালার সেই স্বপ্নেশোনা চরণ দুটি :

> দেখতে যারে চাস ধেয়ানে—ফুটবে ফুলের মতন
> আলোর শাখে তোর—পরাণে জপিস চাওয়ার স্বপন।

"গুরুদেবের ধ্যান ভঙ্গ হ'তেই পিসিমা তাঁর পা জড়িয়ে ধরলেন, বললেন : 'ক্ষমা করো বাবা, আর কখনো এমন করব না। মালাকে বাঁচাও।'

"তিনি তাঁর মাথায় হাত রেখে শুধু বললেন : 'ভয় কি মা?'

"আমাদের সব ভয় কোথায় যে চ'লে গেল। সব অশান্তি গেল

জুড়িযে। গুরুদেবের করতল যখন মাথায় লাগল মনে হ'ল এই স্পর্শকেই যেন বাণ বলেছেন বৈদ্যুতদহনদাহপ্রতীকারস্থানমিব সর্বজলধরাণাং—

বিদ্যুতের দাহদুখের খুঁজিয়া প্রতিকার
হেথায় এসে জুড়ায় মেঘ ঝরায়ে জলধার।"

* *

অসিত বলল: "গুরুদেব একটা কি গুঁড়ো পিসিমার হাতে দিয়ে বললেন এইটে না-জ্বাল-দেওয়া দুধের সঙ্গে মালাকে গিয়েই খাইয়ে দিও মা, আর কিছুই করতে হবে না। আর ভবিষ্যতে মনে রেখো অত জোর ক'রে ফুলদানিতে সাজিয়ে রাখলে ঘরের তৃপ্তি হ'তে পারে কিন্তু ফুলের মুক্তি হয় না।"

* *

অসিত বলল: "মালা সেরে উঠতেই সে ধরল চলো দুমেলে। প্রবল মৃদুস্নেহে বলল: 'একটু সারুকই না—' কিন্তু তার চেহারা এ সময়ে হয়েছিল খানিকটা মন্ত্রৌষধিহতবীর্য্যের মতন। মুখ নাড়া দিয়ে পিসিমাও বললেন: 'ওখানেই ও শীগ্‌গির সারবে।'

"মালার আহ্লাদ তো ধরে না—কারণ রাকা বলল সে-ও সঙ্গ নেবে। সুবিধেও হ'য়ে গেল, তার যাবার শুরুকে নিয়ে মন্ত্রীদুহিতার সঙ্গে কিষণচাঁদ গিয়েছিলেন জম্মুতে—মাস তিনেকের জন্যে।

"প্রবলকে নিয়ে আসার আমাদের ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু মুখের ওপর 'না' বলাও তো যায় না। ভদ্রতার কয়েকটা কর্মফল বড় সঙিন। শ্বাসকষ্টেও শিষ্টাচারের মুষ্টি আল্‌গা হয় কই? তবে সমাজবৃক্ষ যে বীজ বোনে সামাজিক জীবকে তার ফলভোগ করতেই হয়। কারণ ফল যখন

ফলে নিজের পোঁতা গাছে তখন তার একটা দাবি জন্মায়ই নিজেকে পরিবেষণ করবার। সংস্পর্শজা দোষগুণা ভবন্তি: প্রবলও জানান দিল সুবিধে পেয়ে যে সাধু-দর্শন সেও চায় মনে প্রাণে। চাক্ বা না চাক্ দেখা গেল যে, জীবনে কোনো জিনিষ ভাঙলে জোড়া লাগানো দুর্ঘট, কোনো কিছু প্রশ্রয় পেলে ছাড়ানোও তেম্‌নি কঠিন।

* *

অসিত বলল: "উঠলাম আমরা সবাই গুরুদেবেরই আশ্রমে। মালার সে কী আনন্দ! দিনরাতই রাকার সঙ্গে যখন তখন ছুটে ছুটে বেড়ায়। প্রবল গরম জামা পরতে বললে সে হেসেই খুন: 'ক্ষেপেছ? এখানে শীত কোথায়! এতো প্রায় বাংলাদেশের মাসতুতো ভাই। মোটে তিন চার হাজার ফিট।'

"সত্যি, এমন স্নিগ্ধ পাহাড়তলী কমই দেখেছি মিলি। সাম্‌নেই নৃত্যময়ী ঝিলম্—পাহাড় চক্রাকারে দাঁড়িয়ে দেবতা-প্রহরীর মতন—চোখে তাদের সবুজ স্নেহ, চরণে স্বচ্ছ মধুধারা।

"রোজই সূর্য ওঠে সে কী শিহরণ নিয়ে। চাঁদ, পাখি, ফল ফুলের গন্ধ, কতরকম কীটপতঙ্গ—সবই মনে হয় অতুলনীয়। বিশেষ ক'রে আনন্দ হয় ভাবতে যে এ-রাজ্যে রেডিও ও টকি এসে এখনো হানা দেয়নি —মানুষ চাইলে নিস্তব্ধতার গান এখনো শুনতে পায় এখানে।"

অসিত বলল: "আশ্রমটি বড় না হ'লেও খুব ছোট নয়। পঁচিশ ত্রিশ জন সাধক সাধিকা ও দুতিনটি ছোট ছেলে মেয়ে। মালা কিন্তু কারুর কাছে ঘেঁষল না। এদিকে রাকা ও আমি, ওদিকে গুরুদেব— এই-ই ওর বিশ্ব। আর ছিল তার নাচ। বাকি সময়টা ও থাকত

নিজের পূজো নিয়ে, বিগ্রহ নিয়ে আর গুরুদেবের ছবি লকেট ফুল এই সব নিয়ে।

"কত কথাই যে ও বলত রাকাকে। রাকা আবার বলত আমাকে। মালা জানত রাকা আমাকে বলবে—কিন্তু তবু আমাকে সোজাসুজি বলবে না মেয়ে—শেয়ানা কি ও কম? ও জানত কি না রাকার মুখে ওর কথা শুনতে আমি ভালোবাসি। ঐ সেই বৃত্ত। আমাদের তিনজনের মধ্যে এই-ভাবে একটা বিচিত্র লেনদেনের জগৎ উঠেছিল গ'ড়ে। বলাই বেশি রাকার শান্তির অবধি ছিল না। তার স্নিগ্ধ মুখখানি দেখলে মনে হ'ত জীবনে আর কিছুই ওর প্রার্থনীয় নেই।

"পিসিমারও এই সময়ে একটা যেন পরিবর্তন না হোক ভাবান্তর মতন লক্ষ্য করলাম। গুরুদেবের প্রতি তাঁর মনে ভক্তি না হোক একটা আনুগত্যের ভাব এসেছিল। তার মূলে ছিল হয়ত কৃতজ্ঞতা—তবু নত হবার ভাব তাঁর মধ্যে দেখেছিলাম এই প্রথম।

"কেবল প্রবল ছিল যেন এই নব পরিবারের বাইরে প'ড়ে। গুরুদেবের কাছে সে-ও আসত অবশ্য, যথাবিধি প্রণামও করত, নিখুঁৎ ভঙ্গিতে ধ্যানে বসত সবাইকার সঙ্গে বেড়াত যেমন আর পাঁচজন বেড়ায়—কিন্তু তবু মনে হ'ত যেন ও আশ্রমের সঙ্গে মিশ খাচ্ছে না। ওকে দেখলে মনে পড়ত পরমহংসদেবের সেই দাসীর উপমা যে ছেলেদের মানুষ করে দেখে শোনে আদরও করে কিন্তু মনে মনে জানে এরা আমার কেউ নয়, এটা আরও মনে হ'ত এই জন্যে যে পিসিমাও তার প্রতি একটু উদাসীন হ'য়ে পড়েছিলেন। রাকা সময়ে সময়ে খুশি হ'য়ে বলত 'অসিদা, সত্যের জয় কি না হ'য়ে পারে? আমি জানতাম—' ইত্যাদি।

"এ ধরণের কথা আমার প্রাণে লাগত, কিন্তু মন মানত না। বলতাম

তাকে: 'কিন্তু সত্যের জয় যদি সবক্ষেত্রেই হ'ত রাকা, তাহ'লে কি মিথ্যার আজ এমন জগৎ জোড়া জয়-জয়কার হ'ত?'

নির্মল বলল: "রাকা কী বলত তাতে?'

অসিত বলল: "তর্ক ও করত ক্বচিৎ। তবে এধরণের দুঃখবাদে ওর মন যে সায় দিত না সেটা ওর মুখে ফুটে উঠত। সত্যে ওর একটা অকৃত্রিম নির্ভর ছিল। আমারও সত্যে আস্থা ছিল বটে, কিন্তু মিথ্যার শক্তি সত্যের চেয়ে কম না বেশি এ সম্বন্ধে আমি আজ পর্যন্ত মনস্থির করতে পারিনি। তবে এবিষয়ে আমার কোনোদিন এতটুকুও সন্দেহ ছিল না যে জয় যারই হোক আমাদের মনপ্রাণ কর দেবে তবু সত্যপতিকে মিথ্যাপতিকে না। রাকাকে আরো বলতাম: 'শুধু তাই নয়—সত্যের কাছে প্রাসাদ চেয়ে যদি খুদ কুঁড়োর বেশি না মেলে তবে তাই সই—কিন্তু মিথ্যার কাছে রাজ্য পেলেও ফিরিয়ে দিতে হবে, কোনো সুবিধের জন্যেই তার সঙ্গে সন্ধি করা চলবে না—যাচ্ঞামেঘা বরমবিগুণে নাধমে লব্ধকামা—

শ্রেষ্ঠের কাছে চেয়ে যদি না-ও পাই সেও ভালো—তবু
অধমের কাছে বড় হ'তে বড় পেলেও লব না কভু।

* *

অসিত বলল:

"কিন্তু কি জানি কেন—আমার মনে হয় প্রবলেরও একটা পরিবর্তন হচ্ছিল। অন্তত ভালো কথা সে-ও ক্রমে যেন একটু আন্তরিক শ্রদ্ধার সঙ্গেই শুনতে চাইছিল। হয়ত আমারই চোখের ভুল, তবে আমার মনে হ'ত যেন তার চলনবলনের হৈ চৈ একটু একটু ক'রে থিতিয়ে আসছে। সময়ে সময়ে সে একলা ব'সে ব'সে ভাবে—কে জানে কী। আমার কেমন মায়া

হ'ত। মনে হ'ত লোকটা বড় একলা। বিদেশে স্বদেশবাসীর সঙ্গে দেখা হ'লে যেমন একটা দরদ জেগে ওঠে—স্বদেশবাসীর কোনো গুণ না থাকলেও যেমন তাকে কাছে ডাকতে ইচ্ছা হয়—অনেকটা তেম্‌নি। আমার অনেক সময়েই মনে হয় এ-পৃথিবী প্রতি মানুষেরই কাছে বিদেশ—এখানে এমন একটা স্মৃতি নিভে যায় যে-স্মৃতি সকল স্মৃতির সেরা। তাই তো এখানে সবাই একলা—সুখী দুঃখী, রাজা ভিক্ষু, কবি পঙ্গু—কে নয় ? রাকাও যেমন একলা প্রবলও তেম্‌নি। একথা যখন মনে হ'ত কেবল তখনই মনে হ'ত ওকেও ভালোবাসা সম্ভব, কিন্তু আশ্চর্য, রাকার কখনো মনে হ'ত না এরকম, এসব বিষয়ে বোধ হয় মেয়েরা পুরুষদের চেয়ে বেশি কঠোর।

প্রমীলা রাগ করল : "কক্ষনো না। আমরা—'

নির্মল বলল : "রাগ ক'রো না মিলি, অসিত ভুল বলেনি—তোমরা প্রায়ই রাণি এলিজাবেথের বা রিজিয়ার মেজাজ নিয়ে জন্মাও—যাকে পেয়ার করো ওঠাও আকাশে—আর যাকে দেখতে পারোনা তার শুধু চলন বাঁকা ব'লেই ক্ষান্ত হও না তার কিছুও যে সোজা হ'তে পারে এ-ও মানতে চাও না।'

প্রমীলা বলল : "আর তোমরা যেন এক একটি রূপ সনাতন—দীনতার অবতার। ওসব কোনো কাজের কথা নয়—যাকে ভালো লাগে না কেউই তার ওপর পুরোপুরি সুবিচার করতে পারে না। তবে এ না-পারার মূলে মেয়েলি কোনো দুর্বলতা নেই—এ হ'ল আসলে 'মানুষালি' দুর্বলতা। ভালো না লাগার ব্যাপারটা চিরকালই একটু একপেশো। কেন না ওর লক্ষ্য তো বিচার নয়। ওর লক্ষ্য গ্রহণ বর্জন।"

অসিত বলল : "উঁহুঁ"। মন মাথা নাড়ে। তোমরা বড় বেশি

ঝোঁকো তোমাদের রুচিগত বিচারেব দিকে। তবে হযেছে কি, তোমবা যখন কাউকে গ্রহণ করো বড় বেশি ক'রেই গ্রহণ কবো—আমবা তা কবি না। অর্থাৎ তোমাদেব ভালোলাগাব জন্মে তোমাদেব ছাডতে হয বেশি। কাজেই তোমরা হযত অজান্তেই বেশি যাচাই কবতে যাও—ঠকলে তোমাদের বেশি বাজে ব'লে। এ বললে ক্ষমা পাবো তো ?"

প্রমীলা খুশি হ'যে বলল : "আচ্ছা আচ্ছা—ব'লে চলো তো গল্পটা।'

* *

অসিত বলল · "এমন সমযে পিসিমাব কাছে চিঠি এল তাঁব বকুল-ফুলেব—প্রবলেব মা-ব। তাঁব সঙ্কট অসুখ--বাল্য সখীকে না দেখে ম'বেও শান্তি পাবেন না—একবাব এসো সই ইত্যাদি।

"প্রবলকে অত বিচলিত কখনো দেখিনি। বুঝলাম মাকে সে অত্যন্ত ভালোবাসত! ভালো লাগল ভাবতে। পিসিমা জিজ্ঞাসা কবলেন গুরুদেবকে কী কববেন—যা কবা উচিত। নিজেব কতব্য কি এ সম্বন্ধে অপবেব কাছে জিজ্ঞাসু হ'যে যাওযা বোধ হয এই তাঁব প্রথম।

"গুরুদেব বললেন : 'অন্তবকে জিজ্ঞাসা কবো মা, সে যা বলবে তা-ই কোবো সর্বদা।' উপদেশ চাইলে তিনি এই কথাই বলতেন সচবাচব। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি কর্তব্যেব নির্দেশ দিতেন।

"প্রবল খুব ধরল : 'মাসিমা, চলুন--একটিবাব।' পিসিমা অগত্যা অনিচ্ছা সত্ত্বেও বাজি হলেন। কিন্তু মালা ?

"যাওয়ার প্রস্তাব উঠতে না উঠতে ওব প্রভাতী মুখে সাঁঝেব ছাযা এলো নেমে—লাহোবেব নাম উঠতে না উঠতে এমন মাথা নাডতে সুরু করল যে আমাব ভয হ'ল ঘাড মটৃ ক'বে ওঠে বা। না না না কিছুতে যাবে না ও লাহোবে। পচা লাহোব! মানুষে যায সেখানে ?

"পিসিমাও দপ্ ক'রে জ্ব'লে উঠলেন ওর এধরণের একগুঁয়েমি দেখে। রাগলে তাঁর দিগ্বিদিকজ্ঞান থাকত না। মালাকে যা মুখে এল ব'লে গাল দিলেন। অনেক কষ্টে আমরা বোঝালাম তাঁকে। বিশেষ এই শক্ত অসুখের পর—যখন সবে ওর শরীর সারছে, না-ই গেল এযাত্রা। কে বলতে পারে তাঁর বকুলফুলের কী অসুখ? যদি ছোঁয়াচে কোনো অসুখ দাঁড়িয়ে যায়?

"একথায় পিসিমা ভয় পেয়ে গেলেন। সত্যিই তো। যাবার সময় প্রসন্ন মনেই মালাকে আমাদের জিম্মায় রেখে গলবস্ত্র হ'য়ে গুরুদেবকে প্রণাম ক'রে ব'লে গেলেন: 'যিনি ওর প্রাণ দিয়েছেন তাঁর পায়েই ওকে রেখে যাচ্ছি।' গুরুদেব বললেন: 'এখানে ওর কোনোই ভয় নেই মা। ভয় ওর অন্যত্র।'

প্রবলকে নিয়ে সেদিন দুপুর বেলাই পিসিমা রওনা হলেন লাহোর।

* *

অসিত বলল:

"যাবার সময়ে নানা আলোচনার পরে স্থির হয়েছিল যে পিসিমা লাহোরে কিছুদিন থেকে যাবেন একবার দেশে—ঢাকায়। তাঁর বুড়ি মা তখনো বেঁচে—তাঁকে এই সূত্রে একবার দেখেও আসবেন। তা ছাড়া শীতও এসে পড়ল। এ সময়ে পিসিমা মাঝে মাঝেই শ্রীনগর থেকে নেমে যেতেন এখানে ওখানে। টাকার তো আর অভাব ছিল না। এবার ঠিক হ'ল ঢাকায় গিয়ে লিখবেন চিঠি! তখন মালাকে নিয়ে আমি যাব সোজা সেখানে। রাকা ফিরে যাবে—কিম্বা থাকবে কয়েকমাস দুমেলেই—পিসিমা পথে শ্রীনগরে ফিরবার সময় ওকে নিয়ে ফিরবেন। অন্তত এই ধরণের একটা মোটামুটি ঠিকঠাক হয়েছিল সে সময়ে।

"পিসিমা লাহোর পৌঁছবার দুদিন পরেই তাঁর বকুলফুল মারা যায়। শ্রাদ্ধ পর্যন্ত সেখানে থেকে প্রবলকে নিয়ে তিনি গেলেন ঢাকায়। সেখান থেকে লিখলেন আমাকে—প্রায় মাসখানেক বাদে—আর না এবার মালা আসুক—এতদিনে নিশ্চয়ই পূরো সেরে উঠেছে। শেষে লিখলেন: 'যদিও গুরুদেবের পায়েই ওর ঠাঁই, তবু ওকে নইলে তাঁর দিন যেন কাটতে চায় না—মায়ের প্রাণ জানবি কী ক'রে বল্ বাবা? ও যে আমার চোখের মণি, বুকের নিশ্বাস, প্রাণের আলো……' মালাকে লিখলেন: 'লক্ষ্মী মা আমার আর দেরি কোরো না। তোমাকে না দেখে প্রাণ অস্থির হয়ে উঠেছে।'

"কিন্তু মালা একেবারে বেঁকে বসল। বলল: ও তো শুধু ভগবানের—আর মা যখন ওকে গুরুর পায়ে সঁপেই দিয়েছেন তখন আর এসব হা-হুতাশের মানে কী? না—ও যাবে না যাবে না যাবে না—কিছুতেই না। থাকবে থাকবে থাকবে গুরুদেবেরই আশ্রমে—তার আর কোথাও শুধু যে ভালো লাগে না তাই নয়—ও একটা স্বর শোনে থেকে থেকে যে এইখানেই ওর স্থান। বলল: 'আমি নিশ্চয় জানি অসিদা, এখানে ছাড়া অন্য কোথাও গেলে আমি বাঁচব না বেশিদিন।'

"উভয় সঙ্কট—উপায়? পিসিমাকে একথা লিখিই বা কী ক'রে? রাকা মনে মনে অবশ্য খুবই খুসি হয়েছিল কারণ—পরে শুনলাম—যে সেও ঠিক করেছিল কাশ্মীরে আর ফিরবে না গুরুদেবের চরণেই আশ্রয় নেবে চিরদিনের জন্যে। বলতে কি, এ সময়ে ওদের এমন অবস্থা যে কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে চায় না। অবশ্য ওদেব সবচেয়ে বড় টান ছিল যে গুরুদেবের টান সে বিষয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু মালা এ সময়ে রোখ করলেও ফোঁস করতে পারত না হয়ত যদি রাকাকে সখী না পেত।

কারণ বাস্তবিক ওকে দেখা শোনা করবার একটি লোক তো চাই—রাকা নইলে এ আশ্রমে ওকে দেখে কে? চিরজীবন বিলাসে লালিত—এক কথায়ই তো আশ্রমের সব কঠোরতা সয় না। রাকা এইখানেই ছিল ওর সবচেয়ে বড় আশ্রয়। আর দেখাশোনা করবে এ ভরসা সে ছাড়া আর কেই বা দিতে পারত ওকে?

"রাকাকে বললাম সব খুলে। ও বলল ভেবে চিন্তে যে মালা যা যা বলছে সব এ ভাবে ধাঁ ক'রে লিখে দেওয়া চলে না—একটু একটু ক'রে সইয়ে সইয়ে—ইত্যাদি।

"কিন্তু মালা বাধিয়ে বসল এক কাণ্ড: আমাদের কাউকে না ব'লে ধাঁ ক'রে এক চিঠি ডাকে দিয়ে দিল পিসিমাকে—আমাদের যা যা বলেছিল সব লিখে। একটি কথাও বাদ দিল না। পরদিন সকালে আমরা চা খাচ্ছি এমন সময়ে একথা বলল মালা।

"আমি প্রমাদ গুণলাম। কিন্তু উপায় কি? তীর ছাড়া হ'য়ে গেছে তাকে ফেরাবে কে?"

* *

অসিত বলল: "ঠিক চারদিন পরে এক তার কলকাতা থেকে: প্রবল ও মাসিমা রওনা হয়েছেন মোটরে। যা ভেবেছিলাম। কিন্তু এখন আর উপায় কি—শুধু অপেক্ষা করা ছাড়া? দেখাই যাক কোথাকার জল কোথায় দাঁড়ায়।

এ-কয়দিন মালার সঙ্গে আমাদের একটু বেশিই জ'মে গেল। ওর হঠাৎ যেন মুখও গেল খুলে। এত কথা বলতে ওকে কখনো শুনিনি। বলত প্রায়ই ও কত কী দেখে, কত কী শোনে। বলত: 'অসিদা,

আমার টাকা কড়ি ভালো লাগে না—অথচ মা কেবল বলবে আমায় টাকার কথা। আমি চাই না ও সব। মা বিলিয়ে দিক যাকে ইচ্ছে। প্রবলদা তো গরীব—ও-ই নিক না—ও-বেচারা তো চায়ও, সবাই জানে। নিক—আমার কোনো আপত্তি নেই।"

প্রমীলা ব'লে উঠল : "ধন্যি মেয়ে।"

নির্মল বলল : "সত্যি।—কেবল—"

অসিত বলল : "কেবল—কী ?"

নির্মল বলল : "কিছু না—তবে মনে প্রশ্ন জাগে এ ওর ছেলেমানুষি ঝোঁক বা খেয়াল নয় তো ?"

অসিতের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে উঠল : "এম্‌নিই হয়েছে আজকাল নির্মল, যে এ ধরণের সুর কানে শুনলেও—যেন বিশ্বাস করতে পারি না আমরা। মন যেন—কি বলব—থই পায় না, নয় ? মনে হয় এর যদি সবটা গল্প না-ও হয় তাহ'লেও এর মধ্যে অন্তত আধাআধি কল্পনা বিলাসের খাদ মিশেল আছেই আছে।"

নির্মল চিন্তিত সুরে বলল : "ঠিক তা নয়—"

অসিত বলল : "তা-ই ভাই, এর আধ তোলাও কম নয়। কেন—বলি শোন। এ-ও সত্যি কথা—যদিও গল্পের মতন শোনায়।"

"আমার এক প্রিয় বন্ধু ছিলেন—মানে এখনও আছেন—তবে আজ তিনি কঠোর সন্ন্যাসী। দুবেলা ভিক্ষে ক'রে খান—ভূমি শয্যা ইত্যাদি। পূর্ণ যৌবন। বিদেশী। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বিদ্বান্, নির্মল চরিত্র, স্বাস্থ্যবান্, রূপবান্, মেলামেশার ক্ষমতা যথেষ্ট—এক কথায় সংসারে যা কিছু মানুষ বাঞ্ছনীয় মনে করে সবই ছিল। পড়াতেন পশ্চিমের এক মস্ত বিশ্ববিদ্যালয়ে। হঠাৎ স্থির করলেন সব ছেড়ে চ'লে যাবেন হিমালয়ে।

বন্ধু বান্ধব হিতৈষী—প্রচুর। জাজ্বল্যমান তাঁদের আদর্শবাদ। কিন্তু কেউই সন্তুষ্ট হ'লেন না তাঁর সন্ন্যাসী হবার সঙ্কল্প শুনে। তাঁরা প্রায় এক ডেপুটেশনে এসে আমাকে ধ'রে পড়লেন: আমার সঙ্গে তাঁর খুব ভাব—আমি বারণ করলে হয়ত শুনতেও পারেন।

"আমি হেসে বললাম তাঁকে একথা। তাঁর ঠোঁটের কোণে ফুটে উঠল বিদ্রূপের হাসি, বললেন: ওঁরা এত অবাক হচ্ছেন কেন জানো অসিত? কারণ এঁরা মুখে আদর্শ স্বপ্ন আত্মা-টাত্মা যতই বলুন না কেন, মনে মনে মানেন শুধু এক দেহবিলাসকে। স্বপ্ন আদর্শ—man does not live by bread alone—এসবই খাসা কথা—অনবদ্য—কিন্তু সব আগে দেহসুখ—solid pudding against empty sky—যদিও এর পিছনে আরো কথা আছে। হয়েছে কি, যাঁরা অন্তরে শুধু দেহকেই উপাস্য মনে করেন তাঁরা আত্মার তৃষ্ণার কথা শুনলে শুধু যে সাড়া দেন না তাই নয়—ওঠেন ডরিয়ে—পাছে অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে ছাড়ার ডাক তাঁদেরও কানে পৌঁছয়। তাই তাঁরা বলেন আকাশ হ'ল আসলে আকাশকুসুম—আগে দেহ সুখে থাকলে তবে আত্মার পিতৃনাম।'

প্রমীলা বলল: "কিছু মনে কোরো না অসিদা, কিন্তু এতটা সিনিসিস্‌ম্—"

অসিত বাধা দিয়ে বলল: "এ সিনিসিস্‌ম্ নয় মিলি—এ হ'ল শুধু কোদালকে কোদাল বলা। মালার কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনলে আরো প্রাঞ্জল হবে ঠিক কোন্ ধরণের আত্মবঞ্চনা আমার নিশানা।"

* *

আর একটা সিগারেট ধরিয়ে অসিত বলল: "বলেছি এই সময় মালা বলত আমাকে তার কচি মনের বৃহৎ কথাগুলি। তার আশা আকাঙ্ক্ষা

স্বপ্ন শুনতে শুনতে বুকের মধ্যে কি একটা তার কেঁপে কেঁপে উঠত আমার —সত্যি বলছি মিলি, বিশ্বাস কর, মনে হ'ত এধরণের কথা পুরাণেই শুনেছি চোখে দেখব এ কখনো কল্পনাও করিনি। নৈলে ভাব্ দেখি ঐটুকু মেয়ে বলে কি না : 'মা প্রায়ই জাঁক করে অসিদা, যে টাকার ওপর তার লোভ নেই শুধু আমার জন্যেই যে যখ্ হ'য়ে ব'সে আছে। অথচ মা মনে মনে বেশ জানে আমি চাই না টাকা, মোটর, পয়সা, সমাজ, বিয়ে, টকি, থিয়েটার—কিছুই না—চাই শুধু ভগবানকে। তবে? কেন মা কেবল নিজেকে ঠকায়?' কখনো বা বলত : 'জানো অসিদা, প্রবলদা মাকে কী বোঝায় প্রায়ই? বলে কি, ও তো কচি মেয়ে ওর কথার মূল্য কি? ওকে বেশি সাধুসঙ্গের কাছে ঘেঁষতে দিও না মাসিমা দিও না। এমন কি, যখন আমরা ডুমেল রওনা হলাম না? তখনও প্রবলদা বাধা দিয়েছে : মাসিমা, ডুমেলে ওকে কিছুতে পাঠিও না—ও যদি সেখান থেকে ফিরে না আসতে চায়? মনে মনে ও রেগে টং—অথচ বাইরে এম্‌নি মুখোষ পরবে—সাধুভঙ্গির্—গদ্‌গদ হ'য়ে বলবে : অর্থই অনর্থের মূল—আশ্রম, ধর্ম, সাধুসঙ্গের মতন জিনিষ আছে? আমি এরকম ভক্ত-বিটেলের চেয়ে ঢের শ্রদ্ধা করি নাস্তিকদের যেমন কিষণচাঁদজি। উনি এসব বিশ্বাস করেন না—কিন্তু মুখে কই বলেন না তো যে করেন। আমি সব সইতে পারি অসিদা—সইতে পারি না কেবল ভণ্ডামি। সত্যি, এত দুঃখু হয় আমার বেচারি মা-র জন্যে! মা বোঝে না কিছুই, অথচ প্রবলদা বুঝিয়েছে যে মা-র মতন বুঝদার জগতে কমই আছে। নিজে দেখতে পায় না একেবারেই—মানে দেখে প্রবলদার চোখে—অথচ ভাবে দেখছে নিজের চোখেই। মুখে বলবে আমাকে কত ঘটা ক'রে : বাবা, তোমার সুখের চেয়ে বড় জিনিষ আমার কাছে কিছুই নেই। কিন্তু যে-ই একটা কিছু

করেছি যাতে শুধু আমার সুখ হয়েছে, কিন্তু মার হয় নি, অম্‌নি মা দেখ্‌ দেখ্‌ করতে করতে ছুটে এসেছে রুখে উঠে বলেছে এসব চলবে না। যতদিন ঠাকুরঘর ছিল আমার খেলাঘর ততদিন মার কী ভক্তির চোট! কিন্তু যেই ঠাকুর আমার ভালোবাসায় ভাগ বসালেন—যেই মার নৈবেদ্যে কম্‌তি পড়ল অম্‌নি মা-র বত্রিশ নাড়ী কোকিয়ে উঠল মেয়ের শিক্ষা হচ্ছে না—মুখ্‌খু হ'য়ে রইল—প্রবলদা দিলেন সায়—আর ঠাকুরঘরে সাজানো হ'ল বইয়ের ঝুড়ি।'

"মুখ ওর গিয়েছিল খুলে। এম্‌নি চোখাচোখা টীকাটিপ্পনির সে কী তোড়! কখনো বা বলবে: 'ভেবেছ বুঝি মার প্রাণ কাঁদে বিদ্যের জন্যে? কোনোদিন কি মা কখনো ভুলেও একটা বই খোলে ভাবো? আলমারি সাজানো বইয়ের চর্চা করে কেবল একজন—পোকা। মা ভালোবাসে শুধু টকি আর আমোদ-আহ্লাদ আর গপ্পো আর পরচর্চা অথচ মুখে বলবে কেবল বড় বড় কথা। বলবে শুনিয়ে শুনিয়ে মালা যদি ভগবানের পথে যায় তো আমি কক্ষনো বাধা দেব না। দেখি না দেয় কি না। এবার হবে মার অগ্নিপরীক্ষা—' ব'লে কখনো বা হাততালি দিয়েই উঠল।

"কি জানি কেন মিলি, এ আমার ভালো লাগত না। বুঝতাম মালার প্রত্যেক কথাটি অকাট্য—অথচ কোথায় একটা ব্যথা মতন বাজত। কিন্তু আশ্চর্য, রাকা এসব বিষয়ে মা হ'য়েও ছিল বেশি রিয়ালিষ্ট। সে বলত: 'মালা যা বলছে প্রতি কথাটি যে সত্যি অসিদা—ওকে কাটব কেমন ক'রে, আর সত্য সাম্‌নে দাঁড়ালে ব্যথা পেলেই বা চলবে কেন বলো? সত্য যে আসলে ডাকাত—যখন এসে বলে দাও আমার খাজনা, তখন অস্‌ট্রিচের মতন মিথ্যার পাঁকে মুখ লুকোলেই সে তো আর অদৃশ্য হবে না। সত্যের জন্যে সব ছাড়ব এ প্রতিজ্ঞার মানে কি এই নয় যে সত্য

ব'লে যাকে বুঝব তাতে ব্যথা লাগলে সব আগে সেই ব্যথাকেই দেব বিদায় ? গুরুদেব বলেন না যে আলো ও অন্ধকার পাশাপাশি থাকতে পারে না ? সত্যকে যদি বলো এসো, তাহ'লে তার পদার্পণে ব্যথা এলেও মিথ্যাকে তো বলতেই হবে যাও—নৈলে সত্যকে বসাবে কোথায় শুনি ?'

* *

অসিত বলল : "এই সূত্রে রাকারও যেন একটা নতুন মূর্তি চোখে পড়ল। নতুন—কেন না ওর কথা ছিল স্বভাবতই ঠাণ্ডা বরাবর। কিন্তু ওর এসব কথায় আমার গায়ে সময়ে সময়ে যেন আগুনের হল্‌কা লাগত। চম্‌কে বলতাম : 'এতশত তুমি শিখলে কোথায় রাকা ?' ও ভারি লজ্জা পেত তখন, মুখ নিচু ক'রে বলত : 'তোমার মালার কাছেই শিখেছি অসিদা ! সত্যি বলছি—একটুও বাড়ানো না। আমি ক—ত সময়েই যে দেখেছি ও যা বলে, বলে হৃদয় থেকে—মন ওর হৃদয়ের সুরকে আড়াল করতে পারে না। তাই তো ওর কথা যখন হৃদয় দিয়ে শুনতে ভুলি তখন একটু চম্‌কে না উঠেই পারি না। কেন না মনের কান প্রায়ই মিথ্যার সুরে বাঁধা থাকে, তাই হৃদয়ের ঝঙ্কার তার কানে প্রায়ই লাগে বেসুরো। আমারো লাগত—আগে আগে। মনে করতাম তখন—ও বুঝি ভারি নির্মম। কিন্তু পরে বুঝেছি অসিদা যে হৃদয়ের সুর যার কাছে বড় নয় মনের প্যাঁচালো তর্কজালে তার চলতে পা টলবে, চোখে নামবে আঁধার, পথ হবেই হবে দুর্গম। ও এত সহজে এপথে আসতে পেরেছে ওর মনের সুর আজো ওর তৃষ্ণার সুরের সাথে বাদ সাধতে শেখেনি ব'লে। তাই না ও এত সহজে বলতে পারে : মা আগে, না ভগবান আগে ? কাল বলছে কি জানো ? বলছে আমাকে মা এমন ক'রে দাবি করে,

কিন্তু আমাকে মা পেল কার কাছ থেকে শুনি? মা মুখে বলবে সবই ভগবানের দান—কিন্তু ভগবান্ যদি মার খাজনার এতটুকুতেও ভাগ বসান তো মা রাগে দুঃখে চোখে দেখতেই পাবে না।"

অসিত প্রমীলার দিকে চেয়ে বলল: "বলেছি এসব শুনতে শুনতে অনেক সময়ে আমার মনটার মধ্যে ব্যথা একটু বাজত, কিন্তু সে শুধু পিসিমার জন্যে—মালার কোনো অপরাধে নয়। সত্যি কথা বলতে কি, ক্রমে ওর কথা শুনতে শুনতে ওর প্রতি আমার মনে সম্ভ্রম আসত ছেয়ে—একটুও বাড়িয়ে বলছি না, বিশ্বাস কর্। ভাবতাম ওকে উপদেশ দিতে যাই আমরা কোন্ অধিকারে? ওর চেয়ে বেশি বুঝি ব'লে? কিন্তু বুঝি কই? বুঝলে ওর সত্য সুর আমাদের কানে প্রথমটায় এমন বেসুরো ঠেকবে কেন?

"মনে পড়ত তখন গুরুদেবের কথা। তিনি প্রায়ই বলতেন: 'ও নিজে পুরোপুরি সহজিয়া—তাই জানে নিজেকে। ওর তন্বী তনুর মধ্যে এতখানি জোরের মূলে আছে এই সহজ আত্মসচেতনতা। ওর অন্তরের আধার অনেকখানিই তৈরি—দেহ বালিকার হ'লে কি হয়। এরকম মেয়ে আমি জীবনে মাত্র আর একটি দেখেছি।'

প্রমীলা বলল: "তখন ওর বয়স ঠিক কত?"

অসিত বলল: "তের পুরেছে সবে। কিন্তু ওকে ঠিক মতন বুঝতে হ'লে সব আগে চাই ওর বয়সকেই ভোলা।"

নির্মল বলল: "মানে?"

অসিত বলল: "আমার ওকে দেখে প্রায়ই মনে হ'ত যে আমরা যে জীবনের অনেক বড় বড় সুরকেই চিনতে পারি না তার একটা প্রধান কারণ এই যে গড়পড়তা উপলব্ধিগুলি বড় বেশি ভিড় ক'রে এসে দাঁড়ায়,

ফলে বড়ও যে আছে সেটা সহজে নজরে পড়ে না। সংসারে গড়পড়তা অভিজ্ঞতা এই যে, পনের আনা মানুষের আধার ছোট। কিন্তু বাকি এক আনার আধার যে বড় এবং তারা বড় ব'লেই যে বেশি তীব্রভাবে বৃহৎভাবে সত্য এ প্রায় নজরেই পড়ে না—বাকি পনের আনার জনারণ্যে। বয়স সম্বন্ধেও ঐ কথা। বেশির ভাগ মানুষেরই বোধশক্তির বিকাশ হয় একটু বয়স হ'লে তবে। কিন্তু তাই ব'লে এটা ভুললে চলবে না যে কম বয়সেও দু'চারটে বড় আধার এত বেশি ধারণ করতে পারে যা হাজার হাজার ছোট আধার তার চারগুণ বয়সেও কল্পনাই করতে পারে না। মানুষের দৃষ্টি আজকের দিনে বড় বেশি আয়তনবিচারী হ'য়ে দাঁড়িয়েছে—তাই সংখ্যা ও বাজার দর দিয়েই প্রায় আমরা বিরল অনুভব বিরল সত্যের যাচাই করতে ছুটি।

"মালার ক্ষেত্রে এটা আমি বুঝেছিলাম শুধু দেখে নয় – ঠেকেই বেশি! তাই ওর কথা শুনে হৃদয় আমার ভিজে উঠলেও মন শুকনো মাথা নেড়ে বলত—তাই তো! গুরুদেবের কাছে ওর আধারের বৃহত্ত্ব সম্বন্ধে বার বার তারিফ শুনেও তাই সংশয় আমার ছিলই উনশেষ দিন পর্য্যন্ত।"

প্রমীলা বলল: "শেষ দিনে জ্ঞানচক্ষু খুলল কি হঠাৎ?"

অসিতের মুখে ম্লান হাসি ফুটে উঠল: "হঠাৎ নয় ভাই বড় বেশি দেরিতে। নইলে হয়ত এতটা ঘা খেতে হ'ত না। শোন্ বলি এবার এসে গেছে শেষ অধ্যায়।"

* *

অসিত বলল:

"যেদিন পিসিমার তার পেলাম তার তিনদিন বাদেই—অর্থাৎ চতুর্থ

দিন বিকেলে তিনি প্রবলকে নিয়ে এসে পৌছবেন এই কথাই আমাদেরকে জানিয়ে ছিলেন। আমরা ঠিক করলাম এ তিনদিন আমরা খুব আনন্দ করব। মালাও রাজি।

"কী করা যায়। বললাম: 'আমি গাই তুই নাচ্ মালা!' ও তো আনন্দে আত্মহারা। গানের সঙ্গে নাচতে ও খুবই বেশি ভালোবাসত, কেন না ভক্তির কাব্য চিত্রকে ও যখন ওর দেহের রেখায়িত সুষমা দিয়ে ফলাতে চাইত তখন ওর নাচের মধ্যে এক নতুন দীপ্তি উঠত ফুটে। কী নাচই যে ও নাচল—বিশেষ মীরাবাইয়ের গানের সঙ্গে। গুরুদেবের চোখেও জল উঠল চিক চিক ক'রে।

"নাচ আমার খুব ভালো লাগে বরাবরই—বলাই বেশি একথা। কিন্তু নাচের মধ্যে কোথায় কি একটা আমাকে বেঁধে। বুঝি যে, সেটা নিজেরই প্রবৃত্তির দোষে নাচের কোনো অপরাধে নয়। তবু মানতেই হবে যে, গানে এ শ্রেণীর স্থূলতার আমেজ এভাবে প্রকট হ'য়ে ওঠে না। গান যতই ভুলচুক করুক—থাকে সূক্ষ্ম ও স্বপ্নের মায়ালোকে—কেননা তার বাহন হ'ল বৈদেহী। নাচের বেলায় মুস্কিল এই যে তাকে দেহের সিঁড়ি দিয়েই উঠতে হয় আকাশে। গানের সোপান হ'ল ধ্বনি—তার মধ্যে কর্কশতা থাকতে পারে কিন্তু বাস্তবতা নেই। নাচের বেলায় খাটে না একথা—কেন না তার আধার—মীডিয়াম—যে বস্তুই। কাজেই অতীন্দ্রিয়লোকের আনন্দ পরিবেষণ করা তার পক্ষে বেশি কঠিন—বস্তু নিজেকে জানান না দিয়েই পারে না ব'লে।

"কিন্তু মালার নাচ দেখে আমার মন উঠত গান গেয়ে, বলত: 'পারে, পারে, বস্তুও পারে পাখা পেতে—ethereal হ'তে।' অবশ্য একথা আমার অজানা নেই যে সব শিল্পই রসবস্তু হ'য়ে দাঁড়ায় একটা অদৃশ্য

ইন্দ্রজালের অঘটনী শক্তিতে—তবে ইংরাজিতে বলে না seeing is believing ?—কাজেই বিশ্বাস না ক'রে আর পথ রইল না যে আসল কথাটা উপাদান নিয়ে নয়—আসল কথাটা হ'ল আলোর মায়া নিয়ে জাদু নিয়ে যার ছোঁওয়ায় মাটি হয় ফুল, জড় হয় প্রাণ।

"একথা আমি জানতাম, কিন্তু আবছাভাবে। মালার নাচ দেখে এ-ধারণার প্রতিমায় যেন প্রাণ প্রতিষ্ঠা হ'ল—বিশেষ ক'রে ঐ উনশেষ দিনে। তাই সে-কাহিনীটা বলি একটু ভালো ক'রে।"

* *

অসিত বলল :

"বলেছি আমরা স্থির করেছিলাম একয়দিন খুব নাচ গান করব। লাহোর থেকে যখন তার এল যে তার পর দিন দুপুরে পিসিমা দুমেলে পৌছবেন—তখন বিকেল বেলা—চারটে হবে। রাকা বলল : 'চলো অসিদা, কোনো খু—ব সুন্দর জায়গায় যাই—আজ সন্ধ্যেটা শুধু তুমি গাইবে আর মালা নাচবে।' মালা খুসি হ'য়ে হাততালি দিয়ে উঠল : 'সে-ই বেশ।'

"রাকার মোটরে ক'রে বেরুলাম আমরা। দুমেল থেকে দুটো পথ গেছে—একটা রাওলপিণ্ডির দিকে নিচুপানে—আর একটা পেশোয়ারের রাস্তা—সেটা প্রথমে খুব চড়াই—পরে উৎরাই।

"এ রাস্তাটায় আমি আগে কখনো যাই নি, কিন্তু রাকা গিয়েছিল। সে বলল এ পথটা অপূর্ব্ব।

"খানিক বাদে দেখে অবাক হ'য়ে গেলাম। কিষণগঙ্গা ব'লে আর একটা নদী-নির্ঝরিণী ঝিলমে এসে মিশেছে। সে-সঙ্গমের অপূর্ব্ব দৃশ্য

ভুলবার নয়। যেদিকে তাকাই পাহাড়ের ঢেউ নেমেছে রাঙা পাথরের—তার ওপর ঢ'লে পড়েছে স্বর্ণ—সূর্যের অজস্র আশীর্বাদ। একটা বিশাল ফুলের পেয়ালা কেবল পাঁপড়িগুলো ঢালু মতন। নিচের দিকে দুটো নদীর গলাগলি—কলনৃত্য। কিন্তু সে বর্ণনা করা অসম্ভব। আর মনে হয় এ-দৃশ্যের ছবি আঁকতে যাওয়া উচিতই নয়। এসব নমস্কার ক'রে গ্রহণ করবার—কবিত্ব গর্বে দান করবার নয়। মালাকে বললাম: 'মালা এইখানেই তুই নাচ্ আর আমি গাই। মালা বলল হেসে: 'কিন্তু একেবারে নতুন গান। আজ ভাইবোনে পাল্লা দেই এসো, দেখি কে জেতে?'

"মনে আছে কী অপূর্ব আনন্দে মন আমার উঠল রাঙিয়ে! প্রকৃতির এক একটা দৃশ্য আসে যেন ভূমিকম্পের মাদল বাজিয়ে—কত দিনের জড়তার স্তূপ দেয় সে ধূলিসাৎ ক'রে—অমনি সেখানে ব'য়ে যায় স্নিগ্ধ আগুনের জোয়ার—মনের দুকূল ছাপিয়ে যুগযুগের অন্ধ তামসে সে কাটে আলোর ফুল্‌কি—আনে রসের গঙ্গা: অম্‌নি শুক্‌নো মনের ফাটলে ফাটলে দুলে ওঠে সবুজ স্বপ্নের লতা, পোড়ো প্রাণের চরে চিকিয়ে ওঠে অভ্রসুখের ঝিকিমিকি, ধূলোভরা নিরাশার ক্ষেতে ঢেউ তোলে লাখে লাখে নব নব আশার শীষ।

"অথচ আশ্চর্য এই যে এ আনন্দের পিছনেও ছিল এক বিচিত্র বেদনা থমকে। তার বর্ণনা হয় না। কেন না বলতে গেলে মনে হবে হেঁয়ালি। প্রশ্ন করলে রিয়ালিস্‌টিক শ্রোতা বলবেন: 'এ কখনো হয়—যা তুমি বলছ? ভাষার সঙ্গে কখনো মিশতে পারে নীরবতা—শিহরণের সঙ্গে প্রশান্তি—স্বপ্নের সঙ্গে বাস্তব?'

"তবু এ সত্য মিলি, অক্ষরে অক্ষরে সত্য। সেদিন আমি যেন নতুন

ক'রে বুঝেছিলাম এই কথা যে সব চেয়ে গভীর আনন্দ উপছে পড়ে সেই খানেই যেখানে অসম্ভব হ'যে ওঠে প্রত্যক্ষ। এই ভাব নিয়ে আমি লিখেছিলাম এই গানটি সেখানে তখনি তখনি এই আনন্দের ব্যাথাবেশে :

মোর স্বপন-আঁখি
আজি আকাশে রাখি,
যেথা আলোর পরী
আনে সুর লহরী
তারি ঢেউ এসে মণিমালা পরায় প্রাণে
কভু বাঁশির তানে
কভু মৃদং ছন্দে দেয় দোল ·
করি' অন্তরবন মোব গন্ধপাগল।
যাব ছায়া জানিনি
বাজে তারি রাগিণী—
কাছে তটিনী-তালে,
দূরে নীল-আড়ালে,
হৃদি নিরালা আশার ছবি চায় আঁকিতে,
যারে খুঁজি নিভৃতে
তারি চাহনি বাইরে উছলায় :
তাই আপনা হারায়ে তনু অতনুরে পায় ?
যার চিরচরণে
খুঁজি নীড় শরণে,
যারে হারায়ে রূপে

পাই ফিরে অরূপে,
তারি বন্দনা বাজে ব্যথামন্দিরে মোব :
তাই অশ্রু অঝোর
ঝরে অমৃতের অসহ সুখে :
আঁকি' মিলনের জলধনু বিরহবুকে।

"গানটি বেঁধে তখনি গাইলাম সুব দিযে। মালা ওর হাতের 'পরে চিবুক রেখে মগ্ন হ'যে শুনল ঠিক দুবার। তার পর উঠেই নাচ সুরু ক'রে দিল।

"সেদিনকার কথা ভুলব না। এক একটা মুহূর্ত জ্বলে এ ছায়ালোকে মণি-মন্দিব গ'ড়ে। মালার সেদিনকার নাচ ছিল বুঝি এমনি একটা স্মৃতির চিরচিহ্ন। অবিস্মরণীয়কে সে এনেছিল ডেকে তার স্মরণীয় দেহদোলে। কেবলই মনে হচ্ছিল এই মেয়েকে পিসিমা দাবি করেন তাঁর নিজস্ব সম্পত্তি ব'লে? খাঁচা রুখে ওঠে যখন পাখি বলে তার গান আকাশের জন্যে?

* *

অসিত বলল: "ঢেউ ওঠে তো ভাঙতেই, জীবনের ছন্দই বুঝি এই। তাই এর পরেই এল যা আসবার: পিসিমা ও প্রবল। পিসিমার মুখে আঁধার—প্রবলের মুখে গুমট। ঝড় যে আসন্ন বুঝতে কারুরই বাকি রইল না।

"তারপর সে যে কী ঘ'টে গেল! আমার জীবনে মিলি, আমি দেখেছি তো কতবারই যে truth is stranger than fiction, কিন্তু বিশেষ ক'রে এ ক্যাকাশে বাঙালি জীবনে যে এ ধরণের আশ্চর্যের বজ্র-বিদ্যুৎ খেলে যেতে পারে এভাবে তা কল্পনা করতে পারিনি আমরা কেউই। সে দেখবার জিনিষ বলবার নয়। তবু বলতে চেষ্টা করি যতটা পারি।

"কবীর বলে গেছেন বিন্দুর মাঝেও সিন্ধু আছে থম্‌কে। একথা সেদিন প্রত্যক্ষ করেছিলাম। পিসিমার রসনাগ্রের বিন্দুতে নাট্যসিন্ধু ছিল জমাট হ'য়ে—পড়ল এবার ফেটে—ভাসিয়ে নিয়ে গেল আমাদের প্রথমটায়! সে যে কী অশ্রুর বন্যা, কী উচ্ছ্বাসের ঝড়, কী উপমার কল্লোল: মালা! মালা! মালা! ঐ একরত্তি মেয়ে যে তাঁর চোখের অমুক, প্রাণের তমুক—কী যে ও নয় শুধু সেইটে বলা শক্ত।

"কিন্তু ধন্যি মেয়ে ঐ পিসিমার 'সর্বস্ব'। অচল অটল। যাবে না কিছুতেই।

"পিসিমার এ বাগ্বাদিনী রূপে কিন্তু মনটা আমার কাবু হয়নি। তবে পাশের ঘরে ফিরে যখন তিনি মেজেয় লুটিয়ে কাঁদতে লাগলেন তখন একটু কষ্ট হ'ল। মালাকে বললাম: 'যা মালা, তোর মার কাছে।' মালা ভয়ে ভয়ে বলল: 'তুমিও চলো তাহ'লে।' আমি বললাম: 'দূর পাগলি, তোর মা তোকে চায় একা পেতে—যা না, ভয় কি? তুই গেলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।'

"অগত্যা মালা গেল। শুনলাম পিসিমা তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন: দূর্ হ' সাম্‌নে থেকে—আমার কাছে এসেছ কেন মরতে। যাও না তাঁদের কাছে যাঁরা তোমার আপনার। মালা শুধু বলল: 'আপনার তো শুধু এক ভগবান্ মা।' পিসিমা চেঁচিয়ে বললেন: 'দূর হ'য়ে যা—আমার চক্ষুশূল কোথাকার—যা বেরিয়ে যা—আমাকে শোনাতে এলেন বক্তিমে!'

"মুখটি ম্লান ক'রে মালা ফিরে এল। তাকে আদর ক'রে ডাকলাম কাছে। বললাম: 'ভাবিসনে মালা।' সে বলল: 'ভাবছি আমার নিজের জন্যে নয় অসিদা, ভাবছি মাকে ঠাণ্ডা করা যায় কী ক'রে? অসুখ করবে যে।'

"এমন শান্ত নিরুদ্বিগ্ন কণ্ঠে বলল কথাটা—যেন মেয়েটা জন্মে অবধি কেবল ডাক্তারিই ক'রে আসছে। শান্তির জোর যে কী দুর্জয় জোর সেদিন যেমন ভাবে উপলব্ধি করেছিলাম তেমন বোধহয় আর কখনো করিনি। সত্যি বলতে কি, ওর মনের জোর দেখে নিজের দুর্বলতার জন্যে ভারি লজ্জা পেলাম। কিন্তু লজ্জার সঙ্গে সঙ্গে বলও এল। রাকাকে ডেকে নিয়ে সঙ্গে ক'রে গেলাম পিসিমার কাছে। অনেক মিষ্টি কথার পুষ্পবৃষ্টির পর তবে পিসিমা একটু শান্ত মতন হলেন। তা ছাড়া ও রকম ঝড় স্বয়ং প্রকৃতিদেবীও বেশিক্ষণ চালাতে পারেন না—পিসিমা তো পিসিমা। শেষটায় উঠে বললেন: 'তবে থাক্ ও মেয়ে। কিন্তু আমি ফিরে গিয়ে যা ঘটবে পড়বে তোমরা খবরের কাগজে।' আমি ভয় পেয়ে গেলাম। রাকাকে পিসিমার কাছে রেখে মালাকে ডেকে নিয়ে গেলাম পাশের ঘরে। বললাম: 'কী বলব মালা? পিসিমা আত্মহত্যা করবেন বলছেন যে।' মালা বলল: 'ক্ষেপেছ অসিদা, মা নিজেকে কী ভালো যে বাসে জানো তুমি! তা ছাড়া যারা আত্মহত্যা করে তারা অত ঘটা ক'রে বলে না, মুখ বুঁজে করে।'

"চমকে গেলাম। এ মেয়ে কে রে? কিছুতে টলাতে পারে না একে! উপন্যাসে পড়লে কি বল্‌তাম না—দূর্? যাহোক বললাম ফের: 'কিন্তু বুঝে দেখ মালা। যদি ধর্ তোর মা, পুলিশের সাহায্য নেয়?' মালা বলল: 'ছি ছি, নিজের মেয়েকে নিয়ে যাবে পুলিশ ডেকে? কী যে বলো অসিদা! এ কেলেঙ্কারি করবে মা? নিজের গুরুর আশ্রমে আনবে পুলিশ ডেকে! এ কোনো ভদ্র মেয়ে পারে? তাছাড়া মা তো বললই আমাকে থাকতে।'

"রাতে মালা শুলো পিসিমার কাছে! পরদিন সকালে উঠে পিসিমা

এক গাল হেসে বললেন: 'মালা যেতে রাজি হয়েছে যদি গুরুদেবের অনুমতি হয়।' আমি বললাম: 'পিসিমা জানোই তো যে, গুরুদেব কারুর স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করেন না। তাছাড়া কালই তো তোমায় বলেছি যে গুরুদেব বলেছেন—মালার ইচ্ছে হ'লে যেতে পারে। কেবল—জোর ক'রে ওকে নিয়ে যেও না লক্ষ্মীটি! পিসিমা জিভ কেটে বললেন: 'তুই কি পাগল হয়েছিস অসি! এমন স্বর্গের মতন আশ্রয় থেকে মেয়েকে জোর ক'রে নিয়ে যাবার কেলেঙ্কারি করব কি না আমি? লোকে গায়ে থুতু দেবে যে! আর বলিনি তোদের একশোবার যে মেয়ে যদি ভগবানের পথে যেতে চায় তবে আমি বাধা দেব না। মা হবে মেয়ের ধর্মের পথে কাঁটা? এ তোদের বিলেত নয় রে অসিত বিলেত নয়—এ হ'ল ভারতবর্ষ যেখানে ধর্মেব চেয়ে বড় কেউ নেই—না বাপ, না মা, না সমাজ, না কিছু। তাছাড়া ওর প্রাণ দিয়েছে কে? প্রাণ দাতার কাছ থেকে ওকে নিয়ে যাব কি না আমি জোর ক'রে—যে আমি মালার মুখে হাসি দেখবার জন্যে—' বলতে বলতে ফের শ্রাবণধারা নামল চোখে। আমি অপ্রতিভ হ'যে বললাম: 'আবার কান্নাকাটি কেন পিসিমা? মালা যেতে রাজি হয়েছে যখন বলছ যাক না—এতো চুকেই গেল। কিন্তু সত্যি ক'রে বলো রাজি হয়েছে তো?' পিসিমা বললেন: 'অবাক! রাজি হয়নি তো কি আমি মিথ্যে বলছি! ও কাল রাতে আমাকে জড়িয়ে ধরে বলল: মা তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? তুমি যদি বলো আমাকে যেতেই হবে। হয় না হয় ওকে ডেকে জিজ্ঞাসা কর না।'

পিসিমা স্বার্থের জন্যে মিথ্যা বলেন একথা আমি জানতাম—তবে নিজের গুরুর আশ্রমে তাঁর পবিত্র নাম নিয়ে মিথ্যা কথার শোভাযাত্রা

করবেন এতটা আমি ভাবতে পারিনি। কিন্তু মালা পিসিমাকে জড়িয়ে ধ'রে বলেছে: 'তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি মা!' একথা শুনে আমার সন্দেহ ফের হ'লো বৈকি। কোথায় মালা? কোথাও নেই ওর চিহ্নও। খুঁজতে খুঁজতে দেখা মিলল ঝিলমের তীরে একটা পাথরের ছায়ায়। বিষণ্ণ মুখে ও আর রাকা ব'সে। বললাম পিসিমার কথা। ও বলল: 'মার কথা সবটা মিথ্যে নয়। আমি বলেছিলাম যাব—কিন্তু সে শুধু মাকে থামাতে। নইলে মার সে কী কান্না জানো না অসিদা, ভাবলাম ফিট হয় বুঝি। তবে এ আমি অস্বীকার করছি না যে আমাকে জড়িয়ে ধ'রে যখন অমন ক'রে মা কাঁদল তখম আমি একটু বিচলিত হয়েছিলাম। কিন্তু মাও কথাটা একেবারেই বানিয়ে বলেছে যে আমি বলেছি মা তোমাকে ছেড়ে কি আমি থাকতে পারি? আমি যে তা পারি এবং বেশ পারি তা কি তোমরাই দেখনি, না মা-ই জানে না।'

"মহা বিপদ্‌। গেলাম গুরুদেবের কাছে। তিনি খানিকক্ষণ চুপ ক'রে থেকে শুধু বললেন: 'আমি তো বলেছি যে মালা স্বেচ্ছায় যেতে চায় তো যেতে পারে—কেবল জোর ক'রে ওকে নিয়ে গেলে ফল ভালো হবে না।

"মহা মুস্কিল। কী যে করি ঠাহর পেলাম না। গেলাম রাকা ও মালাকে নিয়ে ফের পিসিমার কাছে। দেখি প্রবল হাজির। আমাদের দেখে তার মুখ চোখ কি রকম যেন হ'য়ে গেল। তবু বলল একগাল হেসে: 'তাহ'লে মালা তো রাজি—আর কি?' আমি প্রবলের কথা কানে না তুলে বললাম: পিসিমা, গুরুদেব বললেন ও স্বেচ্ছায় গেলে যেতে পারে কিন্তু জোর ক'রে ওকে নিয়ে গেলে ভালো হবে না।' পিসিমা খুব মিষ্ট কণ্ঠে বললেন: 'বাবা! তোরা কি পাগল

হয়েছিস—জোর ক'রে ওকে নিয়ে যাব আমি? কোনো মা পারে মেয়ের ওপর এরকম অত্যাচার করতে? মা তো হ'লিনে বাবা, জানবি কী ক'রে বল্ মেয়ের ম্লান মুখখানি দেখলে মার কী করে বুকের মধ্যে। ও যদি চায় থাকুক না।' মালা টপ্ ক'রে বলল: 'আমি চাই মা থাকতে। তুমি এখন যাও—কেবল শীগ্গির ক'রে ফিরে এসো। আর আমাকে নিয়ে গিয়ে হবেই বা কী বলো তো? না মা লক্ষ্মীটি আমাকে যেতে না ব'লে তুমিই থাকো—তোমার তুটি পায়ে পড়ি মা! এমন জায়গা থেকে যেতে কেনই বা চাইছ?' পিসিমা মুখ অন্ধকার ক'রে বললেন: 'চাইছি কি আমার নিজের জন্যে মেয়ে? তোমারই বিষয় সম্পত্তি—'মালা ব'লে উঠল: 'চাইনে মা আমার বিষয় সম্পত্তি। দিয়ে দাও সব যে চায় তাকে—ঐ প্রবলদা তো হা-পিত্যেশ ক'রে রয়েছেই সবাই জানে—এত টাকাকড়ি পেলে ও কী খুশিই যে হবে!' প্রবল ধমকে ব'লে উঠল: 'থাম্। যেন টাকাকড়ি উনি চান না। ঢ—ঙ।' মালা রাগ করল না, শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে বলল: 'টাকাকড়িতে আমার আপত্তি নেই যদি ভগবানকে পেয়ে চাই—কিন্তু টাকার জন্যে যদি তাঁকে ছাড়তে হয় তবে চাইনে এমন টাকা। তাছাড়া কী হবে আমার টাকায়? গুরুদেব কি বলেননি যে টাকায় সুখ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু ভগবান পাওয়া যায় না?' পিসিমা ফোঁস ক'রে উঠলেন: 'থাম্ থাম্ আর লেকচার দিতে হবে না। তুই যাবি কি না বল্।' ও দৃঢ়কণ্ঠে বলল: 'না মা—আমার ইচ্ছে করছে না—তবে যদি তুমি জোর করো—'পিসিমা বললেন। 'না জোর আমি করব না—তবে গিয়ে এবার বিষ খাবই খাব।' আমি এবার বললাম: 'পিসিমা কী পাগলামি করছ বলো দেখি—আর এ তুচ্ছ জিনিষ নিয়ে এত মন খারাপেরই বা আছে কী।' মালা বলল: 'আর

আমি না গেলে তুমি বিষ খাবে এর নাম বুঝি জোর করা নয়? তুমি বলতে না ভগবানের পথে তুমি আমার কক্ষণো বাধা হবে না? আজ তোমার চেয়ে বড় বাধা আমার কে?'

"বিস্ময়ে আমার বাক্‌রোধ হবার যোগাড়। এ কি নাটক দেখছি, না স্বপ্ন?"

প্রমীলা বলল: "তা সত্যি অসিদা। টাকার জন্যে প্রেমের জন্যে এ ধরণের ড্রামা ভাবতে পারা যায়—কিন্তু ভগবানের জন্যে যে সত্যি তের বছরের মেয়ে আর পঞ্চাশ বছরের মা এ 'সীন্' করতে পারে—"

অসিত হেসে বলল: "এটা এ আমলের বাস্তব-পুরাণে লেখে না, না? I agree. অথচ বিশ্বাস কর, যা বলছি সবই আমার চোখে দেখা—একবর্ণও বাড়ানো নয়। বলতে কি, আমি অনেক কথা কমিয়ে বলেছি—মালা বিশ্বাস ক'রে নিভৃতে বলেছিল ব'লে।"

প্রমীলা বলল: "আমি তোমার কথা অবিশ্বাস করছি না অসিদা—কেবল কিছু যদি মনে না করো তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব?"

অসিত বলল: "কী?"

প্রমীলা বলল: "এ ব্যাপারে পিসিমার ব্যথাটা কি একেবারে কিছুই না?"

অসিত বলল। "কিছুই না কে বলছে? কিন্তু ব্যাপারটা কী দাঁড়াচ্ছে সেটা একবার ভেবেছিস?"

প্রমীলা বলল: "দাঁড়াচ্ছে কী মানে?"

অসিত বলল: "মানে খতিয়ে পিসিমার ইচ্ছা বনাম মালার ইচ্ছা. এ ছাড়া আর কী বল্ দেখি?"

নির্মল বলল : "শুধুই কি তাই অসিত? পিসিমা কেন চান না মেয়ে সন্ন্যাসিনী হয় সেটা যে তুই একদম ভাবছিসই না!"

অসিত বলল : "ভাবছি। আর এ-ও আমি জানি যে খুব কম মা-ই চাইবেন মেয়ে যৌবনে যোগিনী হোক। সবই মানি। কিন্তু এই যদি তাঁর মত, তাহ'লে মুখে মীরাবাইয়ের আদর্শ প্রচার ক'রে কাজে যত্নগিন্নির চালচলন নকল করতে যাওয়ার মানে কী? শুধু তাই নয়—যেকথা মালাও বলছিল—মুখে গুরুদেব গুরুদেব বলা আর কাজে সংসারকেই সর্বেসর্বা করা—এই বা কেন? গুরুদেব তো পিসিমাকে একটিবারও ডাকেন নি—তিনি কাউকেই ডাকেন না। গায়ে প'ড়ে গদ্‌গদ হ'যে দীক্ষা নিয়ে এ কৃতঘ্নতার মানে কী? তাছাড়া বারবারই কি গুরুদেব বলেন নি পিসিমাকে যে যোগ হ'ল আগুন এ নিয়ে খেলা করতে নেই, যে সরল, যার মন মুখ এক তার ভয় নেই—কিন্তু যে কপট—যে ক্রমাগত নাটুকেপনা করে, সংসারে তার সর্বলাভ হ'তে পারে—কিন্তু যোগে হয় সর্বনাশ। পিসিমা এসব জেনেশুনে তবু সেজেছিলেন অনুগত শিষ্যা, পরেছিলেন ধর্মের মুখোষ—এইখানেই আমার সবচেয়ে আপত্তি।"

নির্মল বলল : "তাছাড়া আমার আরো মনে হয় যে তিনি যখন সংসারকেই অত ক'রে আঁকড়ে ধ'রে থাকতে চেয়েছিলেন তখন তাঁর মেয়েকে এভাবে গুরুর কাছে দীক্ষা নিতে দেওয়া ভুল, তাকে এপথে যেতে উৎসাহ দেওয়া ভুলের চেয়েও বেশি—অন্যায়। কেবল একটা কথা: মানুষ কি সব কাজ এত ভেবেচিন্তে করে?"

অসিত বলল : "তা করে না মানি—কিন্তু যেখানে মুখে বারবার বলছেন মেয়েকে স্বাধীনতা দিয়েছেন সেখানে কাজে তাকে বাধ্য করা—

মুখে যে-গুরুকে মেয়ের প্রাণদাতা ব'লে উচ্ছ্বাসের বাণ ডাকিয়ে চলেছেন কাজের বেলা তাঁর অনিষ্ট—"

প্রমীলা বলল: "অনিষ্ট তিনি কিছু করেন নি অসিদা—অবিচার কোরো না। মা-র প্রাণ চাইবে না মেয়ে সংসারী হোক? এর নাম কি অনিষ্ট করা?"

অসিত বলল: "শুধু এইটুকু হ'লে অনিষ্ট বলতাম না। কিন্তু তাহ'লে মালা থাক আমি চললাম ব'লে বিদায় নিয়ে লুকিয়ে পুলিশে খবর দেওয়া, গুরুদেবের আশ্রমে কেলেঙ্কারি কাণ্ডকারখানার মিথ্যা রিপোর্ট দেওয়া, নিজের ভাইপোকে আর মেয়ের প্রাণদাত্রী শুভার্থিনীকে পুলিশের হাতে দেওয়া এর নামও যদি অনিষ্ট করা না হয় তবে অনিষ্ট করা কার নাম বলবি আমাকে?"

প্রমীলা বলল: "এ তোমার রাগের কথা অসিদা? এ কোনো ভদ্র মেয়ে করতে পারে না।"

অসিত বলল: "করুণ হাসি ব'লে একটা কথা আছে জানিস মিলি?"

নির্মল বলল: "তার অর্থ?"

অসিত বলল: "তার অর্থ—ভদ্রতা ব'লে যে-জিনিষটাকে তোরা এত বড় ক'রে দেখিস সেটা খুব কম ক্ষেত্রেই ভেতরের সোনা—বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেটা হ'চ্ছে বাইরের পালিশ। এটা সবচেয়ে স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায় সেই সব ক্ষেত্রে যেখানে সত্য রফায় নারাজ, যেখানে সে বলে—আমাকে যদি তুমি চাও তোমাকে আসতে হবে আলোর খোলা পথে—কারণ আমি যাব না অন্ধকারের গোলকধাঁধায়।"

নির্মল বলল: "অর্থাৎ—"

অসিত বলল : "অর্থাৎ যেখানে অধ্রুবের জন্যে ধ্রুবকে হয় ছাড়তে—at the parting of the ways—যখন আপোষ টাপোষ আর চলে না—এক কথায় যখন ঝাঁপ দিতে হয়। কারণ সেখানে ভদ্রতায় আর শানায় না, পোষায় না, কুলোয় না—তাই তখন শ্যামকে ছেড়ে কুলকে চাইলে আত্মসম্মান বজায় রাখবার জন্যে হয় শ্যামের ওপর চটতে হয়, নয় ভণ্ডামির সুর ধ'রে বলতে হয় কুলই হ'ল শ্যামের বৃন্দাবন—লীলাভূমি।" বলতে বলতে অসিতের মুখে ব্যঙ্গ ছাপিয়ে বিষাদ উঠল ফুটে : "হয়ত তোরা বলবি হেসে যে বাসনা যেখানে তীব্র, আসক্তি যেখানে প্রবল সেখানে মিথ্যার কুল বজায় রাখার সুবিধে তো কিছু আছেই। একথা মানি, কারণ কিছু আরাম না থাকলে লোকে কুল চাইবে কেন? কিন্তু মুস্কিল হ'চ্ছে এই যে মিথ্যার সাহায্যে কুলরক্ষায় কখনো শেষরক্ষা হয় না—আর জীবনে সবচেয়ে বড় কথা হ'ল এই শেষরক্ষা—শান্তি—সব হারিয়েও সব পাওয়ার তৃপ্তি—জীবনের পরম লক্ষ্যবেধ—" ব'লেই অসিতের যেন চমক ভাঙল বলল : "কিছু মনে করিসনি মিলি, তবে ব্যথা যেখানে বেশি বাজে সেখানে সবাইয়ের-মনরাখা অনবদ্য ভদ্র কথা ব'লে চলা যায় না—সত্যের করুণার দিকটার চেয়ে নিষ্করুণ দিকটাই তখন বেশি মন টানে। শোন্ বাকিটুকু তা'হলেই বুঝবি।"

* *

অসিত বলল : "মালা আর পিসিমায় যখন এইরকম তকরার চলেছে তখন হঠাৎ প্রবল গেল বেরিয়ে। ঠিক কখন ও বেরিয়ে গিয়েছিল আমি জানতে পারিনি। বলেছি আমি কেমন যেন বাক্যমূত মতন হ'য়ে পড়েছিলাম। সব কথা কানেও ঢুকছিল কি না সন্দেহ।

"হঠাৎ পিসিমার কান্নায় আমার ফের সাড় এলো। বললাম: 'কেন এমন করছ পিসিমা? ওর দিকটা কেন তুমি ভাবছ না? ও বলছে ওর ভারি কষ্ট হয় সেখানে। তাছাড়া এত তাড়াই বা কিসের? এই তো সবে ও সেরে উঠছে—এখনো যথেষ্ট দুর্বল। এখানে থাকলই বা আরো দুদিন। বিশেষ যখন বলছে গুরুদেবকে ছেড়ে থাকতে ওর এত কষ্ট হয়'—পিসিমা বললেন: 'আর আমার যে ওকে ছেড়ে থাকতে কষ্ট হয় সেটা কি তোদেব কারুর চোখে পড়ে না? এখানে আসবার সময়ে ও আমাকে কথা দেয়নি যে ও ফিরবে?' মালা বলল: 'আর তুমি যে গুরুদেবকে কথা দিয়ে আমাকে নিয়ে যাবার জন্মে জোর করছ তার বেলা?' আমি বাধা দিয়ে বললাম: 'ওকে একটু বুঝতে চেষ্টা করো পিসিমা, ও তো বলছে না তোমাকে চ'লে যেতে—বরং ও তো তোমাকে থাকতেই বলছে। শুধু—ও যেতে চায় না।' পিসিমা রুখে উঠে বললেন: 'কিন্তু চায়না কেন?' মালা বলল: 'কেন চাইনা ব'লে ব'লে আমার জিভ ক্ষ'য়ে গেল যে মা আর কত বলব? আমার গুরুদেবকে ছেড়ে থাকতে বড্ড কষ্ট হয়—মনে হয় শ্রীনগরে ফিরে গেলে আমি বাঁচব না।' পিসিমা বললেন: 'আর আমার যে কষ্ট হয় এখানে—তার বেলা? আমার সুখ আমার বাঁচা এর বুঝি কোনোই মূল্য নেই? ক্ষণজন্মা প্রাণ নিয়ে এসেছেন বুঝি কেবল এই আহা-মরি পরীটি?'

"আমি আর থাকতে পারলাম না, একটু দৃঢ়কণ্ঠেই বললাম: 'তাহ'লে কী দাঁড়াচ্ছে ভেবে দেখেছ কি পিসিমা? দাঁড়াচ্ছে যে যখন ওর সুখ ওর জীবন একদিকে আর তোমার সুখ তোমার জীবন একদিকে তখন তুমি বলছ যে তোমার সুখ তোমার জীবনই সব আগে। এরই নাম কি তোমার অতুলনীয় মায়ের নিঃস্বার্থ ভালোবাসা?'

"পিসিমা ভয়ঙ্কর চ'টে গেলেন একথায়। বললেন: 'তোর সঙ্গে আর কথা বলতে চাই না অসিত, তুই দূর হ'যে যা আমার চোখের সাম্‌নে থেকে।'

"আমি উঠতে যেতেই মালা বলল: 'না অসিদা তুমি যেযো না——আমি একলা থাকতে পারব না।"

"বলতেই পিসিমা উঠে দাঁড়ালেন। বললেন 'তোরা থাক্ আমিই বিদেয় হ'চ্ছি'—প্রবল! ও প্রবল!"

"প্রবল ছিল দোরের ওপাশে দাঁড়িয়ে, 'কী মাসিমা?' ব'লেই এল সাম্‌নে। পিসিমা বললেন: 'চল্ যাই আমরা। আর একদণ্ডও না এ-নরককুণ্ডে। পূর্বজন্মে অনেক পাপই করেছিলাম—নইলে—'

"মালা ব্যথিতকণ্ঠে বলল: 'গুরুদেবের সঙ্গে দেখা না ক'রেই যাবে মা?'

"পিসিমা চেঁচিয়ে ব'লে উঠলেন: 'গুরু? কে গুরু শুনি? ও ঝক্‌মারি আর না বাবা ঘাট হয়েছে। যে মা-মেয়ের মধ্যে ঝগড়া বাধিয়ে দেয় তাকে ধার্মিক বলে না। চল্ প্রবল এ পাপ আশ্রম থেকে!" ব'লেই বেরিয়ে গেলেন তার হাত ধ'রে।

* *

"তারপর?" বলল প্রমীলা।

"দুপুরবেলা এল পুলিশ। নিয়ে গেল আমাকে আর রাকাকে টেনে আদালতে।'

প্রমীলা শিউরে উঠে বলল: "আদালতে! তোমাদের দুজনকে!"

অসিত ম্লান হেসে বলল: "পারলে পিসিমা হয়ত জেলেই পাঠাতেন।

পারেন নি যে সে তাঁর নিজের অনিচ্ছার জন্তে নয়—কিষণচাঁদকে তার করা হয়েছিল ব'লে। বোধহয় তিনি মহারাজার মন্ত্রীর নাম ক'রে তার করাতেই আমাদের সাজা হ'ল না। নইলে হয়ত জেলই হ'ত—কে জানে ?"

নির্মল বলল : "পাগল হয়েছিস ?"

অসিতের মুখে ফেব সেই বিষণ্ণ হাসি উঠল ফুটে : "পাগল আমি হইনি ভাই। পাগল হয়েছিলেন যাঁর নাম মা—অবশ্য সন্তানের মঙ্গলের জন্তেই।' নইলে তিনি নিজে আমার ও রাকার বিরুদ্ধে এ চার্জ আনতেন না যে, কিন্তু থাক সেসব উচ্চারণ করতেও ইচ্ছে করে না।"

নির্মল ও প্রমীলার চোখোচোখি হ'ল।

অসিত বলল : "শুধু তাই নয়। এর পর পিসিমা প্রবলের পরামর্শে কাগজে লিখতেও ছাড়েননি আশ্রমের নামে কুৎসিত ইঙ্গিত সব ক'রে। বলবি না কি এ মিথ্যা কুৎসারও দরকার হয়েছিল মেয়ের মঙ্গলের জন্তে ? যাকে নিজের গুরু ব'লে বরণ করার সময়ে ঘটার অবধি ছিল না—আর এমন গুরু যিনি শুধু মহাপুরুষ নন—মেয়ের প্রাণদাতা—সেই নিষ্কলুষ—"

প্রমীলা অসিতের হাতের ওপর হাত বুলোতে বুলোতে বলল : "থাক্ এ-প্রসঙ্গ অসিদা, এসো আমরা অন্য কথা কই।"

নির্মল বলল : "আমার এটা আরো খারাপ লাগছে এই ভেবে যে ওরা তোদের একবার নোটিস পর্যন্ত দিল না যে মালা স্বেচ্ছায় না গেলে ওরা পুলিশে যাবে। কারণ তা বললে তো এ-কেলেঙ্কারিটা হ'ত না—মালাকে যেতেই হ'ত।"

অসিত বলল : "তাতো বটেই, কারণ মালা যাব না বলার জোর

পাচ্ছিল তো প্রধানত এই জন্তেই যে ও পিসিমাকে বিশ্বাস করেছিল যখন তিনি কথা দিযেছিলেন যে তিনি ওকে ওর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নিয়ে যাবেন না।”

প্রমীলা বলল : “কিন্তু তোমাব কি মনে হয় পিসিমা মনে মনে পুলিশ ডাকবেন মৎলব এঁটেও বাইবে করছিলেন ভণ্ডামি ?”

অসিত বলল : “বলা মুস্কিল। কাবণ ম্যাকিয়াভেলি মন্ত্রী ছিল স্বযং প্রবল। তার তো ছিল আমাদের ওপবে বিষম আক্রোশ। কিন্তু আমার সবচেয়ে দুঃখ এ নয় মিলি, যে আমাকে ও রাকাকে পিসিমা রাগের মাথায় জেলে দিতে চেযেছিলেন—রাগে মানুষ এর চেয়েও নিষ্ঠুর কাজ করে—আমাব দুঃখ এই যে পিসিমা গুরুদেবকে অপমান করলেন। তিনি তো কোনো অপরাধই কবেন নি—এইটুকু ছাড়া যে আদর ক'রে নিজের শান্তির নীড়টিতে ওদেব ঠাঁই দিযেছিলেন। কী ক'রে এতবড় কৃতঘ্নতা পিসিমা করতে পারল—মেয়ে হ'য়ে।”

প্রমীলা হাসল : “এবার কিন্তু তুমি ভারি কাঁচা কথা ব'লে ফেলেছ অসিদা—মেয়েরা যখন নামে নিচুদিকে তখন পুরুষরা পারে তাদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ? জানো না কি জগতের সবচেয়ে জঘন্য কাজ—গুপ্তচরবৃত্তিতে সবচেয়ে বড় প্রতিভা দেখিয়েছে বুদ্ধিতে বৃহস্পতিরা নয়—রূপে সরস্বতী গুণে লক্ষ্মী মেয়েরা ?”

অসিত চম্‌কে উঠল : “এদিক দিয়ে ভাবিনি কথাটা কবুল করছি।” ব'লে একটু চুপ ক'রে থেকে বলল : “তবু কিছুতেই আমি ভাবতে পারছি না মিলি, যে পিসিমা চেয়েছিলেন মেয়ের ইষ্ট নয়—গুরুদেবের অনিষ্ট—আশ্রমের সুনামকে খবরের কাগজের কুৎসার ধূলোকাদায় টেনে আনতে।”

নির্মল বলল : "কিন্তু এতটা বোধহয় তিনি চাননি—এ ঐ ফন্দিবাজটার কারসাজি এ আমি বাজি রেখে বলতে পারি।"

প্রমীলা বলল : "তা আমার মনে হয় না, কিন্তু। এসব ক্ষেত্রে যতই বলো না কেন টাকার জোর সম্পর্কের জোর যত জোর। পিসিমা কিছু কচিখুকিটি ছিলেন না—তাঁর সায় ছিলই ছিল। নইলে প্রবলদা ফোঁশ করতে পারত, কিন্তু ছোবল দিতে পারত না। ছেলেরা নামে, কিন্তু মেয়েরা পড়ে—আকাশ থেকে সোজা পাতালে।"

অসিত বলল : 'খুব ঠিক কথা। এজন্যে দায়িক তো পিসিমাকেই করতে হবে।—কিন্তু আমার এ দায়িত্বের কথা মনে হচ্ছে না নির্মল। আমার কেবল মনে হচ্ছে যে যাঁকে পিসিমা গুরু ব'লে প্রণাম করেছেন—শুধু মেয়ের প্রাণদাতা ব'লে—সেই মহাপ্রাণ পুণ্যশ্লোককে ইতরের মতন লাঞ্ছনা করতে পারলেন তিনি কী ব'লে? তাছাড়া রাগ হয়েছে ব'লেই তো সব কিছুর ওকালতি হয় না। এক কথায় সব ভুলে গেলেন তিনি? ভুলে গেলেন যে আমি ওঁর হাতে মানুষ—মালার ভাই, ভুলে গেলেন রাকা মালার কী সেবাটাই করেছিল, ভুলে গেলেন গুরুদেবের তিনি অতিথি হ'যে আশ্রমে উঠেছিলেন। সত্যি মিলি, তুই ঠিকই বলেছিস মেয়েরা নামে না—পড়ে, আকাশ থেকে সোজা পাতালে।"

*　　*

"তবু," বলল অসিত, "এ আমার দুঃখের ক্ষোভ, ব্যথার জ্বালা। কারণ আমি জানি যে এজন্যে পরিতাপ করা ভুল। বড় কত বড় হ'তে পারে জানবার জন্যেও ছোট কত ছোট হ'তে পারে চাক্ষুষ করা দরকার। এ-সূত্রে আমার ক্ষতির চেয়ে বেশি হয়েছে লাভ, কেন না জানি যে এ-সব

মানুষকেও গুরুদেব ক্ষমা করতে পারেন। না শুধু ক্ষমা করতে পারেন বললেও যথেষ্ট বলা হয় না—এদেরও তিনি তেমনি ভালোবাসেন যেমন ভালোবাসেন মালাকে রাকাকে। কিন্তু তাই তো আমার আরো দুঃখ নির্মল, যে মানুষ মণি হাতে পেযেও তার গায়ে চায় কাদা ছিটোতে—কতখানি অন্ধ হ'লে রিপুবশ হ'লে এ সে পারে বল দেখি?"

"মনে আছে" বলল অসিত একটু থেমে, "পুলিশ যখন আমাকে ও রাকাকে গ্রেপ্তার করল তখন প্রবলের মুখে সে কী বিজযদীপ্তি! মনে আছে যখন পুলিশ আসছে শুনে মালার সে লুটিয়ে কান্না—এখান থেকে আমাকে নিয়ে গেলে আমি বাঁচব না ব'লে—তখন পিসিমার সেই পুলিশ নিযে ঘরে ঢুকে মূর্হিতপ্রায বিবশ মেযেকে ঝাঁকুনি দিযে বলা 'ন্যাকামি রেখে ওঠো—এখানেও আর তোমার গুরুদেবের জয বলা চলবে না।' মার মুখে মেযের দুঃখে এতটা আনন্দ—সে আমি স্বচক্ষে না দেখলে কল্পনা করতে পারতাম না নির্মল।"

*　　　　*

অসিতই ফের কথা কইল, ব'লে চলল যেন আপন মনেই: "মনে পড়ে হাজতে সেই রাকার ও আমার পাশাপাশি ব'সে অপেক্ষা করা। চোখ আমার কেবলই জলে ভরে আসে রাকাকে দেখে: গুরুদেবের কথা ভেবে, আর মনটা থেকে থেকে কেবলই ছি ছি ক'রে ওঠে: এ কুৎসিত হীনতার পাঁকে নামল ওরা কোন্ অপূর্ব পঙ্কজের লোভে? পেল কাকে?—মালাকে?—মানে তার দেহকে? কিন্তু তাকে ওরা চেনেনি—তাই জানে না আজও যে তার দেহকে বন্দী করতে গিয়ে চিরদিনের মতন হারালো তার শ্রদ্ধা। মনে পড়ল মালার মুখ ঘৃণায় কিরকম কুঞ্চিত

হ'য়ে উঠেছিল যখন আমি বলেছিলাম 'যদি তোর মা পুলিশের শরণ নেয় ?' তার শিশু মনে কী সরল বিশ্বাসই না ছিল যে এ কেলেঙ্কারি কোনো ভদ্র মেয়ে করতেই পারে না—বিশেষ যাকে গুরু ব'লে স্তব করেছি তার অপমান ক'রে !

"সত্যি, মনটা আমার যেন বিষিয়ে গেল এই সব কথা ভাবতে ভাবতে। পুলিশ রাকা ও আমাকে বসালো আদালতের পাশের একটা হাজতে। সে ঘরটার সামনে একটা বারান্দা। আমি খানিক বাদে সেই বারান্দায় এসে রেলিঙে ভর ক'রে দাঁড়ালাম। সামনে অশ্রান্ত-নটিনী ঝিলম কত ভঙ্গিমা ক'রেই যে নেচে চলেছে অস্তসূর্যের রাঙা নাচ দুয়ারে। হঠাৎ চম্‌কে উঠলাম—পিছন থেকে কে আমার কাঁধে হাত দিল।

"প্রবল। এসময়ে! কোনো অতি মসৃণ সরীসৃপের গায়ে পা লাগলে যেমন সমস্ত দেহটা কুঁকড়ে ছি ছি ক'রে ওঠে—ওর কর স্পর্শে ঠিক সেই রকম সাড়া উঠল জেগে আমার দেহমনে। কিন্তু আশ্চর্য তক্ষনি মনে পড়ল একদিন গুরুদেব হেসে বলেছিলেন রাকার আবছা আশঙ্কায়: 'আমি কি জানি না যে ও স্বভাব কৃতঘ্ন? কিন্তু মা, তবু ভগবানকে যে একটুও চায় তাকে তো না বলতে পারি নে।' রাকা বলেছিল: 'কিন্তু ও কি কোনোদিন বদ্‌লাবে বাবা?' গুরুদেব বলেছিলেন কোমল ভর্ৎসনায়: 'ছি মা, অমন কথা বলতে নেই। শ্রীকৃষ্ণ গিয়েছিলেন দুর্যোধনের কাছে দূত হ'য়ে—জেনেও যে সে তাঁকে বাঁধবার চেষ্টা করছে। এমন কোনো দেবদ্রোহীই নেই জেনো যার মনে হঠাৎ ভগবানের ডাক না পৌছতে পারে। জগাই মাধাইয়ের কথাটা শুধু যে ওদেরই ইতিহাস তা নয়—ঐশ্বরিক রাজ্যের একটা আশ্চর্য অভিজ্ঞতা। ভাবতে ভাবতে রাগ প'ড়ে এল! বললাম: 'কী?'

"প্রবল খানিক চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর সকুণ্ঠে বলল : 'অসিত, মানে—বুঝলে কি না—কিছু মনে কোরো না—অর্থাৎ আমরা —মানে মাসিমা তোমায় জানাতে বললেন যে তোমার সঙ্গে তাঁর—বা আমার—কোনো ঝগড়াই নেই।' এবার রাগে আমার সর্বাঙ্গে বিদ্যুৎ উঠল জেগে! ঝগড়া নেই!—আমাকে, মালার প্রাণদাত্রী রোগধাত্রীকে পুলিশের হাতে দিয়ে—জীবনে এই প্রথম হাজতে দিযে ওরা ধরে কি না উদার টোন? Injured innocence? মাথাটা ঝাঁ ঝাঁ ক'রে উঠল, কিন্তু তক্ষনি মনে হ'ল গুরুদেবের কথা যে সংসারে প্রতি আপদই আসে আমাদের পরীক্ষা করতে। রাগ চেপে শুধু বললাম: 'প্রবল—তুমি—যাও।' ও বলল মুখ কাঁচুমাচু ক'রে মিষ্ট হেসে: 'যাচ্ছি—তবে আমি তোমাকে শুধু বলতে এলাম—মানে তোমাকে মাসিমা বলতে বললেন যে তোমাব জন্মে তাঁব দুয়ার খোলা থাকবে বরাবরই যদি কেবল—মানে—এ আশ্রম তুমি ছাড়বে কথা দাও।'—

"কথা দেব? গুরুদেবকে ছাড়বার? আমি? জ্ব'লে উঠলাম ফের। আমি আর পারলাম না শান্তসুরে কথা বলতে, চেঁচিয়ে বললাম: 'প্রবল তুমি এক্ষুনি যাও আমার সাম্‌নে থেকে—নইলে—' বলতেই ও ভয় পেয়ে গেল—এরকম ক্ষেত্রে জোযানরাই সব চেয়ে ভীতু হ'য়ে ওঠে কি না—বলল: 'না না যাচ্ছি যাচ্ছি—শুধু ঐটুকুই বলতে এসেছিলাম যে গুরুদেবকে ছাড়লে তোমার মালা ও পিসিমাকে তুমি পাবে যেমন আগেও পেতে।' ব'লেই বেরিয়ে গেল।

"সাম্‌নে সোনার সূর্য তেম্‌নি রাঙা—নীলাঞ্চলা ঝিলম্ তেম্‌নি নৃত্য-চঞ্চলা—পাহাড় তেম্‌নি শান্ত—উদাস। কেবল আমার মনে ঘ'টে গেছে বিপ্লব। সমস্ত রক্ত উঠেছে মাথায়। দেখি—রাকা।

"প্রবলের আবির্ভাবে ও পেছন পেছন এসেছিল আগেই। আমার কাঁধে হাত রেখে ডাকল : 'অসিদা!'

আমি কথা কইলাম না। তবে ওর কোমল করস্পর্শে অনেকটা প্রকৃতিস্থ বোধ করলাম। ও বলল : 'অসিদা, ভাই রাগ কোরো না। গুরুদেব কি বলেন নি যে যা সবচেয়ে কঠিন তাই আমাদের কাছে সবচেয়ে সহজ হ'য়ে ওঠে যদি প্রতি পরীক্ষায় মনটাকে ঠিক রাখতে পারি?' আমি বললাম : 'তবু রাকা—প্রবলটা সাহস করে আমাকে বলতে—' আবেগে কথাটা শেষ করতে পারলাম না। রাকা বলল আরো স্নিগ্ধ কণ্ঠে : 'কেন করবে না বলো? যার যা স্বভাব—গুরুদেব বলেন না কি? মনে রেখো কৃতঘ্নতা ওর স্বভাব জেনেও তো তিনি ওকে আশ্রয় দিয়েছিলেন। আর বাস্তবিক ওরা তো ভুল বলে নি—ওদের আক্রোশ তো তোমার আমার ওপরে নয়—ওদের আক্রোশ তাঁরই ওপরে। তাই তিনি যদি তাদের ফোঁশফোঁশানিতে হাসেন তবে তুমি আমি কেন রাগ করব? আমাদের আদর্শ—তিনি, ওরা নয়।'

"হঠাৎ যেন অনুভব করলাম—ব্রহ্মরন্ধ্রে ঝর্ ঝর্ ক'রে শীতল ধারা মতন নামতে লাগল—কপাল গাল কণ্ঠ বুক বেয়ে। সর্বাঙ্গ যেন জুড়িয়ে গেল! চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। কৃতজ্ঞতার আলো যেন উপচে পড়ল মনের প্রাণের দুকূলে বান ডাকিয়ে। মনে হ'ল : সত্যি গুরুদেব যার গুরু রাগ-দ্বেষ তার তো সাজে না। বন্দনা-গৌরবে শরীর শিউরে উঠল যেন! তবে কেন এসবে এত মন খারাপ করি? কেন ভুলি যে আঁধি যখন ওড়ে তখন সেটা যতই বাস্তব মনে হোক্ না কেন—সে-ই ক্ষণিক—চিরন্তন হ'ল শুভ্র আলো স্নিগ্ধ হাওয়া। অন্তর গান গেয়ে উঠল আনন্দে যে সব যদি হারাই গুরুদেব তো আছেন। তবে কিসের ভয়?

"সেদিন হঠাৎ যেন নতুন ক'রে অনুভব করলাম—অনুরক্তি—লয়াল্‌টি—কাকে বলে। মনে হ'ল জীবনে বড় বড় আদর্শ সংহত হ'য়ে মূর্তি ধরে সাড়ে তিন হাত মানুষের মধ্যেই। সে-ই আমাদের দীক্ষা দেয় সিদ্ধিমন্ত্র শোনায় গুরু হ'য়ে। তাই তাঁর কাছে ঋণ শুধু এ জন্মের নয়—যুগ যুগান্তরের। প্রাণ-সাধনায় তার যদি হারই হয় তাতেই বা কী? জয় তো লক্ষ্য নয় লক্ষ্য সার্থকতা। যার কাছে আলো পেয়েছে তার অনুমরণেই তো জীবন্মুক্তি। অস্তসূর্যের পানে চেয়ে মনে স্তব উঠল তেম্‌নি সহজে যেমন জাগে অরুণ আলোয পাখির কাকলি :

'তব পায়ে ঠাঁই যেন সাথী, পাই
পরাজয়ে যেথা পরমানন্দ :
সুখ-সন্ধানে ধন-জন-মানে
চাহি না জয়ের মায়াবসন্ত।
যেথা হাত ধ'রে ল'য়ে যাবে মোরে
সেথা যদি না-ও ডাকে সমৃদ্ধি :
যাব সে-অকুলে বেদনা বিপুলে
বিদায়ে' নিখিলমিলন-তৃপ্তি।
তোমার চরণ শরণে মরণ
স্বাদেও লভিব জীবন্মুক্তি :
তোমার পাথারে চির-অভিসারে
হৃদি নদী চায় আত্মলুপ্তি।'"

* *

শিবমন্দিরে আরতির শাঁকঘণ্টা বেজে ওঠে···

প্রমীলা চমকে ওঠে : "রাকা এখন কোথায় অসিদা?"

অসিতও চম্‌কে ওঠে : "কি ?"

প্রমীলা মৃদু হেসে বলল : "রাকা বুঝি এখন ডুমেলেই আছে ?"

অসিত বলল : "হ্যাঁ।"

একটু পরে নির্মল বলল : 'মালার জন্যে বেচারি খুব মনঃকষ্টে আছে নিশ্চয়ই ?"

অসিতের মুখে বিষণ্ণ হাসি ফুটে ওঠে : "কালই সকালে ওর একটি চিঠি পেয়েছি—দেখ্ না।" ব'লে পকেট থেকে একটি চিঠি বার ক'রে দিল ওর হাতে।

নির্মল বলল : "তুই-ই পড়।"

অসিত পড়ল :

"অসিদা,

তুমি যে-দিন শ্রীনগর গেলে সেদিনই বিকেলবেলা শুক্রর এক চিঠি। সে তার বাবার সঙ্গে পেশোয়ার থেকে খাইবার পাস দেখে লাহোরে ফিরেই মালার সঙ্গে দেখা করেছে।"

প্রমীলা বলল : "লাহোরে ? কোথায় ?"

অসিত বলল : অশোকবনে—রাকারই ভাষায়।"

নির্মল বলল : "মানে ?"

অসিত বলল : "প্রবলদের বাড়িতে আর কোথায় ? নজরবন্দিনী ?"

প্রমীলা বলল : "কী যে ঠাট্টার ছিরি। আ—হা !"

অসিত বলল : "ঠাট্টা নয়। শোন্‌ই না।

"প্রবলদের বাড়িতে প্রবল ওকে খুব কড়া কনসেণ্ট্রেশন ক্যাম্পেই রেখেছে—বলাই বেশি। সেখানে এমন কি মেঘেরও দূতিয়ানার জোটি নেই। তবে তুমি সিনিক হাসবে যদি আমি বলি অসহায়ের সহায়

ভগবান্। কিন্তু বলো দেখি এ-অবস্থায় শুক্র ছাড়া আর কার মুখে মালার খবর পেতে পারতাম আমরা? পিসিমারা জানেন শুক্র এখনো প্রবল-পরাক্রান্তদের দলে—তাই না এ-অঘটন ঘটল।

"ওর কি হয়েছিল শুনবে? আমার সঙ্গে ওর খুব অন্তরঙ্গতা নেই এ তুমি জানো। ও আমাকে ভালোবাসে—কিন্তু তা'কে ভালোবাসা না ব'লে টান বলাই ভালো। সাধারণত এ-ধরণের ভালোবাসা নিজেকে জানান দেয় না। তাছাড়া ছেলেরা স্বাধীন হ'তে আরম্ভ করতে না করতে তাদের মন বওনা হয় বাইরের দিকে। শুক্রও তাই প্রবলদের সঙ্গেই বেশি ভিড়ে গিয়েছিল। কিন্তু যেই ও শুনল যে ওর মাকে প্রবলদা পুলিশের হাতে দিয়েছিল সেই মুহূর্তে ও দাঁড়াল ঘুরে। এ জগত খুব উদার ধর্মী হ'লেও এখনো পারিবারিক আত্মসম্মান ব'লে একটা মনোভাব রয়েছে যে।

"সুবিধে পেয়ে আমি ওকে বললাম মালাকে আমার চিঠি দিতে ও তার খবর নিতে। ও রাজি হ'ল। প্রবলকে কিছু বলল না অবশ্য—কারণ ওরা শুক্রর মতিগতির পরিবর্তনের কথা জানলে যে আর ওকে মালার ছায়া মাড়াতেও দেবে না এটুকু দূরদর্শিতা ওর ছিল। তাই হ'য়ে গেল যোগাযোগ।

"ও দিল মালাকে আমার একটি কবিতা। কবিতাটি লিখেছিলাম তুমি শ্রীনগর যাবার পরের দিনই। আমার ছন্দ সাথীকে আমার অনেক নিরানন্দই কবিতায় জানিয়েছি—আবার জানালামই বা। শোনো। আমি মালাকে লিখেছিলাম:

অয়ি শুভ্র শ্রীলতিকা, আলোব্রতা-বর!
রজনীর তৃষাতুর ভুজঙ্গ-বন্ধনে
কভু কি নিভিতে পারে পূর্ণিমা-শির?

আজ তুমি সাথীহারা সে-অন্ধ গগনে,
তমসার ঘনকৃষ্ণ-ছায়াঢাকা বীথি
বারে বারে রুধিয়াছে দীপ্তি-অভিমান :
শোনো তবু সুদূরের আলোক-অতিথি!
নামিছে অনন্ত হ'তে অলকা-উজান।
ছিন্ন করি' যামিনীর রুধির-পিপাসা
একদা শ্বেতশ্রী সম উঠিবে ঝলকি'
কণ্ঠে তব দুর্দমের জ্যোতির্ময় ভাষা।
সেই দীপ্র বাণীরাগ সহসা নিরখি'
ঝঙ্কারিবে অসীমের বক্ষে অভিনব
হে মোর কৌমুদীমালা জয়লগ্ন তব।

"শুক্ল লিখেছে এটি পড়তে পড়তে মালার চোখ জলে ভ'রে এসেছিল। অসিদা, মাতৃস্নেহের অন্ধি-সন্ধি তোমার পিসিমার জানা—কিন্তু সে স্নেহের তিনি কী জানবেন যে ফুলের মতন ফুটে ওঠে দূরের আলোয়—যার পরিণতি কাছের কোনো আকাঙ্ক্ষার কাছে হাত পাতে না? আমিও তো জানতাম না আগে।"

"কিন্তু তবু ভারি কষ্ট হ'ল শুনে। এখনো এ-ধরণের উচ্ছ্বাস তো কাটিয়ে উঠতে পারি নি ভাই, তাই হয়ত ওর কথা মনে ক'রে এত বাজে। তবে ওর চোখে জল আসে কখন—তা তুমি তো জানো। মনে হ'ল—কেনই বা ওকে কবিতা পাঠাতে গেলাম। ও কতদূরে—ভাবতে এখনো চোখে জল আসে যে। অথচ গুরুদেব কালই বলছিলেন আমাকে যে ভালোবাসায় যেখানে খাদ নেই সেখানে দূরত্বও নেই। এই খাদ স—ব পুড়ে যাবে কবে অসিদা? ও-ই তো আনে চাওয়ার আকাঙ্ক্ষা। কবে

সে-ভালোবাসায় পূর্ণ দীক্ষা পাব বলো তো, যে-ভালোবাসার চাওয়া ব'লে কোনো জিনিষ নেই—আছে শুধু দেওয়ার আকাঙ্ক্ষা? তোমার কাছে আমি কত কৃতজ্ঞ মুখে বলতে পারি না দাদা। কারণ গুরুদেবের কাছে আমায় এনেছিলে তুমিই। তাঁকে না দেখলে কি কোনোদিন বুঝতে পারতাম প্রকৃত ভালোবাসার ছন্দ কী? কাল তিনি কত যে সুন্দর সুন্দর কথা বললেন প্রকৃত ভালোবাসার ধর্ম সম্বন্ধে! সে সব তুমি এলে বলব—আমি লিখে রেখেছি অনেকটা, যদিও আমাদের মন দিয়ে ধরি ব'লে অনেক কথারই ঠিক নাগাল পাই না। তবে একটা কথা আমি বুঝতে পেরেছি দাদা, যে আমাদের এই দাবিভরা ভালোবাসা নিয়ে গৌরব-করার মধ্যেও সে কতখানি অগৌরব আছে সেটা যতদিন না বুঝতে পারব ততদিন আমাদের নিস্তার নেই। শুক্ল লিখেছে মালা তাকে বলছিল যে সে বুঝতে পারে না ওর শ্রদ্ধাকে হারিয়ে শুধু দেহটাকে বন্দী ক'রে কী পেল?—কিন্তু কী সব উচ্ছ্বাস যে এসে গেল! নাঃ, ছিঁড়ব না। উচ্ছ্বাস প্রকাশ করবার দুর্বলতা যে আমার আছে সেটা প্রাণপণে লুকোনোও তো প্রকারান্তরে অহঙ্কারকেই প্রশ্রয় দেওয়া। তাছাড়া আমরা যা তা ধরা পড়েই পড়ে—যোগের তীব্র আলোয় এখানে তো করুণার লেশও নেই। তুমিও তো ভুক্তভোগী দাদা। তাই তোমার কাছে কেনই বা এত ঘটা ক'রে 'সংযমিনী' সাজা? এই সঙ্গে পাঠালাম মালার চিঠি। প'ড়ে ফেরৎ দিও কিন্তু। হারিয়ো না যেন—তুমি যে অন্যমনস্ক! নাঃ, কাজ নেই—চিঠিটার একটা কপি ক'রেই দিই এখানে। মালা লিখেছে :

রাকাদি!

এরা আমাকে রেখেছে খুব সাবধানেই। মা-র প্রাণ তো। চিঠিপত্র

লেখাও বন্ধ—পাওয়াও অসম্ভব। এ-চিঠি পাবে কিনা জানি না। তবে শুক্ল আমাকে তো ভালোবাসে—তাই ওর ভারি কষ্ট হয়েছে—মনে হল ও পাঠাতেও পারে।

তোমার কবিতাটি প'ড়ে—না সে কথা বলব দেখা হ'লে। দেখা? সে তো হবেই রাকাদি। গুরুদেব বলেন নি কি—যে ভগবান্‌কে যে চায় তাকে সমস্ত জগতের পাহারা চোখে-চোখে রেখেও ধ'রে রাখতে পারেনা?

ওরা আমাকে রোজই বলে মা বাপ আত্মীয় স্বজন এই-তো ভগবান্—এদের ছেড়ে কি ভগবান পাওয়া যায়?

আমার মনে হয় গুরুদেবের কথা—ভগবান না পেলে মা বাপ ভাই বোন্ কাউকেই পাওয়া যায় না যে।

তবে প্রবলদার ভা—রি বুদ্ধি—এ নিশ্চয়! এমন কোনো কথাই নেই যা ও না কাটে। জানো? সেদিন ও প্রমাণ ক'রে দিল যে ভালোবাসার মানেই হ'ল নিজের সুখ, কেন না দুঃখ পেলে—ও বলল—জগতে কেউই নাকি কাউকে ভালোবাসত না। তর্ক করে তো পেরে উঠি না, তাই সেদিন হঠাৎ মনটা ভারি খারাপ হ'য়ে গিয়েছিল এ-সৎসঙ্গে। কিন্তু হবি তো হ'—তার পরেই রামকৃষ্ণদেবের কথামৃত এক জায়গায় চোখে প'ড়ে গেল: 'কাক ভাবে তার ভারি বুদ্ধি—কিন্তু ময়লা খেয়ে মরে।' খু-ব হাসলাম। অম্‌নি দেখি কি, মন ভালো হ'য়ে গেছে।

শুক্ল বলল—তুমি গুরুদেবের চরণেই আশ্রয় পেয়েছ। ভাগ্যবতী! তোমার তো মা নেই।

জানো রাকাদি? কাল রাত্তিরে আবার সেই স্বর শুনেছি—জেগে। এবার কিন্তু গান নয়—একটা কবিতা ছয় লাইনের :—

মাটিতে ফুল ফোটে ব'লেই চাইবে কি সে মাটির কারা ?
আকাশে তার বুক ভরে—তাই ধূলায় জ্বলে স্বপন তারা—

বাকিটা পরে। সিঁড়িতে ঐ পায়ের শব্দ! 'বেঞ্জামিন ফ্লাংকলিনের কথা অমৃত সমান'—নিয়ে বসি চক্ষের নিমেষে। ইতি তোমার স্নেহের

মালা

*　　*

সামনে শঙ্করাচার্য পাহাড়ে মন্দির-চূড়া মেঘে ঢেকে গেছে। এখানে ওখানে ফাঁক দিয়ে তারা দেখা যাচ্ছে—একটি দুটি তিনটি·· এত ম্লান··· বৃষ্টি সুরু হয় হঠাৎ ··পাশ দিয়ে একতারা বাজিয়ে এক নানকপন্থী, গেয়ে চলেছে :

"তাত মাত ভ্রাত বন্ধু আপনো ন কোঈ
ছাড় দঈ কুলকি লাজ ক্যা করেগা কোঈ ?—"

সমাপ্ত

দিলীপকুমারের গ্রন্থাবলী

অনামী (কবিতা)—৩৲

এ বইটির প্রথম খণ্ডে আছে নানা ইংরাজি, সংস্কৃত, ফরাসী কবিতার কাব্যানুবাদ—মূল সহ—যথা, শেক্সপীয়র, মিল্টন, ওয়র্ডসওয়র্থ, শেলি, আনাতোল ফ্রাঁস, নীটশে, নোভালিস, হাইনে, কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতি। দ্বিতীয় খণ্ডে আছে দিলীপকুমারের নানা কবিতা ইংরাজি free verse অনুবাদ সহ। তৃতীয় খণ্ডে—শ্রীমার নানা প্রার্থনার কাব্যানুবাদ—মূল ফরাসী সহ। চতুর্থ খণ্ডে শ্রীঅরবিন্দ, রবীন্দ্রনাথ, রাসেল, রেঁালা, এ-ই, ডিকিন্সন, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম প্রভৃতির বহু পত্রাবলী।

সূর্যমুখী (কবিতা) – রাজসংস্করণ—৩৲, সাধারণ সংস্করণ—২॥০

এই বইটির প্রথম খণ্ডে শ্রীরামকৃষ্ণ দেবের নানা কথিকা ছড়ায় দেওয়া আছে। দ্বিতীয় খণ্ডে বহু অনুবাদ ও মূল কবিতা আছে। তৃতীয় খণ্ডে শ্রীঅরবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণপ্রেম, ডি এইচ লরেন্স, রাগানা, শ্রীমহেন্দ্রনাথ সরকার ও দিলীপকুমারের পত্রাবলী।

মনের পরশ (প্রায় ৬০০ পৃষ্ঠা—উপন্যাস)—৩৲

(২য় সংস্করণ যন্ত্রস্থ)

দুধারা (উপন্যাস)
ও (দ্বিতীয় সংস্করণ) } ২॥০
বহুবল্লভ (সচিত্র উপন্যাস)

রঙের পরশ (উপন্যাস—শেষে রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের পত্র)—২॥০

দোলা (উপন্যাস) ১ম খণ্ড—২৲ ২য় খণ্ড—৩৲

(সব শুদ্ধ ১০৪০ পৃষ্ঠা)

আশ্চর্য (প্রথম স্বদেশী উপন্যাস—কাশ্মীরের চিত্রসহ)—১৲

তরঙ্গ রোধিবে কে? (উপন্যাস) ১ম খণ্ড ২৲

২য় খণ্ড—২৲

নব গীতিমঞ্জরী (স্বরলিপি—সাহানা দেবী সহ)

—২৷৹ (দ্বিতীয় সং)

গীতশ্রী (স্বরলিপি নিশিকান্ত সহ—বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্য)—৩৲

এই দুইটি স্বরলিপির বইয়ে মীরা, কবীর, তুলসীদাস, দাদু, হারীন্দ্রনাথ, রাহানা প্রভৃতির হিন্দি ভজন; বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, জ্ঞানদাস প্রভৃতির কীর্তন: দ্বিজেন্দ্রলাল, রবীন্দ্রনাথ, অতুলপ্রসাদ, নিশিকান্ত, দিলীপকুমার প্রভৃতি সুরকারগণের আধুনিক বাংলা গান; পণ্ডিত ভাতখণ্ডের লক্ষণ গীত—আরও নানাবিধ গানের স্বরলিপি আছে।

ভ্রাম্যমানের দিনপঞ্জিকা—(ভারতবর্ষের গায়ক গায়িকার বিবরণী, নানা সঙ্গীত কনফারেন্সের বর্ণনা, ভ্রমণ বৃত্তান্ত প্রভৃতি—বীরবলের ভূমিকা সহ)—২৲

সাঙ্গীতিকী (বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত, কলেজ ষ্ট্রীট—চক্রবর্তী ও চাটার্জ্জি প্রকাশক)—২৲ (সচিত্র) এই বইটি সঙ্গীতের ইতিহাস ধ্রুপদ খেয়াল, টপ্পা, ঠুংরি, গজল কীর্তন বাউল, আধুনিক বাংলা গান—(দ্বিজেন্দ্রলালের, রবীন্দ্রনাথের, অতুলপ্রসাদের, দিলীপকুমারের আরো অনেকের)—বড় বড় গায়ক গায়িকার বিবরণী ইত্যাদি আছে।

আপদ (নাটক) ও **জলাতঙ্ক** (প্রহসন) } ১৷৹

তীর্থঙ্কর (রোমাঁ রোলাঁ, বার্টরাণ্ড রাসেল, মহাত্মা গান্ধি, রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীঅরবিন্দর সঙ্গে দিলীপকুমারের নানা কথাবার্তার অনুলিপি ও এঁদের দিলীপকুমারকে লেখা নানা পত্র—যন্ত্রস্থ) ২৷৹

লচক লচক	(হিন্দি ভজন)	দশ ইঞ্চি
মেরে দিলমে	(হিন্দি গজল)	
গগন ভূষণ তুমি	(দ্বিজেন্দ্রলাল)	দশ ইঞ্চি
সুগোপন	(রাহানা)	
বন্দে মাতরম্	(বঙ্কিমচন্দ্র)	বার ইঞ্চি
আমার জন্মভূমি	(দ্বিজেন্দ্রলাল)	
কোজাগর	(রাহানা)	বার ইঞ্চি
কোন্ লাবণ্য লীলায় ভরা	(নিশিকান্ত)	

গ্রামোফোনে দিলীপকুমারের ছাত্রী শ্রীমতী উমা বসুর (হাসি) গান (যাঁহাকে মহাত্মা গান্ধি নাইটিঙ্গেল উপাধি দিয়াছেন)

মন তুমি কৃষি কাজ জানো না	(রামপ্রসাদী)	দশ ইঞ্চি
আঁধারের এই ধরণী	(বাউল—নিশিকান্ত)	
সুন্দর এসো আজ	(দিলীপকুমার)	দশ ইঞ্চি
ফোটে ফুল বনের বনে	(অজয়কুমার)	
বুলবুল	(দিলীপকুমার)	দশ ইঞ্চি
মুরলী নৃত্য	(দিলীপকুমার)	
য়ুঁ তো ক্যা ক্যা	(গজল—উমা গেয়েছেন)	দশ ইঞ্চি
তু নে ক্যা কিয়া	(গজল—দিলীপকুমার গেয়েছেন)	
আজ সখি সুন	(ভজন—উমা গেয়েছেন)	দশ ইঞ্চি
না লয়ে জানে	(গজল—দিলীপকুমার গেয়েছেন)	

শ্রীধীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত

বিরহ-মিলন কথা

মোহিতলাল, অন্নদাশঙ্কর, দিলীপকুমার প্রভৃতির দ্বারা

প্রশংসিত উপন্যাস, মূল্য—১॥০

শ্রেষ্ঠ কবি ও সমালোচক মোহিতলাল মজুমদার 'আধুনিক উপন্যাস' প্রবন্ধে বিরহ-মিলন কথা সম্বন্ধে বলেন,—

" তোমার লিখিবার শক্তি জন্মিয়াছে ইহাতে ভুল নাই এবং সত্যকার রসপিপাসাও যে তোমার মধ্যে রহিয়াছে এই বইখানি তাহাও প্রমাণ করিতেছে। তোমার বইখানিতে গল্পের আকারে একটা কাব্য কল্পনা প্রকাশ পাইয়াছে, রচনাটি কাব্য-প্রধান হইয়াছে। তাহাতে ক্ষতি নাই, যাহার যা প্রেরণা তাহা ঠিকমত প্রকাশ পাইলেই হইল, তাহাতেই রসসৃষ্টির সার্থকতা। দুইটি দিন মাত্র আশ্রয় করিয়া তুমি যে কয়টি নর-নারীর মানস কাহিনী বা ভাবজীবন একটা নাটকীয় ঘটনা সংস্থানে গাঁথিয়া তুলিয়াছ তাহাতে তোমার যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় আছে। খুব সাবধান মনোযোগ এবং সতর্কতার প্রমাণও ইহাতে আছে এই বইখানি রচনায় তুমি যে শক্তির পরিচয় দিয়াছ তাহা খুবই আশাপ্রদ। আমি তোমার এই কৃতিত্বের জন্য খুবই আনন্দিত হইয়াছি। তোমার ভাষা খুবই পরিচ্ছন্ন এবং বিশুদ্ধির দিকে তোমার লক্ষ্য আছে এইটাই সবচেয়ে বড় কথা।

—যুগান্তর

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা